একমেবা দ্বিতীয়ং—

# শুকসংবাদ

নামক গ্রন্থ

অর্থাৎ

পারস্য তুতি নামা অবিকল
শরল বঙ্গীয় সাধু ভাষায়
পয়ারাদি বিবিধ ছন্দানুবন্ধে
শ্রীদ্বারকানাথ গুপ্তের দ্বারা
বিরচিত হইল

ও শ্রীযুক্ত ঠাকুর দাস শিরোমণি ভট্টাচার্য্যের
দ্বারা সংশোধিত হইয়া

কলিকাতা বিদ্যারত্ন যন্ত্রালয়ে
মুদ্রাঙ্কিত হইল

এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবেক তেঁহ ৺ মথুরামোহন
সেনের ফুল বাগানের গলিতে ৺ বলাই চাঁদ দে
মহাশয়ের বাটীতে অন্বেষণ করিলে পাইতে
পারিবেন।

শকাব্দা ১৭৭০— বাঙ্গালা—২৫—কার্ত্তিক

## নির্ঘণ্ট ॥ পত্রিকা

## শ্রীশ্রীজগদীশ্বরায় নমোঃ

## অনুক্রমণিকা

মহামহিমার্ণব দীন প্রতি পালক বিবিধ বিদ্যোৎসাহি স্বদেশীয় ও বিদেশীয় মহোদয় দিগের সন্নিধানে মদীয় নিবেদন মিদং। যে যুগলোদ্যান নিবাসি অশেষঃ গুণরাশি শ্রীযুক্ত বাবু বেহারি লাল পাল ও শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল দে ইহাদিগের বিশেষতঃ উৎসাহে ও আনুকূল্যতায় এবং সুস্মদাদির সহায়তার দ্বারা শুক সংবাদাখ্য এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ পারস্য ভাষা হইতে অবিকল অনুবাদ করিয়া এক্ষণে আমি মুদ্রাঙ্কিত করণে কৃত সংকল্প হইলাম অতএব শ্রীশ্রীজগদীশ্বরের সমীপে কৃতজ্ঞতা পূর্বক এই প্রার্থনা করি যে আপনাদিগের একাপ সদনুরাগ বৃদ্ধি করেন। এবং গুণগ্রাহি পণ্ডিতাভিমানী ধীমান বর্গের সন্নিধানে পুনঃ নিবেদন এই; যে যদিচ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ অলঙ্কার বর্জিত বিধায় কোনমতে আপনাদিগের পাঠোপযুক্ত নহে তথাচ কাব্য কৌতুকাপেক্ষা হইয়া কৃপা পুরঃসর নয়নাপাঙ্গে প্রেক্ষণ করিবেন যে রূপ মধু পানোন্মত্ত মধুপ বর্গের অভিনব চূতাঙ্কুর রসাস্বাদে আশু চিত্ত প্রবৃত্তি জন্মে এবং বারিচর বংশীর ক্ষীর সম্বন্ধে দোষ মার্জনা করত গুণ গ্রহণ করিবেন অলমিতি বিস্তারেণ॥

শকাব্দা ১৭৭০ । শ্রীদ্বারকানাথ গুপ্ত

২৫ কার্ত্তিক নিবাস যুগলোদ্যান

নমো ভগবতে বাসুদেবায়

নমো ধর্ম্মায় মহতে ।

শুকসম্বাদ ॥

নির্গুণ স্তোত্রং ।

দীর্ঘত্রিপদী ॥ নির্ব্বিশেষ নিরাকার, বিশুদ্ধ নিত্য সারাৎসার; নিত্যানন্দ নির্লেপ নির্গুণ । অজ অমনাদি অব্যয়, অপরিচ্ছিন্নাতী ন্দ্রিয়, নিরাময় লীলায় সগুণ ॥ বিষণু পুমান নারী, স্থির করি বারে নারি, মন বাক্যাদির অগোচর । অখণ্ড বিশ্ব ব্যাপক, ভূতা দির প্রকাশক; যাহাতে মোহিত চরাচর ॥ ইচ্ছা মাত্রেতে যাঁর; উৎপত্তি হয় সংসার; যে মায়ায় ভ্রান্ত জীবগণ । যাঁহার নিয়োগ বশে; রবি শশী নিরায়াসে, ত্রিভুবন করে পর্য্যটন ॥ তেঁহ সর্ব্ব আধার, অপার মহিমা যাঁর, বেদাদিতে দিতে নারে সীমা । অপ্রমেয় মতকয়, আব্রহ্মাদি লোকাশ্রয়, প্রকাশিত যাঁহার মহিমা ॥ জীবাত্মা উপাধিময়, যাহাতে সম্ভব হয়; জীবনের জীবন যে ন করি যাঁর সত্বাশ্রয়; সমূহ পদার্থে রয় স্মরি সেই অনাদি কারণ ॥ ❁

## অথ গ্রন্থারম্ভ ॥

পয়ার ॥ অদ্যাপি কাশ্মীর খ্যাত প্রসিদ্ধ নগর। তাহে পূর্ব্বে ছিল এক ধরণী ঈশ্বর ॥ আমদ্ সুলতান নাম সর্ব্ব গুণধামা। সুন্দর সুগুণ যুত রূপে জিনি কাম ॥ ইষ্ট নিষ্ঠ গুণে শ্রেষ্ঠ গোরিষ্ট প্রধান। সভ্য ভব্য কাব্য রসে অতি মতিমান ॥ প্রজাগণ সখীমন রাজার কৃপায়। পুত্র সম করি জ্ঞান পালিত সবায় ॥ দরিদ্র জনের দুঃখ করিতে বারণ। স্থানেং ছিল সদাব্রত সংস্থাপন ॥ দয়ার সাগর রাজা কলপ তরু প্রায়। শরণ্য প্রপন্ন জনে সর্ব্বদা সদয় ॥ অপার ঐশ্বর্য্যযুক্ত সীমা নাহি তার। ধনধান্য পরিপূর্ণ আছিল ভাণ্ডার ॥ শিষ্টজনে ইষ্টালাপে তুষিত নিতান্ত। দুষ্টের দমনে ভূপ যেমন কৃতান্ত ॥ সঙ্খ্যাতিত সৈন্যসংখ্যা করে কোন জন। সমর শঙ্কায় শঙ্কিচিত্ত বৈরিগণ ॥ গজবাজি পদাতিক আছিল বিস্তর। সর্ব্ব অগ্রগণ্য রাজা নাহিক সোসর। সর্ব্ব সুখ সম্ভোগেতে ছিল নরপতি। এক মাত্র খেদ তার না ছিল সন্ততি ॥ অপত্য অভাবে নিত্য ব্যথিত অন্তরে। যাইয়া সর্ব্বদা স্তায় সদাব্রতাগারে ॥ যাবতীয় যোগ্য জনে যতন করিয়ে। মরম বেদনা সব কহি প্রকাশিয়ে ॥ কায়মনে পুত্র কাম্য করিয়ে রাজন। আপনার ইষ্টবর করিত যাচন ॥ অহর্নিশী গৃহে রাজা বসিয়ে নির্জ্জনে। পুত্র হেতু থাকিতেন ঈশ্বরের ধ্যানে ॥ কিছু দিন পরে তবে ঈশ্বর কৃপায়। ভূপতি মহিষী এক প্রসবে তনয় ॥ নিরূপম রূপ তার না যায় বর্ণন। শারদ চন্দ্রমা সম সুহাস্য বদন

নরখি সন্তের মুখ সুখী নর রায়। তদুৎ সবে উৎসব করিল অতিশয়॥ বিলাইল বহু ধন দরিদ্র জনায়। তাহা দের ঘুচে দুঃখ রাজার কৃপায়॥ গীত নাট বাদ্য ভাণ্ড হয় অনিবার। রাজার রাজ্যেতে হয় আনন্দ অপার॥ আপামর সাধারণ যার যেই জনে॥ সবারে তুষিল রাজা পরম যতনে॥ আমাত্যাদি যত রাজ অনুচর গণ। সবারে দিলেক যোগ্য বসন ভূষণ॥ ক্রমেতে বাড়িছে শিশু নিশাকর প্রায়। হেরিয়ে সবার চিত্তে আনন্দ উদয়॥ সপ্তম বৎসর যবে হইল নন্দন। বিদ্যারম্ভ কাল জানি নৃপতি তখন॥ সর্ব্ব গুণ যুক্ত সশিক্ষক এক জন। বিদ্যা শিক্ষা হেতু পুত্রে করে নিয়োজন॥ সুধীর সুবুদ্ধি অতি নরেন্দ্র নন্দন। অনায়াসে সর্ব্ব বিদ্যা কৈল উপার্জ্জন॥ পারসী আরবী আর কারাণ প্রভৃতি। কাব্য অলঙ্কার নাট কারি রাজ নীতি॥ সর্ব্ব বিসারদ দেখি আপন কুমার। নরেশ মাইনুল নাম রাখিল তাহার॥ ❋॥

অথ মেথমুনের পরিনয়॥

ছন্দ চৌপদী॥ যোগ্য দেখি সুতে, ভূপতি স্বচিত্তেঃ পুত্রে বিভাদিতেঃ করিয়ে মন। আমাত্য বর্গেরেঃ ডাকায়ে সাদরেঃ সবার গোচরেঃ কহে তখন॥ শুহে ধীর গণ, শুন সর্ব্ব জনঃ মম যাকিঞ্চনঃ জানাই সবে। এবে যোগ্য বয়ঃ হয়েছে তনয়ঃ তার পরিনয় দিতে হইবে। একথা শ্রবণঃ করিয়ে তখনঃ যতেক জনঃ বিনয়ে কয়। আছে এক কন্যাঃ রূপে গুনে ধন্যাঃ তার

সমা অন্যা, নাহি ধরায় ।। পরমা রূপসী, নবীনা ষোড়শী, যেন পূর্ণ শশী খোজেস্তা নাম। যদি হয় মন, তোমার নন্দন; সহিত মিলন, কর গুণধাম ।। শুনি নর রায়, পুলকিত কায়; সম্মতি জানায়, তার কারণ। জ্যোতিবিদ আনি, শুভদিনগণি, করিল তখনি, লগ্ননিরূপণ ।। আয়োজন তার, বিবিধ প্রকার, করে অনিবার, দাস সকলে। অতিশুভক্ষণে, বিবাহ দুজনে; রাজার ভবনে; হল কুশলে ।। উভয় মিলনে, উভয়ের মনে; হইল এমনে, প্রেম উদয়। যদিচ কখন, হয় অদর্শন; তিলে যুগ জ্ঞান, প্রমাদোদয় ।। নবপ্রেমাঙ্কুর, বাড়িছে প্রচুর, জাগিছে মধুর, উভয় মনে। যুবক যুবতী, লয়ে রতি পতি, প্রেম রসে মাতি, রঙ্গে দুজনে ।। নিশা নিশী দিন; দোঁহে নহে ভিন, দিন২ দিন বাড়ে অনুরাগ। রসিক যে জন, বুঝিবে কারণ; হইলে মিলন, নারীর সোহাগ ❋

অথ মেয়মনের শুকপক্ষ ক্রয় ও প্রবাস যাত্রা।

পয়ার ।। এক দিন মেয়মন হৈল আকিঞ্চন। নগরের শোভা কিছু করিতে দর্শন। অপরূপ শিবিকায় করি আরোহণ। মনোহর সাজে করে নগর ভ্রমণ। হেনকালে যুবরাজ হেরে ব্যাধ করে মনোহর শুকবর পিঞ্জর ভিতরে ।। পুলক যুগল আঁখি নিরখি বিহঙ্গ। শুকে হেরে শুকবাড়ে যড়াইল অঙ্গ ।। স্বীয় পাশে ডাকি ব্যাধে কন সাধেকর। কি মূল্যে এ পক্ষে পার করিতে বিক্রয় ,, শুনি কর পুটে ব্যাধে করে নিবেদন। দেশশত মুদ্রা পক্ষ প্রতি

নিরূপণ॥ শুনি হাসি মেয়মন ব্যাধ প্রতিকয়। এত মূল্যএবি কক্ষে কেকরিবে ক্রয়॥ যাহার সমস্ত পক্ষে মূর্ত্তি পর্য্যন্ত নাই। নির্ব্বোধ বিহনে অন্যে নাহি শোভাপায়॥ নারিল ব্যাধের মুখ কারতে উত্তর। মনেং বিহঙ্গম চিন্তে অতঃপর॥ যদি এ মূর্খক মোরে নাহি করে ক্রয়। চরমে নরযন্দুঃখ হতর আলয়। সভ সঙ্গ প্রাপ্ত হেতু লভয়ে সদগতি। পুষ্প সহ কীট যথা হর শিরে স্থিতি॥ মহতের প্রতিষ্ঠিত প্রস্তর সকল। অনায়ে দেবত্ব লভে হইয়া অচল॥ দিনং বৃদ্ধিতার হয় মহোন্নতি। সদত সতের সঙ্গ যাহার বসতি॥ এতেক বিতর্কি শুক কহিছে তখন। শুন ওহে গুণাকর আমার বচন॥ বহু গুণে বিভূষিত তুমি মহাশয়। যদি আমি তব দৃষ্টে খর্ব্ব অতিশয়॥ তথাচ আমার আছে এমত শকতি। অনাসে বিমানে পারি করিবারে গতি॥ এমত শুভচ্ছন্দে আমি কহিবারে পারি। যাহে সদবক্তা জনের মন হরি॥ সামান্য বিদ্যার মধ্যে এই মাত্র জানি। বর্ত্তমানে কহিভূত ভবিষ্যদ্বাণী॥ কল্য যা ঘটিবে পারি অদ্য কহিবারে। তাহার কারণ কিছু বলি হে তোমারে॥ কাবুল হইতে বহু সদাগর এসে। যাবদীয় গন্ধ দ্রব্য কিনিবে এ দেশে॥ যদি সেই সব দ্রব্য তুমি কর ক্রয়। হইবে অনেক লভ্য নাহিক সংশয়॥ এত শুনি মেয়মন পক্ষের বচন সহস্র মুদ্রায় তারে করিলা গ্রহণ॥ সুখে শুক পক্ষ লয়ে আসিয়া ভবনে ডাকাইল গন্ধ দ্রব্য ব্যবসাই গণে॥ তাহাদিগে জিজ্ঞাস করিল যুবরায়। কি মূল্যে সমস্ত দ্রব্য করিবে বিক্রয়॥ শুনিসাব

লয়ে ব্যবসাইগণ কয় ।( বিক্রয় করিব দশ সহস্রমুদ্রায় ) । উক্ত মূল্যে সর্ব্ব দ্রব্য কিনিয়া মেয়মুন । গোলাগৃহেপূর্ণ করিরাখিলে তখন ।। শুক বাক্য অনুসারে যত সদাগর । দ্বিতীয় দিবসে আসি রাজার নগর ।। ব্যবসাই মহলেতে করিয়ে গমন । সব স্থানেতে গন্ধদ্রব্য করে অন্বেষণ ।। কোনস্থানে না পাইয়া হইল বিস্ময় । শুনিলেক রাজ পুত্র করিয়াছে ক্রয় ।। পরে সবে তথা যাই একত্রে মিলিয়ে । পঞ্চাশত সহস্র মুদ্রায় কিনে লয়ে । আপনার দেশে করিল গমন । তৈরিশক প্রাপ্ত হইল মেয়মুন ।। সর্ব্বদা শুকের সহ কথবকথন । তার উপদেশ সদা করয়ে গ্রহণ ।। কিনি শারিকা এক শুকের কারণ । তাহার মনের দুঃখ করিতেবারণ ।। উভয়ে বাড়িবে সুখ উভয় মিলনে । পিঞ্জরে থাকিয়া দুঃখ না ভাবিবে মনে ।। একদিন মেয়মুন কহে খোজেস্তারে । বিদেশ ভ্রমণে যাব কিছু দিন তরে ।। অতএব প্রেয়সী ইথে না হবে চিন্তিত । ভ্রমণ করিয়ে পুন আসিব ত্বরিত ।। যদি কোন কার্য্য তব হয় প্রয়োজন । সর্ব্বদা শুকের বাক্য করিবে গ্রহণ । শুক শারি অনুমতি উপদেশ বিনে । কোন কর্ম্মে সহসা না করো সুলোচনে এইরূপে খোজেস্তারে স্তুবিয়া মেয়মুন । বিদায় লইয়া কলে বিদেশে গমন ।। ❋ ।

অথ মেয়মুনের বিরহে খোজেস্তার খেদ
ও জারাশক্ত হওয়া ।

একাবলি ছন্দ ।। নাথের বিরহে খোজেস্তা ধনী । কান্দিয়

ব্যাকুল দিবা রজনী ॥ শয়নে স্বপনে জাগিছে মনে। ঝরং ধারা বহে নয়নে ॥ শয়ন অশন না রুচে আর। বিরহ প্রলাপে দেখে আঁধার ॥ সুখ শয্যা আর মনে নালয়। সদত ধুলায় পড়িয়ারয়॥ না পরে অঙ্গে বসন ভূষণ। এলাইতে কেশ ম্লান বদন ॥ যে অঙ্গ হেরিয়ানঙ্গ লাজরে। সে অঙ্গ মলিন করে ধসরে ॥ কভু যে জন বেদন জানেনা। তারে কি সহে বিরহ যাতনা ॥ তিলেক বিচ্ছেদ হলে যেজন। পলকে প্রলয় করে গণন ॥ এহেন দারুণ বিরহ জ্বালা। সহিতে পারে কি হয়ে অবলা ॥ প্রথমে বোধ যে রূপ যাতনা। কিছু দিন গেলে তাহা থাকেনা। এরূপ ছমাস গত হইল। খোজেস্তা অন্তরে ধৈর্য্য ধরিল ॥ মলিন বসন ত্যজে তখন। পরিল দিব্য বসন ভূষণ ॥ চিকন চিকুরে বিনায়েবেনী। যতনে চিবুক বাঁধিলধনী ॥ একেতো রূপসী তাহে ষোড়শী। রূপের ছটায় মলিন শশী ॥ ভুবন মোহিনীহেরে সে ধনী। জলদ আড়ে লুকায় দামিনী ॥ মুনি মনঙ্গলে হেরিয়ে তায়। মদনের মন মোহিত যায়॥ এরূপে রূপসী সুসাজ করি। চাহিল যেমন গমন করী ॥ গবাক্ষে বসিয়া ধনী তখন। নগরের শোভা করে দর্শন ॥ একেতো সুরভি কাল উদয়। মলয়া অনিল বহিছে তায় পিক কুহুরবে করিছে গান। শুনে বিরহীর উড়ে পরাণ॥ কুসুম স্তবকে দ্বিরেফগণ। পুঞ্জেং গুঞ্জে কুঞ্জে সঘন ॥ হেন কালে এক পুরুষ রতন। রূপে মীনকেতু রাজ নন্দন॥ রাজবর্ত্ম দিয়া করিছে গমন। অকস্মাৎ ধনীকরে দরশন ॥ সে জন উহারে দেখিতে

পায়। উভয়ের মন ভুলিল তায় ॥ উভয় কটাক্ষ শরে তখন। উভয়ের মন হয় উচ্চাটন॥ মদন আগুন উঠিল জ্বলে। দ্বিগুণ বাড়িল মলয়ানিলে॥ মিলন শলিল আশয় করি। উভয়ের হিলে উভয়ে হেরি॥ রাজ সুত ভবে চিন্তে মনে। কেমনে মিলন হবে দুজনে॥ চিন্তি স্থির করি মনে তখন। দূতি এক তথা করে প্রেরণ অমূল্য অঙ্গুরী কর হইতে। যতনে দিয়া সে দূতির হাতে॥ গোপনে বিশয় জানায়ে তায়। খোজেস্তা সমীপে ত্বরা পাঠায়॥ দূতি যায়ে সেই অঙ্গুরী দিল। রাজ সুত কথা সব কহিল॥ শুনি ধনী দিল ত্বাতে নায়। কহিল যাইব তাঁহারা লয়॥ ভাবিতে বারণ করিবে তায়। যামিনীতে দেখা করে দোঁহায়। এবলি দূতিরে বিদায় দিয়ে। রহে ধনী আশা পথ চেয়ে॥ দ্বিতীয় প্রহর হইল নিশা। হেন কালে সে খোজেস্তা রূপসী॥ যাইতে রাজ কুমার পাশ। মনে২ বড় হইল আশ॥ শারিকার পাশে বসি তখন। মনে২ ধনী করে আন্দোলন॥ নারীর বেদনা নারী বিহনে। অন্য জনে কভু তাহা না জানে॥ শারিকা রমনী আমিও নারী। মর মের দুঃখ বঝিবে শারি॥ শারিকার পাশে লয়ে বিদায়। যাব সে নাগর আছে যথায়॥ এতেক চিন্তি শারি পাশে যায়। মনের বাসনা কহিল তায়॥ শুনি শারি কয় ছিঃ২ কি কথ। কহিলে খাই য়ে লাজের মাথা॥ কুলেতে কলঙ্ক করিতে চাও। কেমনে এ কথা বদনে কও॥ রাজার তনয়া রাজ গেহিনী। কলঙ্কিনী হতে চাহ কি ধনী॥ গোপনে পীরিতি নাহিক রয়। প্রকাশ হইলে

মতে না হয় শোভন ।। যদবধি মমপ্রাণ, এ দেহেতে অবস্থান, করিবে করিবো তব হিত । তব অভিমত যাহা, অবশ্য সাধিব তাহা, অন্তরেতে ইহা না চিন্তিত ।। যদিতব এবিষয়, কখন প্রকাশ হয়, ঈশ্বরেচ্ছা না হয় যেমন । তব স্বামী গুণমণি, যদি শুনে এ কাহিনি, উভয়ের করিব মিলন । ফেরেকের শুক যথা, গুহ রাখি গুপ্তকথা, দম্পতির করিল মিলন ।। শুনিয়া খোজেস্তা কয়, কহ শুক সে বিষয়, শুনিবারে করি আকিঞ্চন ।।

## প্রথম ইতিহাস ।।

### অথ এক সদাগর ও তাহার শুকের প্রসঙ্গ ।।

পয়ার ।। খোজেস্তার প্রতি শুক কহিছে তখন । অপরূপ ইতিহাস কর হ শ্রবণ ।। পূর্ব্বে ফেরস্থান নামে আছিল সহর । ফেরেকেগ নামেতথা ছিল সদাগর ।। অনেক ঐশ্বর্য্য ছিল গৃহেতে তাহার । নানাগুনে গুণ নিধি পূজ্য সবাকার ।। তাক্রবাক্ষ শুক এক গৃহে ছিল তার । পালিত তাহার যেন পুত্র আপনার ।। এক দিন মহাজন প্রয়োজন বশে । আবিশ্যক হৈল তার যাইতে বিদেশে ।। যতেক সম্পদ তার গৃহেতে আছিল । যাওন কালিন সব শুকেরে সঁপিল ।। অধিক কি কব আত্ম রমণীর ভার সর্ব্বাদি শুকের প্রতি নির্ভর তাহার ।। বানিজ্যের উপযুক্ত দ্রব্য বহুতর । লইয়া সফরে গেল সেই সদাগর ।। কার্য্য বশে সদাগর বিদেশে রহিল । বৎসরেক হৈল তবু গৃহে না আইল ।। এখানে রমণী তার কামের জ্বালায় । কুল ধর্ম্ম উলঙ্ঘন করিয়া ত্বরায় ।।

স্বজিল যুবক এক মোগলের সনে । দিবানিশী মন সুখে রহে দুইজনে ॥ প্রত্যহ আনিয়ে তারে আপন ভবন । কাম যজ্ঞে সদা করে আহুতি অর্পণ ॥ এতদন্ত আদি অন্ত হেরিয়া নয়নে । প্রকাশ না করে শুক জানিয়া না জানে ॥ হেন মতে কিছু দিন ক্রমে হয় গত । পরে সদাগর স্বীয় গৃহে সমাগত ॥ জিজ্ঞাসা করিল শুকে গৃহের কুশল । শুক কহে ঈশ্বরেচ্ছা সকলি মঙ্গল ॥ অন্য২ বিবরণ সব জানাইল । কেবল নারীর কথা গোপন রাখিল ॥ দম্পতি বিচ্ছেদ শঙ্কা করিয়া গণন । সদাগরে না কহিল সে সব বচন ॥ (প্রেম মৃগমদ কভু না রহে গোপনে । অবশ্য প্রকাশ তাহা হয় কিছু দিনে) ॥ পক্ষান্তরে সদাগর পর প্রমুখাৎ । স্ব দারার ভ্রষ্টাচার শুনে অকস্মাৎ ॥ কোপান্বিত অতি ক্ষুণ্ণ হয়ে সদাগর । স্বীয় রমণীরে শাস্তি দিল বহুতর ॥ সদাগর ললনা ভাবিল এইমনে । (মম কথা শুক কহিয়াছে স্বামীস্থানে একারণে স্বামী শাস্তি দিলেন আমারে ॥ ইহার উচিত ফল দিব বিহঙ্গেরে ॥ শুকের উপরে রোষদ্বিগুণ বাড়িল । গোপনে বধিতে তারে উপায় চিন্তিল ॥ দ্বিতীয় প্রহর যবে হৈল নিশামান । ছিঁড়িল পক্ষের পক্ষ হইয়া পাষাণ ॥ দ্বারহতে গৃহান্তরে ছুড়িয়া ফেলিল । ঘোষণা করিল শুকে বিড়ালে লইল ॥ এরূপে নির্দ্দয় কর্ম্ম করি সমাপন । ভাবিল মনেতে পক্ষ ত্যজেছে জীবন ॥ দারুণ আঘাতে পক্ষ মৃত্যুকল্প প্রায় । তথাচ প্রাণ বিহঙ্গ না ত্যজিল তায় ॥ কিছুক্ষণ পরে তবে পাইয়া চেতন । ধিরে ধিরে

বিহঙ্গম করিয়া গমন ॥ নিকটেপাইয়া একশবের কবর । প্রবেশ করিল গিয়া তাহার ভিতর ॥ এদশায় কিছু দিন তথায় রহিল ক্রমে২ পক্ষ তার উঠিতে লাগিল ॥ দিবা ভাগে নিরাহারে করয়ে যাপন । নিশাকালে করে আহারের অন্বেষণ ॥ যতেক পথিক গণ আসি সেই স্থান । তথা বসি করয়ে ভোজন জলপান ভোজনের অবশিষ্ট দ্রব্য যত ফেলে । আপন২ স্থানে বায় সবে চলে ॥ সেই সব দ্রব্য ভক্ষ করিয়া গ্রহণ । হেন মতে করে শুক জীবন ধারণ ॥ যে নিশা শুকের দশা একরূপ ঘটিল । পরদিন প্রত্যুষেতে বণিক উঠিল । শুকের পিঞ্জর পাশে করিয়া গমন । দেখিয়া শূন্য পিঞ্জর সবিস্ময়মন ॥ শিরের পাগড়িখুলি ব্যাকুল হইলা৷শুকের কারণে বহু বিলাপ করিল ॥ তদন্তরেসন্দকরি হয়ে ক্রোধমন। ভবন হইতে তারে বলিলা বচন ॥ তখন বণিক নারী করিলা চিন্তন ॥ যেহে পতি অধিনারে ত্যজিল এখন ॥ কলঙ্ক ঘুষিবে যত প্রতিবাসি গণ । কোন লাজে লোক মাঝে দেখাব বদন ॥ লোক মাঝ এড়াইতে উচিত এখন । অনশনে বরি ছার জীবন পতন ॥ মন দুঃখে গিয়া সেই কবরের পাশ সে দিন রহিল তথা করি উপবাস ॥ নিশাকালে কবরের শিব রস্তু পক্ষে ; করুণ বচনে কহে রমণীর পক্ষে ॥ শুন বরাননে তুমি আমার বচন ; নিশ্চিত এবে যদি কর আকিঞ্চন ॥ আপাদ মস্তকে তব যত কেশ চয় ; থরে ছেদি দেহ শুচিকর এ সময় ॥ চল্লিশ দিবস হেতা কর অনশন । তবে তব সর্ব্ব পাপ করিয়া

মোচন ॥ তোমার স্বামীর সহ করাব মিলন । অনায়াসে সুখে কাল করিবে যাপন ॥ একথা শুনিয়া রামা সবিস্ময় হয় । ভাবে কোন মহাজন হইলা সদয় ॥ পূর্ব্ব উক্ত উপদেশ করিয়া শ্রবণ । কেশ ছেদি তথা রহে করি অনশন ॥ পরে এক দিন শুক নিবর হৈতে । উপনীত বণিক রমণী সম্মুখেতে ॥ কহে ও কামিনী শুন আমার বচন । বিনা দোষে দুঃখ মোরে দিলে অকারণ ॥ তার উপযুক্ত ফল দিলাম এখন । বিশেষ হয়েছে মম কোপ নিবারণ ॥ দিয়াছ আমারে দুঃখ অদৃষ্টের ফেরে । তাহাতে বিষাদ আর নাহিক অন্তরে ॥ বহুদিন তব অন্নে জীবন ধারণ । সেকারণে আর না করিব বিড়ম্বন ॥ যেকথা কয়েছি আমি কনক পিঞ্জরে । সে বিষয় সুসম্পন্ন করিব সত্বরে ॥ দেখ মম কৃতজ্ঞতা কিরূপ প্রকার । নিন্দুক স্বভাব কভু নাহিক আমার ॥ তোমার পতির সহ মিলাব এখন । নিশ্চয় জানিহ সত্য আমার বচন ॥ একপে শান্তনা করি প্রবোধ বচনে । সত্বরে আসিয়া শুক বণিক ভবনে ॥ কহিছে ঈশ্বর তবকল্যাণ মঙ্গল । শ্রীবৃদ্ধি হউক তব বাড়ুক কুশল ॥ শুনিয়া বণিক কহে তুমি কোনজন । পরে পক্ষ আকারেতে চিনিয়া তখন ॥ কহিছে শুকেরে তুমি কহ বিবরণ ॥ কারগৃহে এতদিন আছিলা গোপন ॥ শুক কহে মহাশয় কি কহিব আর । বিড়ালে করিয়াছিল আমারে আহার ॥ শুনি সদাগর হয়ে সবিস্ময় মন । কহে কেমনেতে পুন পাইলা জীবন শুক কহে মহাশয় করি নিবেদন । নির্দ্দোষী রমণীতব তাড়না

প্রথম ॥ মন দুঃখে সে কামিনী গিয়া বনান্তরে । অনশনে ঈশ্বরের আরাধনা করে ॥ তার স্তবে তুষ্ট হয়ে জগত্ কারণ। কৃপাকরি পুনমোরে দিলেন জীবন ॥ কহিলা যাইতে মোরে গোচর তোমার। যাহাতে দোহার মিল হয় পুনর্ব্বার ॥ শুনি সদাগর করি অশ্ব আরোহণ । প্রিয় তমা সমীপেতে করিলা গমন ॥ সাদরে আনিল তারে আপন ভবনে । পূর্ব্বসম মিলন হইল দুইজনে ॥ এইরূপে ইতিহাস করি সমাপন । খোজেস্তারে শুকপক্ষ কহিছে তখন ॥ একক্ষণে বঁধুরালয় করহ গমন যদি তব পতি শুনে গুপ্ত বিবরণ ॥ এইরূপে দোঁহাকার করিব মিলন। যাহাতে নাঘটে কভু কোন বিঘটন ॥ এতেক শুনি খোজেস্তা পুলক অন্তরে। উদ্যোগ করিল যেতে বন্ধুর আগারে হেনকালে সে যামিনী প্রভাত হইল । যাইতে প্রিয়ার পাশ নিরাশ হইল ॥

দ্বিতীয় ইতিহাস ॥

একজন প্রহরি তাবারেস্থান ভূপতির নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিল তাহার প্রসঙ্গ ॥

লঘু ত্রিপদী ॥ দিবাহল গতঃ রজনী আগতঃ হেরিয়া খোজেস্তা ধনী । সুখ শয্যাহতেঃ উঠিলা ত্বরিতেঃ অভিসার অনুমানি ॥ সুদ্রব্য ভোজনঃ করিয়া তখনঃ সুসাজ করি যুবতী। যেতে প্রিয় পাশঃ গেল শুক পাশঃ লইবারে অনুমতি ॥ হেরি খোজেস্তারে শুক মধুস্বরেঃ সম্ভাষে কহে তখন । তব কার্য্য হেতুঃ বাঁধি যত্ন

সেস্থঃ করিব আশা পূরণ ॥ কিন্তু নিবেদনঃ করিগো এখনঃ প্রণয় রেখ যতনে । যাহে দুইজনঃ হও এক মনঃ প্রনন্দ নহে মিলনে ॥ তেবারিসথানঃ নগর প্রধানঃ তাহার অধীপ স্থানে । যে রূপে প্রহরিঃ প্রাণ পণ করি; ত্যষিল সেই রাজনে , ॥ শুনি ধনী কয়, কহ সে বিষয় শ্রবনে বাসনা মনে । শুনি বিহঙ্গম, করিয়া সম্ভ্রম, কহে খোজেস্তার স্থানে ॥

পয়ার ॥ তেবারিসথান নামে বিখ্যাত নগর । সর্ব্ব গুণান্বিত ছিল তাহার ঈশ্বর । কোন সময়েতে সেইরাজ্য অধিকারি কারিল উৎসব এক সমারম্ভ করি ॥ নানা দ্রব্যে সশোভিত করি সভাভবন । আমাত্ম বান্ধব গণে করি আমন্ত্রণ ॥ চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় আদি উপভোগে । ভুঞ্জাইল সর্ব্বজনে অতি অনুরাগে ॥ হেনকালে এক নর পরম সুন্দর । অকস্মাৎ উপনীত সভার ভিতর ॥ হেরিয়ে তাহারে সবে জিজ্ঞাসে তখন । কি নাম তোমার কহ কোথায় ভবন , ॥ শুনিয়ে যুবক কহে শুন পরিচয় জীবন যাপন করি অস্ত্র জীবিকায় ॥ ধনুর্বিদ্যা জানি আমি এমৎ প্রকার । শরাঘাতে ভেদ করি দুস্তর প্রস্তর ॥ এভিন্ন অনেক বিদ্যা আমাতে গোচর । অনায়াসে নাশি ব্যাঘ্র আদি বনচর খোজেন্দ আমীর পাশে ছিলাম পূর্ব্বেতে । সে জন আমার গুণ নারিল জানিতে ॥ তেকারণে তাহার সমাজ পরিহরি । আইলাম এ নগরী কার্য্য আশাকরি ॥ নৃপতি সুমতি অতি শুনি যতনেতে । নিয়োগ করিল তারে প্রহরী কর্ম্মেতে । এইরূপে

রহে সেই রাজার ভবন। একপদে থাকি করে পুরীর রক্ষণ। এক
দিন নিশাযোগে ভূপতি আপন॥ প্রাসাদ উপরে করে অনিল
সেবন॥ ইতস্তত নিরীক্ষণ করিতে তখন। অকস্মাৎ নীচে নৃপ
করে নিরীক্ষণ॥ একপদে দাণ্ডাইয়া আছে এক নর। প্রিয়ভাষে
তাহারে কহিছে নরবর॥ "কে তুমি কোথায় হেন রজনী সময়।
কিভাবে এভাব তব হইল উদয়॥" শুনি নর যোড়ে করে
নিবেদন॥ ও পদ আশ্রিত দাস আমি হে রাজন॥ আপনার
শ্রীচরণ দরশন আশে। কতেক দিবস আমি আছি এই দেশে॥
এইরূপে করে দোঁহে কথন কথন। হেনকালে শব্দ এক করিলা
শ্রবণ। কহে আমি চলিলাম ত্যজি এ ভবন। কেআছে এমন করে
মোরে নিবারণ॥ শুনিয়া আশ্চর্য্য ভূপ হইয়া তখন। প্রহ
রীকে কহে কিছু করিলা শ্রবণ॥ বিনয়ে প্রহরী ভূপে করে নিবে
দন। বহু নিশা হেন শব্দ শুনেছি রাজন॥ কিন্তু হেতু নাহি পারি
স্থান ত্যজে যেতে। অনুমতি হলে পারি সংবাদ আনিতে॥
নরেশ কহিছে তারে যাইয়া ত্বরায়। জানিয়া বারতা তূর্ণ জা
নাবে আমায়॥ কর পুটে ভূপতিরে করিয়া প্রণতি। বার্ত্তা
হেতু যাত্রা করে তরঙ্গের গতি॥ কম্বল সম্বল করি ঢাকি নিজ
কায়। ভূপতি অলক্ষে তার পাছে২ যায়॥ উভয়ে অটবী মাঝে
করিয়া গমন। মনোহরা রামা এক করে দরশন॥ পূর্ব্ব মত সেই
বাক্য করে উচ্চারণ। "চলিলাম কেবা মোরে করে নিবারণ"॥
প্রহরী সুন্দরী পাশে সমাগত হয়ে। "কে তুমি জিজ্ঞাসে তারে

তারে বিনয় করিয়ে ॥ গহন কানন মাঝে দেখি একাকিনী। কি কারনে হেন বাক্য কহ সুলোচনা ॥ শুনিয়ে কামিনী কহে শুন হে কাহিনি। ভূপতির হই আমি জীবন রূপিনী ॥ বহুদিন আছি লাম ভূপের ভবন। আয়ুঃ শেষ দেখি তার তাজিনু এক্ষণ ॥ যদি তুমি স্বীয় পুত্রে করহ নিধন। তার বিনিময়ে পায় নৃপতি জীবন ॥ শুনিয়ে প্রহরী কহে শুন বরাননে। কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর আনিব নন্দনে ॥ এতবলি অনিল গমনে গৃহে যায়ে। ভবন হই তে স্বীয় সন্তানে ডাকিয়ে ॥ এতাবত কথা তারে করিয়া জ্ঞাপন ৷ দৃঢ় রজ্জু পাবে তারে করিলা বন্ধন ॥ অতি ধর্ম্মশীল পুত্র পিত আজ্ঞাকরি। বিনয়ে কহিছে জনকের পদে ধরি ॥ শুন পিতা নিবেদন করি তব পায়। ইহাতে যে শ্লাঘা করি নাহি অপনায় আমার বিয়োগে যদি প্রভু রক্ষা পায়। এততে অধিক ভাগ্য কি হবে উদয় ॥ তত্বজ্ঞানি কাছে আমি করেছি শ্রবণ। পরার্থে করিবে জীব জীবন নিধন ॥ তাহে ভূপতির হয় পরম মঙ্গল। যাহার মঙ্গলে হয় প্রজার মঙ্গল ॥ অনেকের জীবন স্বরূপ যেই জন। তাহার জীবনে পিতা অতি প্রয়োজন ॥ রাজার নিধনে হয় রাজ্যের নিধন। প্রজার সর্ব্বস্ব হরে দিসি দুষ্ট গণ ॥ নানা উপদ্রব হয় রাজ্যের ভিতরে। স্বধর্ম্ম ত্যজিয়ে নরে অধর্ম্ম আচরে ॥ অতেব জনক মম এই আকিঞ্চন। আমারে বিনাশি রাখ রাজার জীবন ॥ শুনিয়ে সুতের বাক্য হয়ে হরষিত। যথায় রমনী তথা লয়ে উপনীত ॥ বাম করে পুত্র কেশ করি আকর্ষণ। বাম্য করে

তীক্ষ্ন অশী করিয়া ধারণ॥ বিনাশ করিতে ওলে আপন অঙ্গজে॥ হেরিয়া রমনী তুষ্ট ধরি তার ভুজে ॥ নিবারণ করে তারে করিতে নিধনং। ঈশ্বর ইচ্ছায় রাজা পাইবে জীবন ॥ হেরিয়ে তোমার কষ্ট প্রশন্ন বিধাতা। কৃপা করি ভূপেরে হলেন বরদাতা॥ অচিরে নাহবে আর তাহার মরণ। ষষ্টি বর্ষ আয়ু তার বাড়িল এক্ষণ॥ এত শুনি রমণীরে প্রণিপাত করি। আপন পহারা পরে আইলা প্রহরী॥ স্বচক্ষে অবনী নাথ হেরি এ ব্যাপার। হরষিত হয়ে আইলা আপন আগার॥ ক্ষিতি পাল কহে পরে প্রহরীর প্রতি কোননের সমাচার কহহে সম্প্রতি। প্রহরী বিনয়ে কহে শুন নররায়। নিবারণ করি আসিয়াছি সে বিষয়॥ কাননে কামিনী এক পরমা সুন্দরী। পতি সহ বিচ্ছেদ করিয়া সেই নারী॥ একাকিনী মন দুঃখে করিয়া রোদন উচ্চৈঃস্বরে সেইকথা করে উচ্চারণ॥ আপনার অনুমতি লয়ে তথা গিয়ে। প্রবোধ বাক্যেতে তারে সান্তনা করিয়ে॥ বাইতে পতির পাশে কহিনু তাহায়। শুনি ধনী চলি গেলা আপন আলয়॥ অঙ্গীকার করি রাজা কাছে আমার॥ ষাট বর্ষ আর নাহি ত্যজিব তাহায়॥ শুনিয়ে ভূপতি হাসি কহিছে তখন। কেন হে প্রহরী আর ভাণ্ডাও এখন॥ তোমার পশ্চাতে আমি করিয়া গমন। আদি অন্ত সমুদয় করেছি দর্শন॥ ধন্য তুমি বীরবর পুরুষ প্রধান। নাহি দেখি হেন বন্ধু তোমার সমান॥ তোমার প্রসাদে আমি পেলেম জীবন। নিজ গুণে আমারে হে কিনিলে এখন॥ ধন আশে আসিয়াছে আমার

আলয়। ঘুচাব তোমার দুঃখ নাহিক সংশয় ॥ এতেক কহিয়া রাজা অন্দরে চলিল। সুখের পর্য্যাঙ্কোপরে শয়ন করিল॥ পর দিন প্রভাত সময়ে নররায়। বাহিরিয়া বসিলেন সমাজ আলয় ॥ সচিব প্রভৃতি করি যত সভ্যগণে। আপন সমীপেডাকাইয়া সর্ব্ব জনে॥ স্বীয় পারিসদগণ সবার গোচরে। ধনাধ্যক্ষ্য পদে নিয়োজিল প্রহরারে॥ ঘুচিয়ে তাহার দুঃখ ঐশ্বর্য্যবাড়িল। দারাপত্য লয়ে সুখে রহিতে লাগিল॥ এতদূরে করে শুক কথা সমাপন। হেন কালে নিশা শেষ উদয় তপন ॥ বঁধূ পাশ্বে যাইবারে খোজেস্তা নারিল। নিরাশে পর্য্যঙ্কোপরে শয়ন করিল ॥ ❋

ত্রিতীয় ইতিহাস ॥

অথ স্বর্ণকার ওসূত্রধর এক স্বর্ণ পুত্তলি অপহরণ করত গোপন করিয়া বহুদিনের সখ্যতা ভঙ্গকরিয়াছিল তাহার প্রসঙ্গ দীর্ঘ ত্রপদী॥ অস্তাচল গত ভানু, উদয় চন্দ্রমা তনু, যামিনী ভুজঙ্গে মণি প্রায়। হেন কালেতে খোজেস্তাঃ নানা রত্নে বিভূষিতঃ শুক যথা হইল উদয়॥ অনুমতি দেহশুকঃ হেরি গিয়া প্রিয়মুখঃ আর দুঃখ না সহে অন্তরে ॥ মদন আয়ুধ শরেঃ হৃদয় বিদীর্ণ করেঃ কি প্রকারে থাকি ধৈর্য্য ধরে,, ॥ শুক কহিছে তখনঃ কেন এতউচ্চাটনঃ অকারণ নরেশ মহিষী। যবে প্রথম যামিনী কয়েছি অনুজ্ঞা বাণীঃ জেন আমি নিতান্ত হিতাষিণী। কিন্তু হ্রাস কৃত হয়েঃ যাইতে বন্ধু আলয়েঃ পরামর্শ নহে কদাচন। যদি দেখি বেশভূষাঃ পাপ্ত হেতু করে আশাঃ লোভে মগ্ন হইয়া সে

জন ।। যেইরূপে স্বর্ণ কারেঃ প্রতারিয়া সূত্রধরেঃ স্বর্ণ সব করিয়া হরণ। লোভেতে হয়ে মোহিতঃ পূর্ব্বের সঞ্চিত প্রীতঃ আনায়াসে করিল বর্জন ।। খোজেস্তা শুনিয়ে কয়ঃ কহ শুক সে বিষয়ঃ শুনিবারে বাসনা অন্তরে। বিহঙ্গমতদন্তরঃ কহে খোজেস্তা গোচরঃ যেরূপ হইল পূর্ব্ব পরে ।। ❀ ।।

কর্ণাট নগরে ঘরঃ স্বর্ণকার সূত্র ধরঃ উভয়ে সখ্যতা অতিশয়। এক প্রাণ ভিন্নকায়ঃ বিচ্ছেদ নাহিক তায়ঃ দুজনাতে মন সুখে রয় ।। নগরের লোক সবে দেখিয়া দোঁহার ভাবে অনুভাব করে সর্ব্বজন। দোঁহে যেনসহোদরঃ এক ভাব একান্তরঃ ভিন্ন ভাব নাহে কদাচন ।। এক দিনদুই জনে : পরামর্শ করি মনে, বিদেশেতে করিল গমন ।। গাঁটীতে যে অর্থ ছিল ক্রমে সব ফুরাইল শেষে অন্ন মেলা দুর্ঘটন ।। দোঁহে হয়ে নিরূপায়ঃ ভাবে কি করি উপায়ঃ পরস্পর করিয়ে চিন্তন। অবশেষে যুক্তি করে স্বর্ণকার সূত্র ধরে বলে সখা শুন বিবরণ।। এই নগর ভিতরে দেখিতে অতি সুন্দরঃ আছে এক দেবের ভবন। চল সখা তথা গিয়েঃ দোঁহে ছদ্মদ্বিজ হয়েঃ সুখে কাল করিগে যাপন ।। সেই সে মন্দির মাঝেঃ স্বর্ণ পুত্তলিকা সাজে কোন মতে যদি ভাগ্য ফিরে। লয়ে সে প্রতিমা গণে যাব স্ব২ নিকেতনে এই লয় আমার অন্তরে ।। সূত্রধর দিল সায় দোঁহে মিলি তথা যায়, ছদ্মবেশে হইয়ে ব্রাহ্মণ নিষ্টস্যকান্তগতি, বাড়িল ভকতি অতি প্রতিমায় করিতে অর্চ্চন ।। পূর্ব্বে যত দ্বিজ গণ করিত সে সেবা

র্চন; নিত্যআসি নিয়মিত কালে। দেখি দোঁহার করণ, ভয়েসবি
স্ময় মন, পলায়ন করয়ে সকলে ॥ ক্রমেসেই দেবালয়; হইল
অরণ্য ময়, কেহ নাহি করে আগমন। পাইয়া উদ্যমক্ষণ; প্রতিমা
কবি হরণ; দোঁহে নিশি করে পলায়ন॥ আনিয়া আপন দেশে;
এক বৃক্ষ মূলে শেষে; রাখে তাহা করিয়া গোপন। পরেতে
আপন বাসে, আসি দোঁহে মনোল্লাসে; সুখে নিশি করিল যা
পন॥ স্বর্ণকার দুরাশয়, লইতে সে সমুদয়, মনেং করি আকি
ঞ্চন। গমন করিয়া তথা; কাটিয়া প্রণয় সূত্র, সূত্রধরে করিলা
বঞ্চন॥ প্রভাতে সে সূত্রধরে, কহে অতি ক্রোধ ভরে; ওরে দুষ্ট
তস্কর বজ্জাৎ। লইয়া আমার অংশ; সকলি করিলি ধ্বংস; নির্বংশ
হইবি অচিরাৎ॥ হইলি ব্যাঘাত তোর; কাটিয়া প্রণয় ডোর;
সর্ব্বস্ব করিলি একায়। কতদিন এ সম্পদ; রাখিবে আখি
পত্য, কিঞ্চিৎ নাহিক বাস লাজ॥ শুনি স্বর্ণকার কয়; হয়ে অতি
সবিস্ময়, স্বর্ণকার সন্তাপে তখন। এ কি কথা মহাশয়, গঞ্জনা
কর আমায়, এ নিশ্চয় তোমারি করণ॥ শপথ তোমার ভাই
আমি কিছু জানি নাই, অকারণ কটু কহ মোরে। দোহাই সে
বিধাতার, দোষ নাহিক আমার; বৃথাপেতে কহিল তোমারে॥
সূত্রধর শান্তমতি; না করি কিছু আপত্তি; নিবৃত্ত হয়ে সে বি
ষয়। আসিয়ে আপন বাসে, কিছু দিন অবশেষে, মনেং করিল
উপায়॥ শ্রম করিয়ে অনেক, কাষ্ঠের পুত্তলি এক; নির্ম্মাইলা
স্বর্ণকারাকার। অভেদ তাহার রূপ; প্রাকৃত যেন সে রূপ, বেশ

ভূষা করিয়া তাহার ।। গৃহের বাহির হয়েং পরে বহু অন্বেষিয়েঃ ভল্লুক শাবক দুটি আনে । কাষ্ঠের মনুষ্যপাশেঃ রাখিয়া আপন বাসেঃ রাখে খাদ্য তাহার আস্থানে ॥ যখন শাবক দ্বয়ং ক্ষুধায় কাতর হয়ং কাষ্ঠের মনষ্য পাশে যায় । তাহার ক্রোড়েতে রয়েং ভক্ষনীয় দ্রব্য লয়েং দক্ষনায় অতি সুখে খায় ।। কিয়ত কাল অন্ত বেঃসূত্রধর যত্নকরেং প্রতি বাসি আদি যত জন । বিশেষঃত স্বর্ন্ণকারেং সবিনয় পুরঃ সরেঃ স্বআগারে করে নিমন্ত্রণ ।। নিমন্ত্রণ পায়ে তবেঃ সূত্রধর গৃহে সবেঃ ক্রমেং আসিতে লাগিল স্বর্ন্ণকার যুগল সুতেং লইয়ে আপন সাতেঃ সূত্রধর ভবনে আইল ।। সূত্রধর যতনেঃ যত আবাহিত গনেঃ আবাহন করিল সবারে । বিশেষঃত স্বর্ন্ণকারেঃ অনেক বিনয় করেঃ লয়ে গেল আপন আগারে ॥ মানস করিতেং পূর্ন সর্ন্ণকার সুতে তূর্নঃ লুকাইয়া রাখি স্থানান্তর । ভল্লুক শাবক দ্বয়েঃ আনি তার বিনি ময়েঃ দেখাইল লোকের গোচর ।। বিলাপ করে অনেকঃ কপট শোক উদ্রেকঃ কি হইল বলে হায়২ ।। সখার যুগল পুত্রঃ ভল্লুক হইল অত্রঃ দৈবে ঠেকাইল বুঝি দায় ॥ এসংবাদ শুনি পরেঃ স্বর্ন্ণকার ত্বরাকরেঃ সেই স্থানে করি আগমন । কহিতেছে সূত্রধরে মিথ্যা প্রতারণা করে, ভুলাতেছসবাকারমন ।। মনষ্য জাতিতে কভুঃ ধরে কি ঋক্ষের বপুঃ কে প্রত্যয় করিবে এমন । কেন কর প্রতারণঃ দেহ আমার নন্দনঃ নহে হবে অনর্থ ঘটন ।। পরে

রাগে করি ভরঃ হয়ে তার গৃহান্তরঃ কাজি পার্শ্বে করে আবেদন কাজি আজ্ঞা দেয় পরেঃ আনাইতে সূত্র ধরেঃ আজ্ঞামাত্র আইল সে জন ॥ কাজি কহে এবৃত্তান্তঃ কহ করিয়ে তদন্তঃ কি রূপেতে হইল এমন। ছুতার বিনয়ে কয়ঃ শুন বলি মহাশয়ঃ যে রূপে এ দুর্ঘট ঘটন ॥ স্বর্ণকার যুগ্ম সূতেঃ সুখে খেলিতেছেঃ অকস্মাৎ পড়িয়া ধরায়। কেমন দৈবের গতিঃ না জানি বিচার পতিঃ ঋক্ষাকৃতি হইল দোহায় ॥ এত শুনে কাজি কয়ঃ প্রত্যয় নাহিক হয়ঃ কেমনে কহিলে এ বচনঃ। শুনি সূত্রধর কয়ঃ মিথ্যা নহে মহাশয়ঃ পুস্তকে করেছি দরশন ॥ পূর্ব্বে এক দেশ জাতঃ মনুষ্য আছিল যতঃ সবে হয়েছিল রূপান্তর। প্রকৃতি বিকৃত হয়েঃ ছিল সবে পশু হয়েঃ কিন্তু জ্ঞান আছিল সবার ॥ যদি এই ঋক্ষ দ্বয়ঃ দেখি আপন পিতায়ঃ চিনিবারে পারে এসভায়। তবেতো আমার বাক্যঃ সরূপ হইবে ঐক্যঃ তবে তব হইবে প্রত্যয় ॥ কাজি তবে দিল সায়ঃ যদ্যপি এমত হয়ঃ তবে সত্য তোমার বচন। যে আজ্ঞা বলিয়া পরেঃ লয়ে দুই শাবকেরেঃ সূত্রধর ছাড়িল তখন ॥ দেখে সেই স্বর্ণকারেঃ ঋক্ষ দ্বয় হর্ষান্তরেঃ করি তার নিকটে গমন। কাষ্ঠমূর্ত্তি যেই রূপঃ অভেদ হেরি সে রূপ পদে শির করিছে লাড়ন ॥ যখন স্বচক্ষে কাজিঃ দেখে এ ভোজর বাজিঃ স্বর্ণকারে করিছে ভৎসন। নিশ্চয় ভল্লুক দ্বয়ঃ হয় তোমার তনয়ঃ অপ্রত্যয় নহে কদাচন ॥ তবে কেনাহংসাকরেঃ অকারণ সূত্রধরেঃ অপবাদ দেহ কি কারণ। আপন সন্তান লয়েঃ চলে

যাও নিজালয়েঃ বিবাদ করিয়া নিবারণ ॥ কাজির বচন শুনেঃ
নিরাশ হইয়ে মনেঃ নিরুপায় ভাবিয়া তখন । গন্ধ লগ্নকৃত
বাসেঃ আসি নক্রধর পাশেঃ ধরে তার যুগল চরণ ॥ বলে বন্ধু
জন দোষঃ পরিহরি অভিরোষঃ দেহ ক্ষমা স্বর্ণকার নন্দন । তব অংশা
ন্যায়োচিতঃ আমা কর্তৃক গৃহীতঃ হয় তাহা দিব হে এখন ॥
এত শুনি সূত্রধরঃ স্বীয় অংশ লয়ে পরঃ [illegible] স্বর্ণকারের নন্দন ॥
গল্প সমাপন করেঃ শুক কহে খোজেস্তারেঃ বঁধু সনে করো
না গমন ॥ খোজেস্তা করিল মনেঃ ত্যজি স্বীয় অন্তরঙ্গেঃ [illegible]
পাশে করিতে গমন । হেন কালে সুখ নিশাঃ প্রভাত হইল
আসিঃ অভিসার হইল বারণ ॥ ❋ ॥

## চতুর্থ ইতিহাস ॥

অথ এক প্রধান ব্যক্তি ও এক সোদাগররমণীর প্রসঙ্গ ।

হ্রস্বাক্ষর ত্রিপদী ॥ অস্ত হল দিবাকরঃ প্রকাশিল নিশাকর ।
এমন সময়ঃ খোজেস্তা ত্বরায়ঃ যায় শুক বরাবর ॥ ধনী বিনা
ইয়ে কয়ঃ শুক হে বলি তোমায় । বঁধুর কারণেঃ মন উচাটন
বল কি করি উপায় ॥ প্রতি নিশা তব স্থানেঃ আসি বিদায় কা
রনে । মনের বেদনঃ কিছুই বোঝনাঃ ভুলায়ে রাখ বচনে । অদ্য
রজনীতে মোরেঃ যাইতে বঁধু আগারেঃ দেহ অনুমতিঃ ত্বরা করি
গতিঃ হেরি গিয়া সে নাগরে । এতেক বচন শুনিঃ শুক কহি
ছে বাণী । মম প্রাণ মনঃ সদা উচাটনঃ তব দুঃখে ঠাকুরাণী ।
শুন ওগো বরাননেঃ এই ভয় মম মনে । প্রত্যহ যামিনীঃ শুনিতে

এই বৃক্ষ নিরূপণ ।। পূর্ব্বহতে শত গুচ্ছ ইহাতে আছিল । অদ্য তোমা হতে এক তাহে বৃদ্ধি হৈল ।। এতদন্ত শুনি যুবা স্থানান্তরে গেল। কর্ত্তা স্বীয় নারী লয়ে ভ্রমিতে লাগিল ।। যোদ্ধার রমণী কহে ওহে প্রাণ কান্ত। শুনিলেতো রমণীর বিশেষঃ বৃত্তান্ত ।। অতএব কর স্বীয় কার্য্যেতে গমন। যাহাতে হইবে তোমার জীবন ধারণ ।। এক পুষ্প গুচ্ছ আমি দিব হে তোমায়। আমার পরাক্ষা তাহে পাইবে নিশ্চয় ।। যখন কুসুম গুচ্ছ মলিন দেখিবে ।। আমার সতীত্ব নাশ তখনি জানিবে ।। যাবৎ মলিন নাহি হবে পুষ্পচয়। তাবৎ আমার প্রতি নাহিক সংশয় ।। এতেক নারীর বাক্য করিয়ে শ্রবণ। পুষ্প গুচ্ছ সঙ্গে করি প্রবাসে গমন ।। কোন আঢ্য ব্যক্তি কাছে হয়ে অগ্রসার । অর্থ হেতু স্থাপনে করিল্প স্বীকার ।। আপন ভার্য্যার ধর্ম্ম পরীক্ষা কারনে। নিয়ত যোদ্ধা পুষ্প গুচ্ছ রাখে নিজ স্থানে ।। ক্রমেতে ঋতু পরিবর্ত্ত হইলে উদয়। সদা তাজা পুষ্প সম গুচ্ছ শোভা পায় ।। দেখিয়ে যোদ্ধার স্বামী হইয়ে বিস্ময়। স্বীয় পারিষদগণে বিরলেতে কয় ।। এসময় হেন পুষ্প পাইল কোন স্থানে। নিত্য হেন গুচ্ছ যোদ্ধা পায় কোন খানে ।। শুনিয়ে তাহারা কয় শুন মহাশয়। আমরা দেখিয়া ইহা হয়েছি বিস্ময় ।। এতেক শুনিয়া সেই আঢ্য মহাজন। ডাকিয়ে সেই যোদ্ধাকে জিজ্ঞাসে কারণ ।। হেন পুষ্প গুচ্ছ তুমি নিত্য কোথা পাও। বিশেষিয়ে ইহার বৃত্তান্ত মোরে কও ।। সেই কহে মহাশয় করি নিবেদন। মম পত্নী এই গুচ্ছ করেছে অর্পণ ।। তাহার সতীত্ব ধর্ম্ম

উচ্চৈঃস্বরে করিছে রোদন ॥ ধনী কহে সত্য কহ তুমি কোন জন ।
পাচক কহিল তার সর্ব্ব বিবরণ ॥ অনাহারে কূপমধ্যে রাখে শুপ
কার । কোন মতে না পারিল হইতে উদ্ধার ॥ তাহার বিলম্ব
দেখি সেই মহাজন । অন্য শুপকারে তথা করিলা প্রেরণ ॥ তাহার
ঘটিল পূর্ব্ব পাচক দুর্গতি । দোঁহে দুঃখে কূপ মধ্যে করে অব
স্থিতি ॥ দুজনার মধ্যে কেহ নাহিক ফিরিল । দেখি অতি মনে
মহা বিস্ময় হইল ॥ ভাবে কোন বিপদ ঘটেছে দোঁহাকার । নহে
কেন প্রত্যাগতি নাহি দোঁহাকার ॥ শেষেতে আপনি তথা যাইল
সকল । সুপকার ছলে সঙ্গে করিয়া গ্রহণ ॥ যখন আহার বেশে
আসি উত্তরিল । কম্পান্বিত সবারে পাপ প্রকাশিল ॥ সঙ্গের
ভবনে হইয়াছিল যে ঘটন । সকল রমণী তারে করিল জ্ঞাপন
পরদিন সন্ন্যাসী যুবতীরে লইয়া । খাদ্য আয়োজন করে আপন
আলয়ে ॥ কূপ হইতে মুক্ত করি দুই শুপকারে । কহে এক বাক্য
আসি বলি দোঁহাকারে ॥ অদ্য মম গৃহে হবে অতিথি সেবন ।
দোঁহে রমণীর বেশ করিয়া ধারণ ॥ ভোজনের উপযুক্ত দ্রব্য সমু
দয় । করিবে ভক্ষণ দোঁহে হইয়ে তৎপর । তবে এই দায় হতে
দিব মুক্ত করি । যে আজ্ঞা বলিয়া দোঁহে লইল স্বীকারি ॥
অনাহারে দুইজনে শীর্ণ কলেবর । এক গাছি কেশ নাহি মস্তক
উপর ॥ দেখিয়ে সে আত্মা মনেতে জিজ্ঞাসে কারণ । কিবা অপরাধি
এই নারী দুই জন । যে হেতু নিরখি এদের মস্তক মুণ্ডন । দণ্ড
করে বহু দোষে দোষি দুই জন ॥ আপনি জিজ্ঞাসা কর তুমি

মহাশয় ।তবে পাইবেনএ দোঁহার পরিচয় ॥এতেক শুনিয়া আশ্চর্য্য মন্ত্রেচরবন । বিশেষ দর্শনে দোঁহে চিনিল তখন॥তাহারারোদন করি কহে সমাচার । পূর্ব্বে যে দুর্গতি ঘটে ছিল দোঁহাকার ॥ রমণীর সন্তাপের কহিল কারণ । যবনিকা মধ্যে রামা কহিছে তখন ॥ শুন প্রভু সেই নারী আমি অভাগিনী ॥ যাহারে কহিয়াছিলে পূর্ব্বে দ্বিচারিণী ॥ পুষ্প গুচ্ছ দেখি বহু করি উপহাস সেমসায় তার তন্যকরেছ প্রকাশ ॥ এক্ষণে প্রত্যক্ষ মমদেখ আচরণ । শুনি ধনি মহ লজ্জা পাইলা তখন ॥ এতদূরে করি শুক গল্প সমাপন । খোজেস্তারে কহে এবে করহ গমন ॥ খোজেস্তা করিল আশা যেতে প্রিয়ালয় । হেন কালে গত নিশী প্রভাত উদয় ॥ করিল কুক্কুটা রব উদয় তপন । এ হেতু হইল তার গমন বারণ ॥ ❋ ।

## পঞ্চম ইতিহাস ॥

অথ এক স্বর্ণকার এক সূত্রধর এক তন্ত্রবায় এবং এক যোগী যাহারা এক দারুময়রমণীর কারণ বিবাদকরিয়াছিল তাহার প্রসঙ্গ ॥

দিনকরঃ অতপরঃ অস্তাচলে যাইল । সহ নিশীঃ পূর্ণশশীঃ তুর্ণদোয় হইল ॥ হেন কালেঃ কুতুহলেঃ মেয়মুন ভামিনী । সসজ্জায়ন্তর্ণ যায়ঃ শুকপার্শ্বে সেধনী ॥ বলেঃঃ শুকঃ আর দুখঃ নাহি সহে পরানে । অদ্য রহঃ আজ্ঞাদেহ যেতেবঁধু সদনে , ॥ শুক বলে; কি কহিলেঃ ওগো মৃগ নয়নে । রাজ ভার্য্যেঃতবকার্য্যেঃ

ত্রুটি কভু করিনে। প্রিয় পাশেঃ অনায়াসেঃ যেতে কয়েছি তো মায়। রাজ বালাঃ অবহেলাঃ সদা তুমি করতায়॥ কিন্তু ভয়ঃ মনে হয়ঃ অবিরত গো আমার। অকস্মাৎঃ প্রাণনাথঃ যদিএসে গোতোমার॥ একাযের হবে ফেরঃ তাই বলিগো তোমায়। যে রূপেতেঃ বিপিনেতেঃ চারি মনজের হয়,॥

• পয়ার॥ খোজেস্তা কহিছে: শুক কহ সে কারণ,। শুক কহে ঠাকুরাণী করহ শ্রবণ,। গিরি শৃঙ্গ দেশে ছিল সখা চারি জন। মৈত্রি ভাবে সদা কাল করিত হরণ॥ স্বর্ণকার সূত্রধর তন্তবায় যোগী। চারিজন পরস্পার হইয়ে বিবাগী॥ একদিন নিশীযোগে গহন কাননে। দৈবাধীন প্রবেশ করিয়া চারিজনে॥ পরস্পার করে তারা কথন কথন। আজি এ দুর্গম বনে হইল গমন॥ তাহে ঘোর নিশা দেখি তিমিরে আবৃত। ভয়ানক বন জন্তু আছে নানা মত॥ এখানে থাকিতে হবে আজিকার মত। উপায় করহ তার যাহয় উচিত॥ একেবারে চারি জন করিতে শয়ন। অনুচিত সখাবৃন্দ শুনহ কারণ॥ চতুর্থ প্রহর যামিনীর পরিমানে। এক২ প্রহর জাগি রব চারি জনে॥ তিন জন একবারে করিবে শয়ন। সতর্ক হইয়ে একে করিবে রক্ষণ॥ এই যুক্তি মতে ঐক্য হয়ে চারিজন। তিন জন সুখে তথা করিলা শয়ন॥ সূত্রধর জাগি নিশা প্রথম প্রহরে। নিদ্রা নাহি হয় যাতে হেন যুক্তি করে॥ ঠারাস্ত্রে বৃক্ষ শাখা করিয়া ছেদন। কাষ্ঠের পুত্তলি এক করিলা গঠন॥ নারীর আকার অতি দেখিতে সুন্দর।

কনক প্রতিমা সম অতি মনোহর ॥ প্রতিমা গঠিয়া সেহ শয়ন করিল। হেনকালে স্বর্ণকার জাগিয়া উঠিল ॥ দেখে এক পুত্তলিকা অতি চমৎকার ॥ কিন্তু তার অঙ্গে কোন নাহি অলঙ্কার ॥ প্রতিমা হেরিয়া মনে করে আন্দোলন। সূত্রধর সখা বঝি করেছে যতন ॥ অতএব মম গুণ করিব প্রচার। এত ভাবি কার নানা বিধ অলঙ্কার ॥ পুত্তলির কর পদ কণ্ঠেতে শ্রবণে। পরাইল অভরণ সাজে যেহ স্থানে ॥ সালঙ্কৃতা করি তারে করিল শয়ন। নিদ্রাহতে তন্ত্রবায় উঠিয়া তখন ॥ দেখে এক পুত্তলিকা পরমা সুন্দরী। সালঙ্কৃতা বটে কিন্তু অঙ্গ দিগাম্বরী ॥ অতএব করি এক বিচিত্র বসন। পরাইল পুত্তলিরে করিয়া যতন ॥ অবনী শয্যায় পরে করিলে শয়ন। চতুর্থ প্রহরে যোগি করে জাগরণ ॥ পুত্তলি হেরিয়া মনে বাড়িল উল্লাস। জীবন্যাশ দিতে তারে করিয়া প্রয়াশ ॥ বিশুদ্ধ মানসে করে ঈশ্বরের ধ্যান। বলে বিভু পুত্তলিরে দেহ প্রাণ দান ॥ যোগির প্রার্থনে প্রাণ পায় সে মূরতি। হইল অভেদ রূপে ষোড়শী যুবতী ॥ যামিনী হইল শেষ তপন উদয়। হেন কালে চারিজনে দেখিয়া তাহায় ॥ পরস্পর প্রেমাশক্ত হইয়ে তখন কন্যার কারনে করে দন্ধ অকারণ ॥ "সূত্রধর বলে রোষে করিয়া গর্জ্জন। "স্বকরে রমনী আমি করেছি গঠন" ॥ স্বর্ণকার বলে মম দত্ত অলঙ্কারে। শোভিতা রমনী লব্ধ হইবে আমারে; ॥ তন্ত্রবায় বলে আমি দিয়াছি বসন। মম লব্ধ এই নারী জানিবে কারণ;; ॥ যোগি কহে;, ছিল ইহা কাষ্ঠের মুরতি। প্রাণ দানে

দিয়ে আমি করেছি যুক্তি ॥ অতএব মম লব্ধ রমণী রতন। কেন সবে দন্দ্বকরে মরো অকারণ” ॥ এই রূপেকরে সবে দন্দ্ব অনিবার। মারামারি কিলাকিলি দুর্জয় প্রহার ॥ হেন কালে এক ব্যক্তি কৈল আগমন। বিবাদভঞ্জনে তারেকরে অহ্বান ॥ সে জনরমণী দেখি ব্যাকুল হইল। কামে মত্ত প্রাপ্ত আশেদন্দ্ব আরম্ভিল ॥ “বলে“ মম নারী তোরা করিয়া হরণ। মমসহ করিয়াছ বিচ্ছেদ ঘটন” ॥ এতকহি তাসবারে করেতে ধরিয়ে। ত্বরিতে আইল লয়ে কোটাল আলয়ে ॥ কোটাল দেখিয়া কন্যা কামে মত্তহয়। গর্জন তর্জন বহু করে প্রাপ্তাশয় ॥ বলে মম ভ্রাতৃ ভার্য্যাএই সে রমণী। প্রবাসে যাহারে লয়ে গিয়াছিলেন তিনি ॥ বিপিনে বিনাশি মম প্রিয় সহদরে। তাহার রমণী হরিয়াছবলাৎকারে“ ॥ এত কহি কোটাল লইয়া তাসবায়। কাজির সমীপে তূর্ণ হইল উদয় ॥ কাজি হেরি সে রূপসী সেমসী হারায়। লভিতে ললনা তার হইল আশয় ॥ বলে তোরা কোতাহতে করিলি গমন। মম ক্রীত দাসী এই আননা দুর্জ্জন ॥ গোপনে আমারঅর্থ করিয়াহরণ লইয়া রমণী করেছিলপলায়ন ॥ বহুদিন হলোএরনাপাইসন্ধান অদ্য একামিনী মম দেখি বিদ্যমান ॥ কোথায় আমার টাকা আনহ ত্বরিতেনতুবা সকলে শাস্তি পাবি নানামতে,” ॥ এরূপে তমুলদন্দ্বহয় বহুতর। জন রবেক্রমেতে পূরিলসেনগর ॥ নগরের লোক সব দেখিবারে ধায়। সকলে আসিয়া সেইস্থানেতেউদয়

হেনকালে তথা আসি বৃদ্ধ একজন। বলে৽ দম্ব লোক যারা না হবে বারণ॥ অতএব মম বাক্য করহ গ্রহণ। যাহাতে হইবে এই বিবাদ ভঞ্জন॥ নগরের প্রান্ত ভাগে অতি মনোরম। মীমাংসা নামে এক আছে কল্পদ্রুম। যে কোন বিবাদে লোক সেই স্থানে যায়। বৃক্ষহৈতে শুনিস্পন্ন হয় সে বিষয়॥ তাহারকারণ বলি করহ শ্রবণ। বৃক্ষ হতে শব্দ এক হয় নিস্বরণ॥ দোষা দোষ যে শুনিতে হয় যে নিশ্চয়। কার পক্ষে প্রতি হল অন হল নয়॥ প্রাচীনের উপদেশ করিয়া গ্রহণ। রমণীরে সঙ্গে লয়ে অচিরেতখন সপ্ত জন বৃক্ষ পার্শ্বে করিয়া গমন। স্বং বিবরণ সবে করে বিজ্ঞাপন॥ অকস্মাৎ বৃক্ষ গুড়ি দ্বিভাগ হইল। নবীনা ললনা তাকে ক্রর্ণ প্রবেশিল॥ বৃক্ষ হতে এইশব্দানিঃসৃত হইল। ৽কাষ্ঠের পুতলি এবে কাষ্ঠে মিশাইলঃ॥ শুনিয়ে বিস্ময়সবে হইয়েতখন লজ্জা জল নিধি নীরে হইল মগন॥ কথা সাঙ্গ করি শুক কহে খোজেস্তারে। এক্ষণে গমন কর বন্ধুর আগারে॥ জারা লয়ে যেতে ধনীকরিলগমন। হেনকালে উষাকাল করে দরশন॥ বিহঙ্গ করিল রব নিরখিতপনে। গমন বারণ তারহল সেকারনে।

## ষষ্ঠম ইতিহাস॥

### অথ কান্য হজ্জরাজ কন্যার প্রতি

একজন সন্যাসী প্রেমাশক্ত হইয়াছিল তাহার প্রসঙ্গ দীর্ঘ এপদী॥ প্রভাকর করহীনঃ নলেনী হয়েমলিনঃ অভিমানে ঢাকিল বদন। খোজেস্তারাজ ভাবিনীঃ নিরখি সুখ যামিনীঃ

বঁধূপাশে করিতেগমন। সুসজ্জা করিছে ধনী:অভিসার অনুমানি রঙ্গেঅঙ্গেপরে অভরণ ॥ মুখে মৃদু২ হাসঃযাইয়ে শুকের পাশঃ প্রিয়ভাষে ভাষে সে যুবতী ।ঃঅভিসার করিমনেঃ ওহে শুক তব স্থানেঃ আসিতে লজ্জিতা আমি অতি ॥ আমার কারনে নানাঃ পাইতেছ হে যন্ত্রণাঃ নাহি নিদ্র বিশ্রাম কখন। তোমার করুণা গুনেঃ আমারে রাখিলে কিনেঃ নারি শুণ করিতে বর্ণনঃ ॥ শুক করিছে উত্তরঃ আমি হইয়ে কিঙ্করঃ নারিনু করিতে তব হিত। ধিক২ মম প্রাণেঃ শুন ওগো চন্দ্রাননেঃ তব কার্য্যে হলেম বঞ্চিত সে যাহক এবে তুর্ণঃ মানস করিতে পূর্ণঃ অভিসার করি অতি সারে। করি এ জীবন পণঃ সাধিব তোমার পণঃ রাখি রায় নেত্র মত করেঃ ॥ শুনিধনী কহেঃ শুকঃ শুনিবারেসে কৌতুকঃ আকাঙ্ক্ষিত আমার অন্তরে। শুক কহে যুক্তিপরামর্শঃশুনতবেসে কাহিনিঃ যে রূপ হইল পূর্ব্বাপরঃ ॥ ❋ ॥

মিশ্র ত্রিপদী ॥ ঃকনোজ রাজের কন্যাঃ রূপে গুনে অতি ধন্যাঃ পূর্ণ ইন্দু নিন্দিত বদন। কোন যোগিবরেঃ হেরি সে কন্যারেঃ মোহিত তাহার মন ॥ যুবতী যৌবন জলেঃ কটাক্ষ লাবন্য জালেঃ মীন সম হইয়ে বন্ধন। ত্যজি পর তত্ত্বঃ কামেউন্মত্তঃ হইয়ে ভাবে তখন ॥ঃ আমি দৈন্য দুরাচারঃ সে যে দুহিতা রাজারঃ কেন তারে করি আকিঞ্চন। সম্প্রতি তাহারঃ দৈন্যতা আমারঃ কেমনে হবে ঘটনঃ ॥ কিছু দিবস অন্তরেঃ যোগিবর যুক্তিকরেঃ ভূপতিরে লিখিল লিখন। ঃতোমার নন্দিনীঃ

বিনে নৃপ মণিঃ না রহে মম জীবন ॥ তুমি মহারাজ ধন্যঃ আমি দীন অতি দৈন্যঃ এমানেতে দিয়া বিসর্জন। ত্রিভুবন মান্যাঃ ভূপ তব কন্যাঃ মোরে কর সমর্পণং ॥ এই পত্র পাঠা স্তরেঃ ক্রোধ ভরে যোগিবরেঃ দণ্ডিবারে কহিল রাজন। সচিব শুনিয়েঃ নৃপে প্রবোধিয়েঃ তাহে করে নিবারণ॥ কহেঃ আমি যুক্তি করেঃ ছলনা করি যোগিরেঃ স্থানা স্তরে করিব প্রেরণং। এতেক কহিয়েঃ যোগিরে ডাকায়েঃ কহিছে তারে তখন॥ যদি করাত্ত ন্য তারেঃ পার স্বর্স্থ আনিবারেঃ তবে হবে স্বকার্য্য সাধন। রাজার তনয়াঃ হইয়া সদয়াঃ করিবে তবে বরণ॥ এ রূপ বচন শুনিঃ মনেতে বিষাদ গণিঃ যোগি বর করিছে চিন্তন। করি কি উপায়ঃ পাইব কোথায়ঃ কর্ত্তা ভারেতে কাঞ্চন॥ হেন কালে একজনঃ ন্যাসীরে কহে তখনঃ এত স্বর্স্থে যদি আকিঞ্চন। মমবার্ত্তা ধরঃ শীঘ্র যাত্রা করঃ যথায়রায় রায়ণ॥ তাহার নিকটে গিয়াঃ মন দুঃখ প্রকাশিয়াঃ উক্ত স্বর্স্থ করগে যাচন। দয়ার সাগরঃ সেই গুণাকরঃ করিবে আশা পূরণ॥ যোগি গিয়া তার পাশঃ প্রকাশিলে অভিলাষঃ রায় রায়ান কৈল অর্পণ। পায়ে বহু স্বর্স্থঃ যোগি আসি তূর্ণঃ নৃপে দিল সেইধন॥ হেরিয়া বিপুল স্বর্স্থঃ নৃপতিবিস্ময়াপন্নঃ মন্ত্রী প্রতি কহিছে তখন। তোমার যে ছলঃ হইল বিফলঃ বল কি করি এক্ষণ॥ সচিব শুনিয়ে কয়ঃ শুন ওহে নর রায়ঃ রায়ানের দত্তএইধন। বিনেসেই জনঃ কে আছে এমনঃ করে এত বিতরণ॥ আরএক যুক্তি করেঃ তাড়া

ইব সন্যাসিরেঃ আমাহস্তে হইবে সাধন, ॥ এতেক কহিয়েঃ যো গিরে ডাকিয়েঃ পুনশ্চ কহে তখন ॥ ' স্বস্থ বিনিময় দিয়াঃ না পাবে নৃপ তনয়াঃ নিশ্চয় জানিবে এ বচন ॥ রায়ানের শিরঃ যদি আন ধীরঃ তবে পাবে কন্যাধন, । এতশুনি সেই যোগিঃ সে কন্যার অনুরাগি পুনঃ তথা করিয়া গমন । করিয়া বিনয়ঃ রায়া নেরে কয়ঃ আদ্য অন্ত বিবরণ ॥ শুনিয়ে রায়রায়ণঃ যোগিরে কহে তখনঃ ' প্রাণহেতু না কর চিন্তন । তোমার কার্য্যেতে মমপ্রাণ দিতে, কুণ্ঠিত নহি কখন ॥ বহুদিন মম শিরেঃ পালিয়াছি যত্ন করেঃ এবে পর কার্য্যেতে ধারণ ॥ রজ্জুগলে দিয়েঃ আমারে লইয়েঃ চল মহীপ সদন ॥ কহিবে তাহারে তুমি, রায়ানে এ নেছি আমি, রজ্জু পায়ে করিয়ে বন্ধন । যদি রাজা কয় কাটিতে আমায়ঃ তখনি কর ছেদন; ॥ রায়ানের উপদেশেঃ রজ্জু দিয়ে গলদেশেঃ লয়ে চলে রাজার সদন । দেখিয়া রায়ানে, ধরেণ্য রাখানেঃ ধরিল তার চরণ ॥ বলে ধন্য গুণাকরঃ তবতুল্য হেন নরঃ ত্রিভুবনে নহে দরশন । আপনার শিরঃ পরার্থে সুধীরঃ বল কেকরে অর্পণ । দেখিয়ে তব মহত্বঃ ধরনীর আধিপত্যঃ তব গুণে হয় সন্তাপন্ন । এতেক কহিয়াঃ আপন তনয়া তখনি করে অর্পণ বলেঃমমকন্যা প্রাণাধিকাঃ তোমার পরিচারিকাঃ যারে ইচ্ছা করহ প্রদান; । এতেক কহিয়াঃ বিনয়ে তুষিয়াঃ করিল বহু সম্মান সন্যাসি পায়ে রমণীঃ রায়ানেরে ধন্য মানিঃ আশীর্ব্বাদ করিয়া তখন । তরুণি লইয়েঃ প্রমদে মাতিয়েঃ সুখেতে সুকরে

আপন ;। প্রিয় ভাযে খোজেস্তারেঃ শুক কহে তদন্তরেঃ প্রিয় পার্শ্বে করিতে গমন ।; এরূপ প্রকারঃ কার্য্যেতেতোমারঃকরিব শির অর্পণ;॥ খোজেস্তার হয় মতিঃ বঁধু স্থানে করে গতিঃ হেন কালে উবাদরশন । প্রভাত নিরখিঃ ডাকে যত পাখিঃ হল গমন বারণ ॥ ❋ ॥

সপ্তম ইতিহাস ॥

অথ ব্যাধ ও শারিকা এবং তাহার শাবক দিগের প্রসঙ্গ ॥

তোটকছন্দ ; দিনেশদিনান্ত করিয়েযখন । পশ্চিম অচলে করিল গমন ॥ আইল যামিনী বিয়োগি দহিতে । নিশাকর কর প্রকাশ তাহাতে ॥ জীবন নন্দিনী মলিনা জীবনে । কুমুদিনী সুখী নাথ দরশনে ॥ সংযোগির মন সন্তোষ কারণ । মৃদু২ বহে মলয়া পবন ॥ বিকশিত সব কুসুম কানন । সৌরভ গৌরবে পুরিল ভুবন ॥ মধু লোভে মাতি মধুকর গণ । কুসুম স্তবকে বসিল তখন ॥ ডাকে পিক কুল সুমধুর স্বরে । শুনি বিয়োগির পরাণ শিহরে ॥ কুসুম আয়ুধ লইয়ে মদন । গুণ দিয়ে শর করে বরিষণ ॥ সেশরে কাতর বিরহিনী গণ । মরি২ রব বদনে সঘন ॥ এমন সময় খোজেস্তা রূপসী । বঁধু দরশনে হইয়া উদাসী ॥ বিরহে অন্তর ব্যাকুল তাহার । নয়নে জীবন বহে অনিবার । শয্যাহতে উঠি বিষাদ বদনে । যাইয়াত্বরিত শুকের সদনে ॥ মৌন দেখি শুকে কহিছে তখন । কি কারনে তব মন উচ্চাটন ॥ বিনয়ে বিহঙ্গ বলিছে

চন। এত দুখী শুদু তোমারি কারণ। জানিনে কেমন নাগর আমার। শরল সে কিম্বা হটীল ব্যাভার ॥ যতনে পীরিতি রাখ কি না রাখে। এই ভয়ে সদা মরি মন দুঃখে ॥ পাছে করে প্রেমে প্রমাদ বিধান। কামরূরাজের শারিকা সমান ॥ শুনিধনী কহে কহ সে কারণ। শুকবলে “ তবে করহ শ্রবণ ॥

পয়ার ॥ কোন সময়েতে এক ব্যাধের নন্দন। বিহঙ্গ ধরিতে বনে করিয়া গমন ॥ বিস্তির্ণ করিয়া জাল শারির বাসায়। শাবক সহিত ব্যাধধরিল তাহায় ॥ বিপদে পড়িয়া শারি শাবকে আপন মুক্তি হেতু যুক্তি কিছু কহিছে তখন ॥ শুন সবে এক ভাবে আমার বচন। মৃত্যপ্রায় তোমা সবে হওরে এখন ॥ তোমাদের হেন দশা নিরখিলে পরে। না লইবে ব্যাধ সুত ত্যজিবে অন্তরে যদ্যপি আমারে লয় ব্যাধের হনার। তাহে কিছু ক্ষ্যতি নাহি তোমা সবাকার ॥ যদ্যপি হইতে পারি এ বিপদে ত্রাণ। পুন আসি সবাকার হেরিব বয়ান ॥ জননীর উপদেশে সব পক্ষিগণ। ছলে মৃত প্রায় হয়ে রহিল তখন ॥ মৃত বোধকরি সবে ব্যাধের নন্দন। বাসা হইতে তুলি ভূমে করিল ক্ষেপণ ॥ বিপদে পাইয়া ত্রাণ শাবক সকলে। অবিলম্বে উড়ে বৈসে অন্য বৃক্ষ ডালে ॥ হেরিয়া ব্যাধের সুত ক্রোধে করিভর। বিনাশিতে শারিকারে হয় অগ্রসর ॥ ভয়ে শারিকহে শুন ব্যাধর নন্দন। অন্তরে ধৈরজ ধার ধরহে এখন ॥ আমা হতে বহুধন অনাসে পাইবে। যাবৎ জীবন মন সুখেতে রহিবে ॥ চিকিৎ সায় নিপুণতা আছে হে

আমারে॥ শুনিয়া হইল ব্যাধ আনন্দে অপার। কহিছে কামরূ নামে মম রাজ্যেশ্বর। বহু দিনাবধি তেঁহ পীড়ায় কাতর॥ আরোগ্য করিতে তাঁরে পারকিনা শারি। শারিকহে, কি আশ্চর্য্য অনায়াসে পারি॥ শুকে ব্যাধ মনগুণ কিকব তোমায়॥ নিমেষে আরোগ্য করি নিযুত সংখ্যায়॥ অগ্রেতে আমার গুণ কহিয়ে রাজায়। তবে বহুমূল্যে মোরে করিহ বিক্রয়॥ পিঞ্জরে পূরিয়া লয়ে শারিকে তখন। কামরূ মহীপকাছে করিয়া গমন। কহে; আনিয়াছি এই শারি নরপতি। চিকিৎসা বিষয়ে এটী সুনি পুণ্য অতি; ॥ ভূপ কহে, আছে মম বৈদ্যে প্রয়োজন। কি মূল্যে ইহাকে তুমি করিবে অর্পণ;॥ ব্যাধ কহে; মহারাজ কি কব তোমায় বিক্রয় করিব দশ সহস্র মুদ্রায়; ॥ শুনি ভূপ তৎক্ষণ দিয়া সেই ধন। শারিকারে নিজপার্শ্বে রাখিলা তখন॥ পরদিন শারি করি ঔষধ সেবন। অর্দ্ধেক আরোগ্য ভূপে করিলা তৎক্ষণ॥ শারিকহে মহারাজ করিনিবেদন। কিছু উপশম তবহইল এখন॥ যদি কৃপা কার মোরে ছাড় একবার। ঔষধ আনিয়া রোগে করি প্রতিকার নরেশ শারির বাক্যে করিয়া প্রত্যয়। পিঞ্জর হইতে ছাড়ি দিলে ক তাহায়॥ শারিকা পিঞ্জর হতে পায়ে অবসর। পুনর্ব্বার না আইল রাজার গোচর॥ অতেব বলি তোমাকে ওগো ঠাকুরাণী ছলিয়া ত্যজেন পাছে তব গুণমণি॥ এতবলি কহে শুক; করহ গমন। তাহারে প্রত্যয় নাহি করো কদাচন॥ জারালয়ে যেতে ধনী করিলে মনন। নিশীশেষ হেতুহয় গমন বারণ॥ ॥

## অষ্টম ইতিহাস ।।

### অথ এক সদাগরের স্ত্রী আপন পতিকে বঞ্চনা করিয়াছিল তাহার প্রসঙ্গ ।।

পয়ার ।। অস্তাচল গত ভানু উদয় যামিনী। হেন কালে মন দুঃখে মেয় মুন রমণী ।। উপপতি পাশে যেতে লতে অনুমতি। শুকের সমাপে যায় ক্ষুণ্ণ মনা অতি ।। হেরিয়া কহিছে শুক এ আর কেমন। কেন আজ দেখি তব বিরস বদন ।। ধনী কহে কিবা শুক জিজ্ঞাস আমায়। প্রত্যহ মনের দুঃখ জানাই তোমায় ।। বল কবে বধূ পার্শ্বে করিব গমন। নিত্য দেখি হয় মম গমন বারণ।। অদ্য যেতে আজ্ঞা যদি দেহকে আমায়। যাব নহে ধৈর্য্য ধরি রতিব আলয়ঃ ।। শুক কহে নিত্য গল্প করহ শ্রবণ। তেকারণে যেতে নার বঁধুর সদন ।। অদ্য আমি কহি তথা যাইতে তোমায়। যদ্যাপি তোমার পতি এসে এ সময় ।। ছলনা প্রকাশি তারে করিহ বঞ্চনা। যেরূপে ছলিল পতি বণিক ললনা ।। শুনে স্ত্রী কহিছে শুক সে আর কেমন। শুক বলে সে কাহিনি করহ শ্রবণ ।। ❋❋ ।।

দীর্ঘ ত্রিপদী ।। অনুপ সহরে ঘরঃ ছিল এক সদাগরঃ অতুল সম্পত্তি ছিল তার। তাহার রমণী ধন্যাঃ রূপেতে ধরণী মান্যাঃ সে রূপ বর্ণনা করা ভার ।। কার্য্য বশে সদাগরঃ গিয়াছিল দেশান্তরঃ প্রবাসে থাকিত সর্ব্বক্ষণ। এথানেতাহার ভার্য্যাঃ

কামেতে হয়ে অধর্য্যাঃ হল ধর্ম্মকরিয়ে লঙ্ঘন । নৃত্যগীত বাদ্য রসেঃ লইয়ে পর পুরুষেঃ সদাকাল করিত ক্ষেপণ । পরে কিছুদি নান্তরে, সদাগর যাত্রা করেঃ আসিবারে স্বীয় নিকেতন ।। এড়াইয়া নানা দেশ, শেষেতে আপন দেশ; উত্তরিয়া যামিনী সময় না যাইয়া নিকেতন, অন্যত্রে করি গমন, বাস করি সেই নিশী রয় ।। পরে এক দুতীরে, নিকটে ডাকায়ে তারেঃ বেশ্যাহেতু করিলা প্রেরণ । দৈবাধীন সেই দূতিঃ সদাগরের বসতিঃ দ্রুতগতি করিয়ে গমন ।। সদাগর রমণীরেঃ কহিতেছে অতঃপরেঃ শুন বাণীও চন্দ্র বদনা । অদ্য এক ধনবানঃ আসিয়াছে এই স্থানে; অন্বেষণ করে বারাঙ্গনা ।। অতএব কহি আমিঃ মমসঙ্গে চল তুমি পাবে ধন তুষিয়া তাহারে । ধনী শুনি অতপর করি বেশ মনোহর দূতি সহ যাইয়া তথায় ।। নিরখি আপন পতি চিনিয়ে তারে যুবতী মান হেতু ছল চিন্তে ধনা । উচ্চৈঃস্বরে করিঃরব বলেঃ প্রতিবাসি সব শুন এই দুঃখিনীর বাণী ।। প্রায় ছয় বর্ষ হৈল মমপতি গিয়াছিল প্রবাসেতে ত্যজিয়ে আমায় । অদ্য আসিয়া নগরে না যায়ে স্বীর আগারেঃ অন্য বাসে বাসা করি রয় ।। পতি আসা ধ্যান করি কি দিবা কিবা সর্ব্বরি সদা মন দুঃখে থাকি বাসে । দেখ পতি দেশে আসি আমারে নাহি জিজ্ঞাসি পরবাসে রহে অনায়াসে পতি আগমন বার্ত্তা পাইয়া করেছি যাত্রা যে উচিৎ কর সর্ব্বজনে মনে কাজি কাছে গিয়ে এবিষয় জানাইয়ে ভিন্ন হয়ে রহিব একনে শুনি প্রতি বাসিগণ তথায় করি গমন দম্পতির করিল মিলন ।

ন্যারী করিয়েছিলনাঃ পতিরে করি বঞ্চনাঃ ভ্রষ্টাচার করিল গো-পন, ॥ এতকহি শুকবলেঃ যাহ বন্ধুস্থানে চলেঃ বিলম্ব করিছ অকারণ। ধনী যাইবারেচায়ঃ দেখে প্রভাত উদয়ঃ অভিসার হইল বারণ॥ ॥

নবম ইতিহাস॥

অথ এক সদাগরের স্ত্রী এক যুবকেরপ্রতি আশক্ত হইয়া আপন শ্বশুরকে বঞ্চনা করি য়াছিলতাহার প্রসঙ্গ ॥

লঘুত্রিপদী॥ যখন তপন করিল গমনঅচলগমনমুখে। বেষ্টিত তারকাঃ শশধর রাকা হইল উদয় সুখে ॥ খোজেস্তা তখনঃ বিষন্ন বদনঃ বন্ধুহয়ে প্রেম পাবোত্যক্ত অন্তরণঃ স্বজল নয়নঃ কহে আসি শুক পাশে॥ শুনহে বিহঙ্গঃ প্রবল অনঙ্গঃ তরঙ্গে আকুল প্রাণ। করি কি উপায়ঃ বলহে আমায়ঃ কিসে হবে সমাধান ॥ এতেক করিনুঃ তথাচ নারিনুঃ যাইতে বন্ধুর পাশ। অভিসার সারঃ হইল আমারঃ না পুরিল মন আশ॥ আমি অভাগিনীঃ চিরবিরহিনীঃ বিফলেজনম গেল। এনব যৌবনেঃ প্রিয়সঙ্গবিনে সকলি বিফল হলো॥ ওহে প্রাণ পাখীঃ কর মোরে সুখীঃ এবে দিয়ে অনুমতি। বঁধুর বয়ানঃ হেরিলে নয়নঃ পুলক হইবে অতি,॥ শুক কহে; কেনঃ কহ পুনঃ পুনঃ এতেক করি আমায় ত্বরা কর গতিঃ বঁধুর বসতিঃ ভয় কি আছে তাহায় ॥ সদাগর নারীঃ যেরূপ চাতুরীঃ প্রকাশি রাখিল মান॥ করিয়ে তেমন

রাখিবে আপনঃ কহিনু তোমার স্থান ;।। শুনি ধনী কয়ঃ কহ সে বিষয়ঃ শ্রবনে বাসনা মনে;। সুখে শুক কয়ঃ করিয়ে বিনয় শুন ভবে বরাননে ,।। ❀ ।

পয়ার ।। সদাগর দারা এক নানা সজ্জাকরে । বসিয়াছে অট্টালিকা প্রাসাদ উপরে ।। যুবকপুরুষ এককরি দরশন । ললনা লাবন্য জালে হইল বন্ধন । সে নারী চতুরা অতি জানিয়া কারণ । যুবকের ডাকি ধনী কহিছে তখন ,।। শুন ওহে বস রাজ আমার বচন । নিশা যোগে মমালয়ে করিবে গমন ।। আছে এক বৃক্ষ মম বাটীর ভিতরে । সেই স্থানে বৈস তুমি পাইবে আমারে আশ্বাস পাইয়া সেই ইঙ্গীৎ সময় । যবক আসিয়া তুর্ন বৃক্ষ মূলে রয় ।। রমণী অমনি ত্যজি পতিরে আপন । পরকীয় রস আশে করিলা গমন ।। উভয়ে গোপনে তথা হইলে মিলন । সুরতান্তে বৃক্ষ মূলে করিল শয়ন।। সেইকালে সদাগর জনক যেজন । কার্য্য হেতু গৃহান্তরে করিতে গমন ।। উঠিয়া দেখিল গিয়া আপন নয়নে পুত্রবধূ শুয়ে অন্য পুরুষের সনে ।। পরদিন বঁধুরে দণ্ডিতে এইমন করিয়া লইল খুলি পদ অভরণ ।। রমণী অমনি জানি হইয়ে সভীত । যবকেরে পলাইতে করিয়া ইঙ্গীত ।। আপন স্বামীর পার্শ্বে যাইয়া তখন । নিদ্রাহতে তুর্ন তারে করিয়া চেতন ।। বলে নাথ অদ্য গ্রীষ্ম দোষ অতিশয় । গৃহের ভিতরে আর তিষ্ঠান নাযায় অতএব বৃক্ষমূলে করিয় গমন । চল দোঁহে মিলি তথা করিগে শয়নঃ ।। এতকহি স্বীয়পতি লইয়া তখন । যাইয়া বৃক্ষের মূলে

রিল শয়ন। যখন দেখিল পতি ঘুমে অচেতন ।। সেই কালেধনী
াকে জাগায় তখন ॥ বলে২ নাথ তব তাত আসিয়া এখন।
খুলিয়া লইল মম পদ অভরণ ।। পিতৃজ্ঞানে যেই জনে করিছে
ছেন। কেমনে এমন কার্য করিল সেজন২ ।। এতেক শুনিয়ে পতি
ারীর বচন। পিতার উপরে কোপ বাড়িল তখন ।। প্রভাতে
নক তার কহিছে নন্দনে। গত নিশীযাহা হেরিয়াছে স্বনয়নে
নি সদাগর কহে নিষ্ঠুর বচনে। ২ কেমনে এমন কথা কহ মম
ানে ।। গত নিশী গ্রীষ্মহেতু বৃক্ষমূলে গিয়ে। শান্তি হেতু দুই
জনে ছিলাম শুয়িয়ে ॥ হেনকালে তুমি তথা করিয়ে গমন। লই
য়াছ রমণীর পদ অভরণ। সেইকালে নারী মোরে করিয়া চেতন
কহিল আমারে তেঁহ সকল কারণ২ ।। শুনিয়ে পুত্রের কথা জনক
লজ্জিত। এরূপে রমণী দোঁহে করিল বঞ্চিত।। উপাক্ষণ সমাপন
করি পক্ষবর। খোজেস্তাকে কহে: যাহবধর গোচর: । আরালয়ে
যতেধনী করে আকিঞ্চন। প্রভাত উদয় হেতু গমন কারণ। *

দশম ইতিহাসঃ ।।

অথ এক সদাগর কন্যা এবং এক শৃগালের প্রসঙ্গঃ ।।

পয়ার ॥ মিহির পশ্চিমাচলে করিলে গমন। সুখের রজনী
আসি দিল দরশন ।। খোজেস্তা প্রেমেতে মত্তা হইয়ে তখন।
শুকের নিকটে তূর্ণ করিয়া গমন ।। কহে২ শুক তব প্রতি করিয়া
বিশ্বাস। প্রত্যহ রজনী যোগে আসি তবপাশ ॥ যদি তুমি নাকরি
ল মম উপকার। বল তবে কবে হবো এবিপদে পার২ ॥ শুকবলে

অবধান কর ঠাকুরাণী। তব দুঃখে দুঃখী আমি দিবস যামিনী ॥ প্রতি নিশী যেতে আমি বলিগো তোমারে। হের গিয়া অন্য স্থানে তব মনোচোরে ॥ কিন্তু তুমি অবহেলা করিয়া তাহায়। ইতিহাস শ্রবণেতে করহ আশয় ॥ যদি তব এবিষয় প্রকাশিত হয়। শিখাব এমন ছল এড়াইব দায় ॥ যেরূপ শৃগাল সদাগর ভনয়ারে। উপদেশ দিয়া তার মান রক্ষা করে ॥ খোজেস্তা কহিল শুক কহে সে কাহিনী। শুক কহে শুন তবে ও রাজ নন্দিনী ॥

লঘু ত্রিপদী। কর্ণাট নগরে বাস পূর্ব্বাপরে ছিলা এক ধনবান্। অতি কদাচার, কুৎসিত আকার ছিল তাহার সন্তান ॥ কিছু দিন পরে, পুত্রে যোগ্য হেরে মনেতে করি বিচার। সদাগর কন্যা, একরূপে ধন্যা সহ বিভা দিল তার ॥ সেই সে রমণী নবীনা যৌবনী গৌড় বাদে শশি গুণা। জিনি সৌদামিনী অনঙ্গ মোহিনী সে রূপে নহে তুলনা ॥ একদিন নিশী যোগে সে রূপসী বসিয়া প্রসাদোপরে করিল শ্রবণ যুবা একজন গাইছে মধুর স্বরে ॥ ধনী ধ্বনি শুনে মদনেরি বাণে হয়েমোহিত তখন। বারাণ্ডা হইতে নাবিয়া ত্বরিতে তথায় করি গমন ॥ নিরখি পুরুষে কহে মৃদুভাষে শুনহে যুবক জন মম পতি অতি কুমতি কুরীতি নাহি চাহে তাহে মন ॥ তুমি কৃপাকরে মোরে সঙ্গেকরে লইয়া চল এক্ষণে। যুবক শুনিয়ে সম্মত হইয়ে উভয়ে করে গমন ॥ কিয়ৎ অন্তর, এক সরবর, তীরে উপনীত যথা। এক বৃক্ষমূলে দোঁহে কুতূহলে শয়ন করি

া তথা ॥ যখন সে জন করে দরশন নারী ঘুমে অচেতন, তার
আভরণ করিয়া হরণ লয়ে করে পলায়ন ॥ পরেতে রমণী উঠিয়া
অমনি স্বঅঙ্গ করে দর্শন। নাহি অভরণ নাহি যুবাজন হেরিয়া
ম্লায় মন ॥ হইয়া তখন ভাবে মনেমন সে জন দুর্জ্জন হবে।
াই অভরণ করিয়া হরণ পলায়ে গিয়াছে এবে ॥ হেন সময়ে
১ পূর্ব্বদিক হতে তপন হৈল উদয়। পড়িয়া বিপদে সরবন্ধ
ীরে ধনী দুঃখে রয় ॥ দৈবে হেন কালে আসি সেই স্থলে
বা এক ... হেরি নারে যায় ধরিবারে পূর্ব্ববস্ত
...গিয়ে ॥ অস্থি লয়ে স্থান করিল সন্ধান মাস পলাইল নীরে॥
...যুবতী শিবারে ... হেরি উপহাস করে ॥ এতেক বচন
...রিয়ে শ্রবণ শৃগালে তাহারে কয়। তুমি কোন জন হেথা কি
...রণ বিশেষে কহ আমায় ॥ কামিনী তখন নিজ বিবরণ
...াদ অন্ত তারে কয়। শৃগাল শুনিয়ে সহাস্য করিয়ে তৎ গিয়া
...নেক তায় ॥ বলে ধনী এবে যাহে ভাল হবে মম উপদেশ
াও উন্মাদিনী প্রায় করি আপনার আপন আলয়ে যাও ॥
...শবা যুক্তি ধরি ধনী ত্বরা করি আপন গৃহে চলিল। কপট চাতু
র প্রকটন করি কুলমান বাঁচাইল ॥ শুক কহে ধনী শুনিলে
কাহিনী এবে করহ গমন। যদি কিছু হয় তাহাতে কি ভয় ছলে
করিবে গোপন ॥ খোজেস্তা তখন করিতে গমন বাসনা করি
 মনে। এমত সময় প্রভাত উদয়, নারে যেতে সেকারনে ॥

## একাদশ ইতিহাস ॥ ❀ ॥

### অথ এক ব্রাহ্মণ লোভপ্রযুক্ত সিংহ কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল তাহার প্রসঙ্গ ॥

দীর্ঘচৌপদী ॥ ... অস্তাচলে করে গতি উর্দ্ধ স্থবুরজনী পতি ... হেনকালেতে খোজে স্তা কয়ে অতি ... প্রিয় ... আকুলিতা শুক যথা হই য়ে উদয় ॥ বলে শুক ... মম কার্য্যে সযতন কদাচন নাদেখি এক্ষণ। সেইবারে অনুমতি ... করি গতি তাহা না করি সম্প্রতি গতপিছলে করহ বঞ্চনা ॥ ... কহিছে তখন আমি তোমার কারণ সর্ব্বদা করি প্রার্থন বঁধু পাশে করিবে গমন। তাহে তুমি রাজবালা সদাকর অবহেলা আমি কি করিলো ছল মিছা দোষ দেহ অকারণ ॥ অদ্য নিশী শীঘ্রগতি বঁধুস্থানে কর গতি কিন্তু বহুক্ষণ স্থিতি কদাচ করোনা করি মানা। অতি শব্দ ত্যজ্য হয় অতি আশা ভাল নয় তাই বলি গো তোমায় অতি লোভে মঙ্গল দেখেনা ॥ অতি লোভে ... নষ্ট লোকেতে বিদিত স্পষ্ট অতিশয়ে কেহ ইষ্ট কদাপিও না করে দর্শন। প্রিয়ভাবে ... ধনাকহে সেপ্রসঙ্গ কহ দেখি হে বিহঙ্গ শুক বলে করহ শ্রবণ ॥ ❀ ॥

পয়ার ॥ স্বর্ণপুরে ছিলধনী দ্বিজ একজন। দৈবাদৃষ্ট ক্রমেতে হইলে নির্ধন ॥ বিবাগী হইয়ে পরে দরিদ্র ব্রাহ্মণ। একদিন কানেতে করিয়া গমন। দেখে সিংহ পঙ্কাবৃত সরসীর তীরে। শৃগাল

হরিণ পার্শ্বে রহে যোড় করে ॥ হেরিয়া ব্রাহ্মণ হৈল সভীত তখন দেখে মৃগ শিবা তারে করি দরশন ॥ পরস্পর দুইজন কহিছে বচন । যদি সিংহ এদরিদ্রে করে দরশন । তবেতো নিশ্চয় এরে করিবে নিধন । অতএব এইযুক্তি উচিৎ এখন ॥ সিংহের আক্রম হৈতে করি পলায়ন । যে প্রকারে রক্ষা হয় দ্বিজের জীবন ॥ আর কিছু ধন পায় পশুরাজ হতে । কেন উপকার করা যাক্ ধর্ম্মমতে এত চিন্তি দুইজনে করিয়া গমন । সিংহের চরণে বলে প্রণমি ভূমিষ্ঠ ॥ যে মার দাতৃত্ব প্রভু নিখ্যাত ভুবন । ধন আশে দ্বিজ এক করেছে গমন ॥ এত শুনি সিংহরাজ করুণা প্রকাশে । ত্বরিতে ব্রাহ্মণে ডাকি আপনার পাশে ॥ পূর্ব্বে যেই নরবরে করেছে নিধন ॥ তাহাবদের ধন দ্বিজে করিয়া অর্পণ । বিদায় করিল সিংহ করিয়া যতন ॥ তুষ্ট হয়ে দ্বিজ গেল আপন ভবন ॥ পুনর্ব্বার ধন লোভে নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণ । ধন আশে সিংহপাশে করিল গমন সেই দিন ব্রাহ্মণের নিপাত কারণ । শার্দ্দূল জম্বুক ছিল মন্ত্রীদ্বয় জন ॥ হেরিয়া ব্রাহ্মণে সিংহে কহিছে তখন । দেখন এমনযে দ্বিজ সাহস কেমন ॥ বিনা আবাহনে তব সম্মুখে গমন । করিয়াছে মহারাজ করিয়া হেলন ॥ এতেক শুনিয়ে সিংহ হয়ে ক্রোধমন । নখাঘাতে ভূদেবেরে করিল নিধন ॥ উপাখ্যান সমাপন করিয়া তখন । খোজেস্তার প্রতি শুক কহিছে বচন ॥ যদি এত লোভ নাহি করিত ব্রাহ্মণ । তবে সিংহ করে নাহি হইত নিধন ॥ অতএব অতি লোভ যেই জন করে । ধনলব্ধ হয়ে চিরদিন দুঃখে মরে ॥

॥ ৭ ॥

এইরূপ বহুমত উপদেশ করে । বঁধু পাশে যেতে শুককহে খোজে স্তারে ।। খোজেস্তা গমন হেতু উদ্যোগ করিল । যামিনী প্রভাত হেতু তাকে নিবর্ত্তিল ।। ✽ ।।

দ্বাদশ ইতিহাসঃ । ✽ ।।

অথ এক সিংহ যে বিড়ালের মূষিক নিধনাপরাধে পদচ্যুত করিয়াছিল তাহার প্রসঙ্গ ।। ✽ ।।

দীর্ঘ ত্রিপদী ।। প্রভাকর হীনকরঃ প্রকাশিল শশধরঃ হেন কালে খোজেস্তা রূপসী । সুখ শয্যা পরিহরিঃ অভিসারে সাজ্জা করি শুকের সমীপে তূর্ণ আসি ।। বিরস দেখিয়া তারেঃ জিজ্ঞাসা করিছে পরেঃ কেনে শুক সচিন্তিত মন । শুনি শুক কহে পরেঃ জিজ্ঞাসা কি কর মোরেঃ তব দুঃখে দুঃখী সর্ব্বক্ষণ ।। শুনিয়া মম কাহিনীঃ প্রভাত কর যামিনীঃ কবে যাবে বঁধুর সদন । এই মম মনেভয়ঃ ভূপতি এসময়ঃ আসিলে ঘটিবে বিঘটন ।। তবেতো তোমার গতিঃ কিহবে ভাবি যুবতীঃ সারহবে কিবল রোদন । আগু পাছু নাহি হেরিঃ মূষিক বিনাশ করিঃ মাজ্জারের হইল যেমন । শুনি ধনী কহে বাণীঃ এ কি অপরূপ শুনিঃ স্বীয় ভক্ষ করিয়ে নিধন । কি হেতু সে বিড়ালেরঃ হৈল অদৃষ্টের ফেরঃ কহ মোরে সেই উপাখ্যান।। ✽ ।।

পয়ার ।। শুক বলে অতঃপর করহ শ্রবণ । কাননেতে ছিলএক মৃগেন্দ্র ভীষণ ।। অতি বৃদ্ধ জরাযুক্ত শীর্ণ দরশন । বয়সেতে হয়েছিল শিথিল দশন । যখন যে কোন মাংস করিত ভক্ষণ । মাংস

খণ্ড দন্ত ছিদে নাগিত তখন ॥ অনেক মূষিক ছিল সেইসে কান নে। সিংহের শয়ন পাশে রহে সেই স্থানে ॥ যখন সে মৃগ রাজ করিত শয়ন। দন্তলগ্ন মাংস তারা করিত ভক্ষণ॥ এ হেতু তাহার নিদ্রা হইত বারণ। সদা ভাবে কিসে করি মূষিক নিধন॥ সিংহের সভায় ছিলযত বনচর। এ বিষয় তাহাদের করিল গোচর॥ শুনিয়া শৃগাল কহে শুন মহারাজা। আছয়ে মার্জ্জারী এক আপনার প্রজা॥ ডাকায়ে আনিয়া তারে করহ প্রহরী। থাকিবে আপন পার্শ্বে জাগিয়া সর্ব্বরি॥ শৃগালের যুক্তিসিংহ করিয়া গ্রহণ। ত্বরিতে আনিয়া তারে করে নিয়োজন॥ মার্জ্জারি হেরিয়ে যত মূষিকের গণ। প্রাণ ভয়ে সকলেতে করে পলায়ন॥ তদবধি পশুরাজ সুখে নিদ্রাযায়। মার্জ্জারির প্রতি সেহ বাড়ে অতিশয়॥ বিড়াল আপন মনে করে আন্দোলন। যদি এমূষিক গণে করি বিনাশন ভবেত এ সিংহমোরে নারাখিবে আর। অতএব যুক্তিনহে করিতে সংহার॥ এই হেতু ভয়মাত্র দেখায়মূষিকে। প্রাণেতে বিনাশ কিন্তু নাকরে কাহাকে ॥ একদিন বিড়ালানি আপন শাবকে প্রণমিয়া কহিতেছে সিংহের সম্মুখে ॥ শুন মহারাজ এদাসীর নিবেদন। অদ্য আমি কোন স্থানে করিব গমন॥ যদি অনুমতিহয় অধিনীর প্রতি। মম পরিবর্ত্তে রাখি আমার সন্ততি। কল্য আসি শ্রীপদ করিব দরশন॥ শুনি সিংহ অনুমতি দিলেন তখন॥ বিড়াল আপন পুত্রে রাখি সেই স্থানে। ত্বরিতে চলিয়া গেল স্বীয় প্রয়োজনে ॥ বিড়ালের বৎসযত হেরিয়া ইন্দুরে। এক দিন

একেবারে সবারে সংহারে ॥ পরদিন বিড়াল আসিয়া সেই স্থানে। মূষিকের দেহ সব হেরিয়া নয়নে ॥ আপন সন্তান প্রতি করিছে ভৎসন। কি হেতু মূষিক গণে করিলি নিধন ॥ শুনিয়া মার্জ্জারি সুত কহিছে তখন ॥ তুমি কেন পূর্ব্বে মোরে নাকৈলে বারণ। তাহার ভাবনায় দোঁহে কান্দে বহুতর। পরে সিংহ দিল তারে কর্ম্মে অনাদর ॥ এইরূপে করি শুক গল্প সমাধন। খোজেস্তার প্রতি কহে করিতে প্রস্থান। খোজেস্তা উদ্যোগ করে করিতে গমন। নিশাশেষ হেতু হৈল গমন বারণ ॥ ॥

ত্রয়োদশ ইতিহাস ॥

অথ সাপর নামক ভেকের রাজা এবং সর্পের প্রসঙ্গঃ ॥

পয়ার ॥ তপন গমন করে পশ্চিম শিখরে। তারকা সহিত শশী উদয় অম্বরে ॥ খোজেস্তা বিবিধ রত্ন পরি নিজ কায়। অনুমতি হেতু তূর্ণ শুক পাশে যায়। কহে শুক একেন কর বিড়ম্বন মম কার্য্যে অবহেলা হেরি অনক্ষণ ॥ প্রত্যহ তোমার যুক্তি করিয়ে গ্রহণ। অদ্যাবধি কোন ফলনহে দরশন ॥ কোনমতে নাপুরিল মম অভিলাষ। হৃদয়ে প্রবল দোখ বিরহ হুতাশ। শুক বলে বিলম্ব হয়েছে অতিশয়। একারণে মন দুঃখ নাকরিহ তায় ॥ কিন্তু গো নিশ্চয় জেন আমার বচন। বঁধুসনে সুখে তব করিব মিলন ॥ কিন্তু ঠাকুরাণী যেই জন জ্ঞানবান। পূর্ব্বাপর ভাবিকরে কর্ম্ম অনুষ্ঠান। আগু পিছু ভাবি কর্ম্ম যেজন নাকরে। পশ্চাৎ বিষাদ সার মন দুঃখে মরে ॥ সাপর মণ্ডুক সেই নিজ কর্ম্মদোষে

সকল বিনাশী দুঃখেমরে অবশেষে ॥ খোজেস্তা কহিছে শুক কহ সে কাহিনি। শুক বলে মন দিয়া শুন ঠাকুরাণী ॥ ঃ ॥

পয়ার ॥ আরব প্রদেশে এক গভীর কূপেতে। অনেক মণ্ডুক বাসকরিত তাহাতে ॥ প্রধান সাপুর নামে মণ্ডুকাধিপতি ভেক দিগে দুঃখ সদা দিত সে দুর্ম্মতি॥ একারণে যত ভেক হই য়া ব্যথিত। পরস্পর পরামর্শ করে যথোচিত ॥ সাপুর দৌরাত্মে হয়ে সংশয় জীবন। নিরূপায়ে উপায় চিন্তিয়া সর্ব্বজন॥ অন্য ভেকে প্রধানত্ব ভারাপণ করি। দুরাত্মা সাপুরে তারা দিল দূর করি ॥ পদভ্রষ্ট হয়ে পরে সাপুর দুর্জ্জন। অনুপায়ে সদুপায় করিয়া চিন্তন॥ প্রবেশ করিয়া এক ভুজঙ্গ বিবরে। ডাকিতে লাগিল তারে অতি মৃদুস্বরে ॥ ভেকের শুনিয়া রব সমারণ ভুক। বিবর হইতে শির করিয়া উন্মুখ ॥ হাস্য করি মণ্ডুকেরে কহিল তখন প্রাণ দিতে মম পাশে এলো কি কারণ ॥ সাপুর কহিছে শুন করি নিবেদন। কিছু সহায়তা তব করি আকিঞ্চন। কে ভুজঙ্গ তব পাশে করিছে গমন। সর্প কহে কি প্রার্থনা বলহ এক্ষণ ॥ এরূপ উরগ বাক্য করিয়া শ্রবণ। তাবত বৃত্তান্ত ভেক করে বিজ্ঞাপন॥ সাপুর উপরে সর্প তুষ্ট হয়ে অতি। বলে কোথা সেই সপ দেখাও সম্প্রতি॥ তথা ভেক দিগে দিয়া সমুচিত ফল। তোমার মানস আমি করিব সফল॥ এতেক কহিয়া সর্প ভেক সহকারে। প্রবেশ করিল গিয়া কূপের কুহরে ॥ তদন্তর ভুজঙ্গম অতি অল্প দিনে। সমদয় মণ্ডুকেরে বিনাশিয়া প্রাণে। একদিন সাপুরে

কহিছে অহিবর ।‘ অদ্য আমি হইয়াছি ক্ষুধায় কাতর ॥ যদি এই অপেভেক নাহি থাকে আর । অন্য উপায়াতে মম যোগাও আহার ॥ অভক্ত নারব আমি কহিনু নিশ্চয়ঃ । শুনি ভেক সর্প প্রতি সবিনয়ে কয় ॥‘ অনুগ্রহ করি বিনাশিয়া ভেকগণ । আমার জ্ঞাতি জ্ঞান করেছ গ্রহণ ॥ একণে আমারে তুমি করি সমর্পণ । আপনি বিবরে অহি করহ গমনঃ ॥ শুনিয়ে ভুজঙ্গ তারে কহিছে তখন ‘ তোমারেও ত্যাগ নাকরিব কদাচন’ । শুনিয়ে সাপুর অতিহয়ে ভীত মন । অনুপায়ে নিরখিয়া করিছে চিন্তন ॥ ‘হায় কেন উপকার যাচি সর্পস্থানে আপন মরণ ডাকি আনিনু একণে’ ॥ এইরূপ ক্ষণ চিন্তা করিয়া অন্তরে । শঙ্কিত হয়ে কহে ভুজঙ্গের ॥ স্থানে আর এক স্থানে এক গভীর কূপেতে । যথেষ্ট মণ্ডুক আছে তাহার মধ্যেতে ॥ যদি অনুমতি মম প্রতি করফণি । তাহা দিগে ভুলাইয়া তব পাশে আনি ॥ তুষ্টহয়ে সর্প তারে দিলেন বিদায় । সাপুর হইতে ঝপ উঠিয়া ত্বরায় ॥ সরবরে প্রবেশিয়া হইল গোপন । না করিল সর্প পাশে পুনরা গমন ॥ কিছু দিন পরে তার না পেয়ে দর্শন । ভুজঙ্গ স্বীয় স্থানে করিল গমন ॥ কথা সাঙ্গ করি শুক খোজেস্তার প্রতি । আরালয়ে যাইবারে দিল অনুমতি ॥ খোজেস্তা যাইতে মতি করিল তখন । যামিনী প্রভাত হেতু গমন বারণ ॥

## চতুর্দশ ইতিহাস

### এক সিয়াগোশ এক সিংহের স্থান ছলে লইয়াছিল তাহার প্রসঙ্গ ॥

পয়ার ।। যখন পশ্চিমাচলে ভানুর গমন। সুধা কর গগনেতে দিল দরশন।। সেই কালে খোজেস্তা রোদন মুখী হয়ে। কহিতেছে বিহঙ্গের নিকটে আসিয়ে।। ওহে শুক নিত্য নিশী বিদায় চাহিতে। আসি মাত্র নহে তব প্রসঙ্গ শুনিতে ।। শুক কহে ইথে তব না হইবে ক্ষান্তি। বরং ইহাতে লভ্য হবে রসবতী।। অতএব পাখি তুমি করহ গমন। সদা সুখে হের গিয়া বঁধুর বদন যদি কোন শত্রু তথা উপস্থিত হয়। সিয়া গোশ মত ছলনা করিবে তায়।। খোজেস্তা জিজ্ঞাসে সিয়া গোশ উপখ্যান। বিবরিয়া মোরে শুক বলহ এক্ষণ ॥ ❀❀ ।।

পয়ার ।। শুক বলে অবধান কর রসবতী। কোন বনে সিংহ এক করিত বসতি ।। কপি এক ছিল সে সিংহের প্রিয়োজন। সর্ব্বদা মৃগেন্দ্র তারে করিত যতন ॥ একদিন সিংহ নিজ সুহৃদ বানরে। আবাস রক্ষক রাখি গেল বনান্তরে ॥ পরে এক সিয়া গোশ আসি সেই স্থলে। উত্তম দেখিয়া অধিকার করি নিলে ।। কেশরীর সভাসদ বানর দেখিয়ে। সিয়া গোশ প্রতি কহে অত্যান্ত কোষিয়ে ।। পশুরাজ আজ্ঞা বিনে ওরে দুরাচার। কোন ক্ষমতায় স্থান কর অধিকার ।। সিয়া গোশ বলে কি জানি সরে বানর। এ স্থান পৈত্রিক মম আছে পর্ব্বাপর ।। এতেক শুনিয়া ক

পি নিরস্ত হইল । সিয়া গোশ নারী স্বীয় স্বামীরে কহিল ॥ আমাদের এই স্থানে থাকা যুক্ত নয় । সিংহের সহিত দন্দ্বে জীবন সংশয় ॥ সিয়া গোশ বলে প্রিয়ে ভাবনা কি তায় । ছলেতে সিংহেরে আমি করিব বিদায় ॥ কিছু দিনান্তরে সিংহ আগমন শুনে । বানর অগ্রেতে গিয়া কেশরীর স্থানে ॥ সিয়া গোশ বিবরণ করিল জ্ঞাপন । শুনি সিংহ কপি প্রতি কহিছে তখন ॥ সিয়া গোশ জন্তু আসি মম স্থান লবে । এমত তাহার সাদ্ধ কদাচ না হবে ॥ কহ কোন জন্তু আমাহইতে বল বান । আসি অধিকার করিলেক মম স্থান ॥ কাপ কহে সে না হবে তোমাহইতে বড় । নিশ্চয় জানিবে প্রভু মম বাক্য দঢ় ॥ পুন রায় সিংহকহে শুন মতি মান । আমাহইতে বহুজন্তু আছে বলবান ॥ এইরূপে করি দোহে কথব কথন । হয়ে পশুরাজ তাহে অতি ভীতমন ॥ আপনার নিকেতন নিকটস্থ হয়ে । সশঙ্কিত হয়ে সিংহ রহে লুকাইয়ে । সিয়াগোশ সিংহ আসিবার পূর্ব্বক্ষণ আপন রমণী প্রতি কহিছে বচন ॥ শুন পরামর্শ প্রিয়ে আমার এখন । যখন হেথায় সিংহ করিবে গমন । তখন শাবকদিগেরে করাও রোদন । সে কালিন জিজ্ঞাসিব তোমাকে কারণ ॥ কেনবৎস্যগণ মম করিছে রোদন । সেই কালে তুমি মোরে কবে এবচন ॥ গৃহেতে যে আছে মাংস তাহা নাহি খায় । সিংহের নূতন মাংস খাইবারে চায় ॥ পরে সিয়া গোশনারীহেরিয়া কেশরী বৎস্যগণে কান্দাইল করিয়া চাতুরি ॥ সিয়াগোশ জিজ্ঞাসিলা

ভার্য্যাকেআপন। কেন বৎস্য গণ মম করিছে রোদনং ॥ সে কহিলং বৎস্য গণ ক্ষুধায় কাতর। একারণ নিরানন্দে করে আ র্ত্তস্বরং ॥ সিয়াগোশ বলে প্রিয়ে এ আর কেমন। কল্য যে ম নুষ্য সিংহ করেছি নিধন ॥ তাহার কিছুই মাংস নাহিক কিস্কারং নারী কহেং অভাব নাহিক কিছু তার ॥ কিন্তু এরা বাসি মাংস কদাচ না খায়। সিংহের নূতন মাংস খাইবারে চায়ং ॥ সিয়া গোশ বলেং কিছু কালাপেক্ষাকর। নিধন করিয়া সিংহে আনিব সত্বর ॥ শুনিয়াছি অদ্য সিংহ [illegible] থায়। তাহার [illegible] খাবে বৎস্য চয় [illegible] ভয়ের কথা বার্ত্তা করিয়াশ্র বণ। ভয়ে পশুরাজ শাঘ্র করে পলায়ন ॥ বানর নিকটে আসিক হিতেছে বাণীঃ। সামান্য সে নহে পর্ব্বে বলিয়াছি শুনি ॥ সিয় গোশের যোগ্যতা এত কভু নয়। হবে কোন ভয়ানক জন্তু সুনিশ্চ য় ॥ বানর উত্তর করে শুন মহাশয়। আপনিমনেতে শঙ্কা না ক রিবে তায় ॥ সিয়া গোশ তোমারে করেছে প্রতারণা। কদাচ তাহার বাক্যে ভুলনাং ॥ শুনি সিংহ পুনঃ তথা করিল গমন। সিয়া গোশ নারী জানি সিংহ আগমন ॥ আপনার বৎস্য দিগে করায় রোদন। সিয়া গোশ বলে কর শাবকে সান্ত্বন ॥ আমার বানর সখা করিয়াছে পণ। অদ্য সিংহে ভুলাইয়া করিবে প্রেরণ সিয়া গোশ বাক্য সব করিয়া শ্রবণ। অতি কোপান্বিত হয়ে মৃ গেন্দ্র তখন ॥ আপনার নিকটস্থ সেই কপিবরে। নখাঘাতে চি

রিয়া পলায় স্থানান্তরে ॥ সিয়াগোশে অনন্তর করিয়া ভীষণ পুন রায় তথায় না করিল গমন" ॥ কথা সাঙ্গ করি শুক কহিছে তখন ।" এক্ষণে বন্ধুর পার্শ্বে করহ গমন" ॥ অভি সারেঅগ্রসর খোজেস্তা যখন। হইল সুখের নিশী প্রভাতা তখন ॥ ডাকিল বিহঙ্গ সব সুমধুর স্বরে। যাইতে নারিল ধনী বন্ধুর আগারে ॥ ❀ ॥

পঞ্চদশ ইতিহাস ॥

জরির [illegible] চন্দ্রবায় তাহার ভাগ্য
সহকার হয় না [illegible] তাহার [illegible] ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী ॥ অস্তাচলে দিন কর, হইলেন অগ্রসর, দিলদেখা সুখের যামিনী। হেন কালেতে খোজেস্তঃ হয়ে অতি সুশোভিত, শুক পাশে উপনীতা ধনী। হয়ে কহে সুবদনী, শুন শুক গুণ মণি, বিদায় দিতেছ বহুকাল। আমিও বিস্তর কথা তোমার শুনে সর্ব্বথা, করিয়াছি কর্ণের রসাল ॥ কিন্তু তাহে উপকার; কিছু নাহি হল আমার, দিবা নিশী মনদুঃখে মরি, শুক কহে কন্যা কেন, হইলে বিরস মনঃ কিভাব বুঝিতে নাহি পারি ॥ পুরাইতে তব আশ, সদা মম অভিলাষ, কোনমতে ত্রুটি নাহি করি। কিন্তু তোমার প্রাক্তনঃ প্রতিফল অনুক্ষণঃ জরির তাঁতির মত হেরি" ॥ খোজেস্তা কহে তখন" কহসেই বিবরণঃ শুনিবারে করি আকিঞ্চন। হয়ে পুলকিত কায়, শুক সবিনয়ে কয়ঃ জরির তাঁতির উপাখ্যান ॥ ❀ ।

পয়ার ॥ জরির নামেতে তন্তুবায় এক জন । মিসর নগরে তার ছিল নিকেতন ॥ মনযোগ করিঅতি রেসমী বসন । প্রতিদিন নিরালস্যে বুনিত সে জন ॥ কিন্তু অদৃষ্টের ফের এমতি তাহার । না হইত লভ্য কিছু শ্রম মাত্র সার ॥ সেই দেশে বন্ধু তার ছিল এক জন । সর্ব্বদা বুনিত সেই কদর্য্য বসন ॥ কিন্তু ভাগ্য অনুকূল ছিল তার প্রতি । বিপুল সম্পদে গৃহেকরিত বসতি ॥ দৈবাধীন জরির বন্ধুর নিকেতন । কার্য্য বশে একদিন করিয়া গমন ॥ স্বর্ণাদিতে বিরচিত দেখি সে আলয় । মনেতে আশ্চর্য্য হইয়া [illegible] আপনার মনেতে করিছে আন্দোলন । না জানি কেমন মম অদৃষ্টে লিখন ॥ অহরহ বুনি আমি উত্তম বসন । তবু [illegible] সদাকাল আমার যাপন ॥ এজন নিয়ত বুনি কদর্য্য বসন । কোথা হৈতে প্রাপ্ত হইলেক এত ধন ॥ এতেক চিন্তিয়া গৃহেকরিয়া গমন । আপন রমণী প্রতি কহিছে বচন ॥ শুন প্রিয়ে এদেশে আমার ব্যবসায় । গুণ নাহি জেনে তুচ্ছ করে লোক চয় ॥ একারণ অন্য দেশে করিয়া গমন । তথায় ব্যবসা করি উপার্জ্জিব ধন যে হেতু তথায় মম সম্মান বাড়িবে । ধনার্জ্জন করি সংসারের দুঃখ যাবে ॥ শুনিয়ে জরির নারী কহিছে তখন । অদৃষ্ট অধিক কোথা মিলিবেক ধন ॥ যদ্যপি তোমার ভাগ্যে থাকেবহুধন । এই স্থানে অবশ্য হইবে উপার্জ্জন ॥ রমণীর বাক্য নাহি করিয়া শ্রবণ । জরির বিদেশ মুখে করিয়া গমন ॥ তথায় করিয়া নিজ জীবিকা ধারণ । অনায়াসে বহুধন করে উপার্জ্জন ॥ পরে দেশে

আসি বারে হই লে মনন। স্বদেশে করিল যাত্রা লয়ে বহু ধন ॥ আসিবারে কালে পথে রজনী হইল। একারণ সেই নিশী পথেতে বঞ্চিল ॥ অৰ্দ্ধেকযামিনী প্রায় জাগৃৎ আছিল। তদন্তর অকস্মাৎ তন্দ্রা উপজিল॥ একারনে সেই স্থানে করিলে শয়ন। তস্কর আসিয়া ধন করিয়া হরণ॥ স্বকার্য্য সাধিয়া সে করিছে পলায়ন। নিদ্রাহতে উঠে দেখে জরির তখন॥ চোরের পশ্চাদ্ভাগে করিয়া গমন। ধরিতে না পারিহৈল বিষণ্ন বদন॥ মন দুঃখেনাযায়ে অৎপুন নিকেতন। পুনর্ব্বার সেই দেশে করিয়া গমন পুনরায় নানা অর্থ করি উপার্জ্জন। পূর্ব্বের মত করে স্বদেশে গমন॥ সেই রূপে চোরে পুনঃহরে সেইধন। তখন জরির মনে করিল চিন্তন॥ নিতান্ত অদৃষ্টে মম নাহিক সম্পদ। তেকারনে পদেং ঘটিল বিপদ॥ যা করিনু উপার্জন তস্করে লইল। একান্ত জানিনু মম ভাগ্য প্রতি হৃস॥ বিলাপ করত দেশে করিয়াগমন রমণীরে কহে সমুদয় বিবরণ॥ রমণী কহিছে নাথ কি কহিব আর। পূর্ব্বেতে তোমারে বলিয়াছি সারদ্ধার॥ না শুনিয়া মম বাক্য করিলে গমন। বল কি হইল তব ভাগ্যেতে এক্ষণ॥ এতেক শুনি জরির লজ্জিত হইল। উত্তর তাহার কিছু করিতে নারিলঃ॥ ইতিহাস সাঙ্গকরি বিহঙ্গ তখন। খোজেস্তাকে কহে কর ত্বরিত গমন॥ প্রিয়তম স্থানে যেতে মেয়মন রমণী। হেন কালে প্রভাত হইল সে যামিনী॥ তেকারণে হলো তার গমন বারণ। মন দুঃখে করে ধনী অন্দরে গমন॥ ৯॥

## ষোড়শ ইতিহাসঃ ॥

চারিজন ধনবান বন্ধু দুঃখীত হইয়াছিল তাহার প্রসঙ্গঃ ॥

পয়ার ॥ খরাংশ বিহীন প্রভা সুধাংশ উদয় । এসময় খোজেস্তা হয়ে বিষণ্ণ হৃদয় ॥ শুকের নিকটে ধনী করিয়া গমন। আপনার মনদুঃখ করিছে জ্ঞাপন ॥ নিত্য আমি তবপাশে করি আগমন। বন্ধুর নিকটে যেতে কর নিবারণ ॥ কিন্তু তবনীত বাক্যে মম উপকার । কিঞ্চিৎ নাহৈল শুক কহিলাম সার ॥ প্রেমাশক্ত যক্ত চিত্তহয় যেইজন । কদাচ প্রবোধবাক্য মানে কি সে জন ॥ শুনিয়ে বিহঙ্গ কহে অনঙ্গভাবিনী । কৃপা পুরঃসর শুন এদাসের বাণী ॥ যেজন বন্ধুর বাক্য নাকরে শ্রবণ । কদাচ মঙ্গল তার নাহয় কথন ॥ সখাবাক্য অবহেলা করি দুঃখ পায় পদে পদে বিপদ সর্ব্বদা ঘটে তায় ॥ যেন চারি বন্ধু মধ্যে অন্ত এক জন । দুঃখ পায় বন্ধু বাক্য করিয়া হেলন ॥ খোজেস্তা কহিছে শুক কহ সে কাহিনী ॥ শুককহে মনদিয়া শুন ঠাকুরাণী ॥

পয়ার ॥ বলক নামেতে ছিল বিখ্যাত নগর । তথাছিল চারিজন ধনবান নর ॥ পরস্পর প্রেমভাবে ছিল চারিজন। সংসারের দুঃখ কিছু না ছিল কথন ॥ কিছুদিন অবশেষ দৈবের বিপাকে। চারিজনে নির্ধন হইল একে একে ॥ যথোচিত দুঃখ পায়ে সখা চারিজন । অনেক পণ্ডিত পাশে করিয়া গমন ॥ আপান আপন দশা করে বিজ্ঞাপন। শুনি সে পণ্ডিত হয়ে দয়ান্ তখন ॥ চারিজন প্রতি অতি হয়ে কৃপাবান। চারি অপরূপ মণি

কারলা প্রদান,॥ কহে মণি লইয়া তোমরা স্বস্বপরিরে। এস্থান হইতে গতি করহ সত্বরে ॥ যেখানে শিরের মণি হইবে পতন। তার নিম্নদেশ করো তখনি খনন ॥ খনন করিলে যেই দ্রব্য প্রাপ্ত হবে। ইষ্ট বোধ করি তাহা তখনি লইবে ॥ পণ্ডিতের মুখে তার একথা শ্রবণ। মণি লয়ে চারি জনে করিলা গমন। পথে যেতে যেতে মিলি বন্ধু চারিজন। একের মস্তক মণি হইল পতন যেখানে পাড়লমাণ করিতে খনন॥ কিছু তাম্র খণ্ড প্রাপ্ত হইল সেজন প্রাপ্ত হয়ে বন্ধুগণে করে নিবেদন। ‘ মমাদৃষ্টে এই দ্রব্য ছিল সখাগণ॥ বস্তুহতে শ্লাঘ্য করিয়া মানি এরে২ থাকহ এইস্থানে রহ তোমা সবে ॥ তিনজন সেই বাক্যে সম্মত নহিল। সে স্থানে হইতে তারা ত্বরিতে চলিল ॥ দ্বিতীয় জনের মণি পতিত হইল সে জন খনিয়া ভূমি রজত পাইল ॥ অবশিষ্ট দুইজনে ডাকি সেই জন। বলে দোঁহে এর অংশ করহ গ্রহণ ॥ এবাক্যেতে দুইজনে সম্মত নাহয়ে। সেই স্থান হতে গেল কিঞ্চিত চলিয়ে ॥ তৃতীয় জনের মণি পড়িলে ভূমেতে। সেজন পাইল স্বর্ণ খুঁড়িতে খুঁড়িতে পাইয়া চতুর্থ জনে কহিছে বচন। ‘ স্বর্ণের অধিক আর আছে কিবা ধন॥ অতএব এস দোঁহে এইস্থানে রয়ে। সমানাংশ করি স্বর্ণ লইহে তুলিয়ে। শুনিয়ে চতুর্থ ব্যক্তি কহিল তখন। ‘আমার এ স্বর্ণে নাহি কোন প্রয়োজন॥ কিছু দূরগেলে আমি পাইব হে রত্ন। রত্ন হতে কণকে করিব কেন যত্ন ॥ এতেক উত্তর করি ত্বরিতে চলিল। ক্রোশেক অন্তরে মণি পতন হইল ॥ মণি নিম্ন

হুত ভূমি করিতে খনন। লৌহের আকর তথা করে দরশন।
হরিয়া দুঃখিত অতি হইয়া সেজন। বিষাদে বিষণ্ণ চিত্ত বিরস
বদন॥ নিরাশা হইয়া মনেকরে আলোচন। হায় কেন বন্ধুবাক্য
না করি শ্রবণ॥ বিপুল কনক চয় করিনু বিহায়ং। এতেক চিন্তিয়ং
তথা যায় পুনরায়॥ তথাগিয়া বন্ধু দিগ্যে করি অন্বেষণ। তথা
কাহার নাপাইল দরশন॥ পুনর্ব্বার লৌহাকর নিকটে আইল
দব প্রতি কূলে তাহা নাহিকপাইল। পণ্ডিত সমীপে পরে করি
ল গমন। তথায় তাহার নাপাইল দরশন॥ ইতভ্রষ্টস্তুতনষ্ট হইয়া
স জন। হইল বিপুল খেদে বিষণ্ণ তখনং॥ বিহঙ্গ করিয়া সাঙ্গ
এই ইতিহাস। খোজেস্তাকে কহিযেতে বন্ধুর আবাস। কহিলেক
শুনে বন্ধুর বচন। সদাদুঃখ লজ্জা প্রাপ্ত হয় সেই জনং॥
শুনি ধনী প্রিয়পাশে যেতেকরে আশ। হেনকালে গতনিশা নলে
নী বিকাশ॥ বিহঙ্গ আনন্দ মনে করিলেক গান। এজন্য হইল
চার রহিত পয়ান॥ ৷৹ঃ॥

## সপ্তদশ ইতিহাসঃ॥

এক শগাল রাজা হইয়া নষ্ট হইয়াছিল তাহার প্রসঙ্গ॥ ※ ॥
পয়ার॥ পশ্চিম অচলে ভানু করিলে গমন। পূর্ব্বদিগে
নিশাকর দিল দরশন। এমত কালে খোজেস্তা মেয়মুন দারা।
বিদায় চাহিতে শুক পাশে গিয়া ত্বরা॥ উদ্বিগ্ন দেখিয়া তারে
জিজ্ঞাসিল ধনী। কিজন্য ভাবিত শুককহ দেখি শুনিং॥ শুনি
শুক কহেং শুন ওগো ঠাকুরাণী। আপনি প্রধান জন কের

কামিনী কিন্তু তব সখা সে উত্তম কি অধম । উচিত জানিতে হয় তাহার মরম ।। এজন্য গো কর্ত্রী আমি সর্ব্বদা ভাবিত । কি জানি সাধের প্রেমে ঘটে বিপরীত ।। যদি তব প্রিয় সখা হন সৎ জাতি । তবে তার সহ প্রেমে নহে কোন ক্ষ্যতি ।। নতুবা অধম সহ পীরিতি করনে । লাঘবতা পদে পদে দুঃখ প্রতিক্ষণে ।। খোজেস্তা কহিল তুমি মোনজ্ঞ আমার । যথার্থ মনের কথা কহিলে প্রচার ।। ফলত কিরূপে আমি জানিব তাহায় । শুক কহে দোষ গুণ বাক্যে জানা যায় ।। আপনি কি শৃগালের শোনোনি কাহিণী । খোজেস্তা জিজ্ঞাসে শুক কহ কিবা শুনি ।। ঃঃ০ঃঃ।

পয়ার ।। শুক বলে ওগো কর্ত্রী শুন অতঃপরে । সর্ব্বদা শৃগাল এক যাইয়া নগরে ।। লোকের বাটীর মধ্যে করিয়া প্রবেশ ভোজনীয় দ্রব্য নষ্ট করিত অশেষ ।। দৈবে এক নিশী স্বায় স্বভাবের দোষে । এক জন নীল কর বাটীতে প্রবেশে ।। লম্ফ দিয়া নীলের জালায় প্রবেশিল । প্রবেশ মাত্রেতে অঙ্গ নীল বর্ণ হৈল পরে বহু কষ্টে তাহে নির্গত হইয়ে । সভয় অন্তরে গেল বনেতে পলায়ে ।। বনস্থ অন্যান্য পশু হেরিয়া তাহায় । বলবান জন্তু বোধে হইয়া সভয় ।। পশুরাজ্যে অভিসিক্ত শৃগালে করিয়ে । সকলেতে রহে তার আজ্ঞা কারি হয়ে ।। রাজ্যাস্পদ প্রাপ্ত হয়ে শৃগাল তখন । রাজ্যের নিয়ম কিছু করিলা স্থাপন ।। পাছে তার শাব্দ চিনে অন্য পশুগণে । খদ্র পশু নিকটেতে রাখে তেকারণে ।। শিবাগণ দাঁড়াইল প্রথম শ্রেণীতে । দ্বিতীয় শ্রেণীতে যে

কে শৃগাল গণেতে ॥ দ্বিতীয় নিযোগ যত হরিণ বানর । বেদে
ব্যাঘ্র পঞ্চে সিংহষষ্টে করীবর ॥ এইরূপ নিয়মেতে করিয়া
স্থাপন । শৃগাল করিত সুখে রাজ্যের শাসন ॥ যখন করিতশব্দ
যত শিবাগণ । সেই কালে শব্দ নিজে করিত রাজন ॥ একারনে
কেহ নাহি পারে লক্ষিবারে ॥ নিজ জাতি গোপিবা রাজ সুখে রা
জ্য করে ॥ কিছু দিন গতে সেই জম্বুক আপনি । স্বজাতির সহ
বাসে মনে লজ্জা গনি ॥ তাহাদিগে দূর করি দিলেক অন্তরে ।
আপন নিকটে রাখে সিংহ বারণেরে ॥ নিশাকালে শিবাগণ
করিবায় রব । সে রবেতে নৃপতির বাড়িল উৎসব ॥ আপনিও
নিজে রব করিতে লাগিল । নিকটস্থ জন্তু শুনি লজ্জিত হইল
লজ্জায় হইয়া রাগ দ্বিগুণ বাড়িল । সে রাগে শৃগাল রাজে বি
নাশ করিল ॥ ইতি হাস সমাধান করি শুক কয় । ভাল মন্দ
বাক্যেতে সকল ব্যক্ত হয় ॥ এইক্ষণে বন্ধু স্থানে কর অভিসার ।
বাক্যালাপে বোঝা গিয়া স্বভাব তাহার ॥ গোপেস্বরী যাইতে
[illegible]রে অভিলাষ । হেন কালে দিনমণি হইল প্রকাশ ॥ কুক্কু
টাদি করে রব এমন সময় । যাইতে নারিল ধনী বন্ধুর আলয়

অষ্টাদশ ইতিহাস ॥

অমৃতচন্দ্র নামে এক যুবতীর [illegible] নামা

[illegible] সঙ্গে যুবা সহিত প্রেম হইয়াছিল তাহার প্রসঙ্গ ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী ॥ অস্ত হৈল দিনকর প্রকাশিল হীমকর সুখের

যামিনী দেখা দিল। খোজেস্তা তাপিত প্রাণে; প্রিয়রূপ ভাবি মনে, শুকপার্শ্বে যাইয়া কহিল ॥; ওহে শুক প্রতি নিশী; তোমার নিকটে আসি, বিদায় লইতে আশা মনে। ইতিহাস ছলকরে ছলনা কর আমারে, জ্ঞান কথা শুনিতে আসিনে। ॥ শুক বলে:: নিরুদ্বেগে রাত [illegible] থাকগে: আশুপাবেপ্রিয় সহবাস। যে রূপে আরব জাতিঃ অগে দুঃখ পায়ে অতি শেষে পূর্ণ করেঅভিলাষ খোজেস্তা জিজ্ঞাসে পরেঃ কহ শুক অতঃপরে আরব জাতির ইতিহাস:। শুক বলে সুন্দরীঃ। শুন তবে সে কাহিনিঃ পূর্ণহবে মন অভিলাষ ॥ ॥

পয়ার ॥ পূর্ব্বে এক নগরেতে সরূপ গঠন। বিসীর নামক ছিল যুবা এক জন ॥ সেই দেশে চন্দ্রাবতী নামেতে যুবতী। তাহার সহিত ছিল গোপন পিরিতি ॥ কিছু দিন পরে সেই চন্দ্রাবতী পতি। [illegible] হতে অবগতি ॥ নারী লয়ে স্থানান্তরে করিলে [illegible] বিসীর হইল দুঃখী চন্দ্রার কারণ ॥ দিবানিশী মন দুঃখে করে মনস্তাপ। উন্মত্তের ন্যায় দেশে [illegible] প্রলাপ ॥ সেই দেশে ছিল আরবীয় এক জন। বিসীরের সহিত আছিল মিলন ॥ সখ্য ভাবে দুইজনে করিত যাপন। একদিন তার সহ হইলে দরশন ॥ মনের গোপন কথা করিয়ে বিদিত বলে সখা কর মম পক্ষে কিছু হিত ॥ যদি সখা মম সঙ্গে করহ গমন। চন্দ্রার বদন হেরে যুড়াই জীবন ॥ শুনি আরবীয় তাহে স্বীকার করিল। দোহে মিলি চন্দ্রাবতী সমীপে চলিল ॥ চন্দ্রা

র দাটার কাছে এক বৃক্ষ মূলে। উত্তরিয়া দোহে বসিলেক সেই স্থলে॥ বিসার আরব প্রতি কহিছে তখন। এবে সখা চন্দ্রা কাছে করিয়া গমন॥ আমার দুঃখের কথা জানাইবে তার। শুনি আর বায় ওর্ন চন্দ্রা পাশে যায়॥ গিয়া বিসারের কথা করিলে জ্ঞাপন। চন্দ্রা কহে রাত্রে তথা করিব গমন॥ তদন্তর যামিনী করিলে আগমন। চন্দ্রা বিসারের কাছে করিল গমন॥ হেরিয়া বিসার তারে কহিতেছে তবে। সারা নিশী আমা কাছের যে কি না রবে॥ চন্দ্রা বলে তবে পারি করিতে স্বীকার। যদি আরবীর সখা করে উপকার। শুনি আরবীয় কহে কিকর্ম্ম করিব প্রাণপণ করি তাহা অবশ্য সাধিব॥ চন্দ্রা বলে মমাম্বর করি পরিধান। আমার আগার মধ্যে করহ পয়ান॥ গৃহেতে প্রবেশ করি পালঙ্কে বসিবে। বসনে বদন ঢাকি থাকিবে নিরবে॥ যখন আমার পতি নিকটে আসিবে। দুগ্ধ পাত্র দিয়ে পান করিতে কহিবে॥ তখন সে দুগ্ধ পাত্র না লইবে করে। আপন বদন কভু না দেখাইবে তারে পরে পতি যেইকালে দুগ্ধপাত্র রাখি। বাহির নির্গত হবে মনে হয়ে দুঃখী॥ সেই কালে দুষ্কর্ম্ম করিবে হে সখা। এই মাত্র উপদেশ ইকলাম বিধান॥ আরবীয় চন্দ্রা বাক্য করিয় গ্রহণ। তাহার বাটীর মধ্যে করিয়া গমন॥ উক্ত রূপ বসিয়া রহিল সেই স্থলে। ইতি মধ্যে চন্দ্রা পতি আসি স্বচ্ছ বনে॥ আরবীকে চন্দ্রা জ্ঞানে করি অনুমান। দুগ্ধ পান অর্থে করে দুগ্ধ পাত্র দান॥ কিন্তু আরবীয় তাহা গ্রহণ না কৈল। ইহা

তে চন্দ্রার পতি ক্রোধিত হইল ॥ রোষ ভরে দণ্ডাঘাৎ করিয়া তাহারে। গঞ্জনা ভর্ৎসনা বহু করে কটুস্বরে ॥ "এতকরে আমি তোরে করি অনুগ্রহ। কিন্তু মম বাক্য তুমি নাহি কর গ্রহ ॥ এতেক আস্পর্দ্ধা তোর ও ব্যভিচারিণী। মম বাক্যে উত্তর না কর কলঙ্কিনী ॥ উত্ত নাকরের কলঙ্কিনা"। এমতি নির্দয় হয়ে প্রহারিল তারে। কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন হৈল আরবা শরীরে ॥ পরে চন্দ্রাপতি করে বাহিরে গমন। আরব দারুণ দণ্ডে করিছে রোদন ॥ চন্দ্রার জননী শুনি তাহার রোদন। শান্তনা করিছে কহি প্রবোধ বচন ॥ "এতকরে তোমারে বুঝাই দিবা নিশা। তথাচ স্বামীর প্রেমেস্নেহ অভিলাষী ॥ সর্ব্বদা বিসার জন করহ ভাবনা। কদাচ পতির বাক্যে উত্তর করনা" ॥ শাস্তিপেলে পতি বাক্যে উত্তর নাকরে"। এতকহি চন্দ্রামাতা আইলা বাহিরে চন্দ্রার ভগিনীকে আনি কহিছে তখন। "জিজ্ঞাস চন্দ্রারে তুমি এই সেকারণ। কেনতারপতিসঙ্গে নাকরে প্রণয়"। এতশুনি চন্দ্রা ভগ্নী তার কাছে যায় ॥ চন্দ্রাহেতা ভগিনারে কৈল দরশন। আরব পৃষ্ঠের ব্যথা হয়ে বিস্মরণ ॥ বলে "ও রমণী মোরে তোমার ভগিনী। রাখিয়া বিসার কাছে গিয়াছে সেধনী ॥ তাহার কারণ দেখ শাস্তি যে আমার। এবে মম কাছে থাকা উচিত তোমার তবে এইকথা নাহি প্রকাশ হইবে। তোমার ভগ্নীর মোর কুযশ নাহিবে" ॥ এতেক চন্দ্রার শ্বসা করিয়া শ্রবণ ॥ আরবের সহ করে রজনী যাপন ॥ দুইজনে প্রেমরসে হইয়া মগণ। মার জ্ঞে রেত

স্তুতি করিলা অর্পণ ।। প্রভাতে উঠিয়া সেই আরবী সুজন । চন্দ্রার নিকটে শীঘ্র করিলা গমন ।। চন্দ্রা বলে কেমন ছিলেহে বাস্থি রাতেঃ । আরব কহিছে দাগ দেখহে পৃষ্ঠেতেঃ ॥ চন্দ্রার ভগি নিহ করেছে বিহার । একথা আরব নাহি করিল প্রচারঃ ।। চন্দ্রা হরি আরবের পৃষ্ঠের প্রহার । মনেতে লজ্জিত ধনী হইলা অপার উপাখ্যান সমাপন করি শুকবর । খোজেস্তাকে অনুমতি দিলেক সত্বর ।। খোজেস্তা যাইতে দ্রুত উদ্যোগ করিল । প্রভাত হইল নিশা যাইতে নারিল ।। ॥ ।।

## উনবিংশতি ইতিহাসঃ ।।

### এক সদাগরের অশ্ব এক জনের অশ্বীকে নষ্ট করিয়াছিল তাহার প্রসঙ্গ ।। ঃ ।।

পয়ার ।। খরাংশ কিরণ ক্ষীন সুধাংশ উদয় । খোজেস্তা মেঘুন দারা এমং সময় ।। নানা রত্ন অভরণে হয়ে বিভূষিতা । শুকের সমাপে ধনী হয়ে উপনীতা ।। বলেঃ আমি যদি শুক বন্ধুর আলয় যেতে পাই [illegible] নাহিক সংশয়ঃ ।। কিন্তু হে তোমার সদ অনুমতি বিনে । যাওয়া পরামর্শ শ্রেয় নাহি লয় মনে ।। কারণ তোমার বাক্যে করিহে প্রত্যয় । অতএব অদ্য শীঘ্র করহে বিদায় মনসাধে নিরখিয়া প্রিয় চন্দ্রানন । বিচ্ছেদ অনল তাপে যুড়াই জীবনঃ ।। এতেক শুনিয়ে শুক কহিছে বচন ।। শুন ঠাকুরাণি এ দাসের নিবেদন ।। জ্ঞানবান জনের জানিবে এই ধর্ম্ম । মন্ত্রণা ব্যতিত নাহি করে কোন কর্ম্ম ।। তুমি ওতো জ্ঞানবতী বুদ্ধ

যথোচিত। সহসা করিতে কর্ম্ম নহেতো উচিত ।। ইথে যদি কেহ করে শত্রু ব্যবহার। উপায় চিন্তিয়া তার করো প্রতিকার ।। যে প্রকারে নাহি ঘটে কোন বিঘটন। অথচ সব কর্ম্ম হয় অনাসে সাধন যেমন জনেক সদাগর করিছল। অনায়াসে এড়াইল বিপদ সকল শুনিয়া খোজেস্তা, কহে বিহঙ্গের প্রতি।। বিবরিয়া সেইকথা কহ হে সম্প্রতি।। বিহঙ্গ বিনয়ে কহে কর অবধান। যেই রূপ শুন সদাগরের আখ্যান ।। ঃ

দীর্ঘ ত্রিপদী ।। পূর্ব্বে ছিল একজনঃ বুদ্ধিমান মহাজনঃ দুষ্ট এক অশ্ব ছিল তার। একদিন সদাগরঃ করিতে ছিল আহারঃ বৃক্ষে বান্ধি অশ্ব আপনার ।। ইতমধ্যে একজনঃ করি অশ্বী আরোহণঃ সেই স্থানে হয়ে উপনীত। অশ্বী হৈতে নাবি নীচেঃ সদাগর অশ্ব কাছেঃ অশ্বী লয়্যা যাইয়া ত্বরিত। বান্ধে নিজ অশ্বী নিরেঃ নিরখিয়া সদাগরেঃ নিষেধ করিল সেইজনে। সেজন নামানা শুনে অশ্বী বান্ধি সেই স্থানেঃ আসি সদাগর সন্নিধানে ।। তাহার পার্শ্বেতে বসেঃ ভোজন করে হরিষেঃ হেরে তারে কহে সদাগর বিনি আবাহনে আসিঃ আমার সমীপে বসিঃ কেমনেতে করিছ আহার। কেমন মানব তুমিঃ বুঝিতে নাপারি আমিঃ নাজানি কি চরিত্র তোমার। এতেক শুনি সেজনঃ নাকহি তাহে বচনঃ নিরবে রহিল দূরাচার ।। তাহাতে সে সদাগরঃ হইলেক নিরুত্তরঃ বধির জানিয়া সেই জনে। অতঃপর ঠাকুরাণীঃ শুন বিশেষ কাহিনীঃ যেরূপ ঘটিল সেই স্থানে। কিঞ্চিৎ বিলম্ব পরঃ সদাগর

অশ্ববর ঃ অশ্বানিকে করে পদাঘাৎ । দারুণ পদ প্রহারেঃ উদর যাইল চিরেঃ প্রাণত্যাগ করে অচিরাৎ ॥ অশ্বীর দেখি বিনাশঃ ছাড়িয়া দীর্ঘ নিশ্বাষঃ সদাগরে কহে সেইজন ॥ দেখহে অশ্ব তোমারঃ মারিল অশ্বী আমারঃ মূল্য আমি লইব এক্ষণ ॥ এতেক কহিয়া তায়ঃ কাজির নিকটে যায়ঃ তাবৎ করিল নিবেদন । কাজি উক্ত সদাগরেঃ আনায়ে স্বায় গোচরেঃ জিজ্ঞাসিল সকল কারণ সদাগর সেইক্ষণঃ ছলনা করি সৃজনঃ হইলেক বোবের মতন । কাজি তারে বোবা জ্ঞানেঃ কহিল বিদেশী স্থনেঃ অপরাধ হীন এই জন ॥ কাজির বচন শুনিঃ বিদেশী কহিছে বাণীঃ কেমনে জানিলে বোবা এরে । যখন অশ্বের স্থানেঃ বান্ধি অশ্বীনিকে এনে সদাগর নিষেধিল মোরে ॥ এখন বোবের প্রায়ঃ হইয়া ছলিতে চায়ঃ এজন্য না করয়ে উত্তর । শুনি কাজি কহে তারেঃ পূর্ব্বেতে যদি তোমারেঃ নিষেধ করিল সদাগর । তবে এর কিবা দোষঃ কেন মিছা কর রোষঃ মূর্খতা প্রকাশ আপনার । বিজ্ঞাতক কহে তারেঃ তরে মর্খ দুরাচারি নাশ খেতে বিষয় তোমার ॥ প্রমাণ দিল পামরঃ দূর হরে স্থানান্তরঃ । এত কহি খেদাইয়া দিল । ইতিহাস কহি ইতিঃ শুক খোজেস্তার প্রতিঃ যাইবারে অনুমতি দিল ॥ খোজেস্তা উদ্যত হেতুঃ কিন্তু ক্রমে সময়েতেঃ যামিনী হইল অবসান । কুক্কুটাদি করে রবঃ জাগিল মানব সবঃ একারণ রহিত পয়ান ॥ ❀

## বিংশতি ইতিহাসঃ ॥

### এক স্ত্রী লোক প্রবঞ্চনা করিয়া এক সিংহের হস্ত হইতে উদ্ধার হইয়াছিল তাহার প্রসঙ্গঃ ॥

পয়ার ॥ তপন গমন করে গমন শিখরে । যামিনী সহিত
শশী উদয় অম্বরে ॥ প্রথম রজনী কালে খোজেস্তা যুবতী । নানা
অভরণে হয়ে বিভূষিতা অতি ॥ বিদায় চাহিতে শুক সমীপে গমন
করিয়া কহিছে ধনী বিনয় বচন । ওহে শুক গোপন বচন রক্ষা
কারি । অদ্যাহে বিদায় মোরে দেহ কৃপা করি ॥ যে কিছু কহিতে
হয় বল শীঘ্র করি । দারুণ বিচ্ছেদ আর সহিতে নাপারি ॥ যুড়াই
তাপিত প্রাণ প্রিয়মুখ হেরি । মিলন সলীল দানে বিচ্ছেদে নিবা
রি ॥ কত দিন বল আর রব আশা করি । অবলা সরলা জ্বালা নিবা
রিতে নারি ॥ তুমিতো সজ্জন বট বলহ বিচারি । কতদিন রাখি
বেহে করিয়া চাতুরি ॥ মদন মাদকে, শুক মনটলে যায় মরি । প্রবোধ
বচনে সেকি রহে ধৈর্য্য ধরি ॥ কতকাল সহিব বল হয়ে আমি নারী
কেমন করম ফল নাহি জানি । পাশে যেতে আশ্রু নিরন্তর
নিত্য করি । সে আশা নৈরাশ সদা পরাইতে নারি ॥ বিধি প্রতি
কূল মোরে অনুমান করি । নহে কেন মনানলে সদা জ্বলে মরি ।
শুনি শুকবলে: কন্যা নিবেদন করি । জেনেছি বিশেষ তুমি বুদ্ধি
মতী নারী ॥ মমনীত বাক্যে নাহি প্রয়োজন হেরি । যদ্যপি বিপ
দ কভু ঘটে গো তোমারি ॥ যেমন কামিনী এক প্রকাশি চাতুরি
কেশরী হইতে ত্রাণ পাইল সে নারী ॥ সেইমত আত্ম রক্ষা করি

বে সুন্দরী। অধিক তোমায় কিবা বলিব বিচারি ॥ শুনি ধনী বলে শুক বলহ বিস্তারি। কেমনে সিংহেরহস্তে বাঁচিল সেনারী

পয়ার ॥ শুক বলে শুন ভবে করি নিবেদন। কোন নগরেতে ছিল রামা এক জন ॥ অতি দুষ্টা দুষ্টাচার অপ্রিয় ভাষিণী। উপপতি সঙ্গে সদা বঞ্চিত যামিনী ॥ এক দিন স্বামী তার জেনে দুষ্টাচার। দণ্ডাঘাতে রমণীরে করিল প্রহার ॥ ইহাতে রমণী লয়ে যুগল সন্তানে। বাটী হৈতে বাহির হইয়া সঙ্গোপনে ॥ ইতস্তত ভ্রমণ করিতে দৈবাধীনে। গমন করিল এক গহন কাননে ॥ তথায় ভীষণ এক সিংহের মূরতি। নিরখিয়া রমণী হইয়া ভীতা অতি ॥ আপনার মনেতে করিছে আন্দোলন। না জানি কি আছে মম অদৃষ্টে লিখন ॥ না শুনিয়া পতি বাক্য ত্যজিয়া ভবন ভাল কর্ম্ম আমি করি নাই কদাচন। যদি এই সিংহ হৈতে পাই পরিত্রাণ। তবে পুন গৃহে আসি করিয়া পয়ান ॥ স্বামী অনুগত হয়ে রব চির দিন। কদাচ তাহারে আমি না ভাবিব ভিন ॥ এতেক চিন্তিয়ে রামা ছলনা রচিয়ে। সিংহকে ডাকিয়া কহে বিনয় করিয়ে ॥ ওহে পশু রাজ শুন আমার বচন। সিংহ সেনারীর বাক্য করিয়া শ্রবণ ॥ আশ্চর্য্য মানিয়া তারে জিজ্ঞাসে কারণ। কিজন্য ডাকিলে রামা কহ এক্ষণ ॥ শুনি রামা কহে শুন করি নিবেদন। এই বনে আছে অন্য কেশরী ভীষণ ॥ সকল মনুষ্য পশু করে তারে ভয়। বিশেষত এই দেশে যেই নররাশ্

প্রতি দিন ভেক নর তিন চারি জন। আহার কারণ তার করে ন প্রেরণ॥ অদ্য দুই প্রেমোরে অদৃষ্টের ফেরে। খাদ্য হেতু তার পাঠায়েছে মোনবারে।। অতএব তুমি এই যুগল নন্দন। আহার করিয়া শীঘ্র কর পলায়ন ।। এবে আমি হয়ে তবে একাকিনী নারী। [illegible] লয়ে অন্য স্থানে পলাইতে পারি।। শুনিয়ে কেশরী ভারে করিল উত্তর।। সমস্ত বিষয় যে মোরে করিলে গোচর।। কেমনে তোমাকে কিম্বা [illegible] নন্দন। নির্দ্দয় হইয়ে আমি করিব ভক্ষণ।। পলাবার স্থান মোর নাহি কোন খানে।। এতক হি সিংহ পলাইল অন্য বনে ।। পরে [illegible] গ্রাম পথে করিয়া গমন। শীঘ্রগতি প্রবেশিয়া স্বীয় নিকেতন।। তদবধি স্বামীর হইয়া অনুগত। চরম অবধি কাল করিলেক গত।। কথা সাঙ্গ করি শুক কহিছে তখন।" তুর্ণ প্রিয় তমালয়ে করহ গমন"॥ তদন্তর খোজেস্তা যাইতে ইচ্ছা কৈল। যামিনী প্রভাত হেতু যাইতে নারিল।। ॥

এক বিংশতি ইতিহাস॥

অথ এক রাজার এবং তাহার সন্তান দিগ্যের আর এক ভেকের এবং এক সর্পের প্রসঙ্গ।।

পয়ার ।। তপন গমন দেখি মুদিতা নলিনী। শশী নিরখিয়া নীরে ফুল্য কুমুদিনী॥ খোজেস্তা এমৎ কালে প্রিয় দরশনে। যেতে তুর্ণ গিয়া কহে শুকের সদনে ।। " কবে শুভদিন

মম হইবে উদয় ।। বঁধু হেরি যুড়াইব তাপিত হৃদয় ॥ বাঞ্ছা করি এইক্ষণে করি অভিসার। সহসা গমনে বাধা হয় পুনর্ব্বার ॥ অদৃষ্ট বিরূপ এবে জানিনু কারণ ৷৷ শুনি শুক বলে ৷৷ কত্রী করি নিবেদন ।। মম মনে এই রূপ হতেছে এক্ষণ। যেন শীঘ্র বঁধু সনে হইবে মিলন ।। যদি তুমি প্রিয় পাশ্বে করহ গমন। তবে প্রেমে যেই ধারা করিহ পালন ।। যেমন খালিস নামা অনীসান্তকারি। আর মথ্‌লিস্‌ নামা ভেক অধিকারি ।। রাজপুত্রসনে দোঁহে করিয়া মিলন। যেমতে প্রেমের ধারা করিলপালন ৷৷ খোজেস্তা জিজ্ঞাসে শুক কহ বিবরণ। বিস্তারিয়া খালিস্‌ মথ্‌লিস্‌ উপাখ্যান ৷৷ ॥

পয়ার ।। শুক বলে অবধান কর অতঃপর। পূর্ব্বে ছিল এক পরাক্রমী দণ্ডধর ।। দুই পুত্র ছিল তার পরম সুন্দর। রূপে গুণে ধরাধন্য জন মনোহর ।। যখন ভূপতি করি লীলা সম্বরণ। চরমে পরম ধামে করিলে গমন ।। জেষ্ঠপুত্র প্রাপ্ত হয়ে রাজসিংহাসন। কনিষ্ঠকে বিনাশিতে করিল যতন।। কনিষ্ঠ বিশিষ্ট শিষ্ট ইষ্টে নিষ্ঠা অতি। আপন জৈষ্ঠের জানি অপকৃষ্ট রীতি ॥ নিরাশ্রয় নিরুপায় না দেখি উপায়। একাকী নগর হতে গোপনে পলায় ॥ অতি দীন হীন প্রায় বিষণ্ণ অন্তরে। উত্তির্ণ হইয়া এক সরবর তীরে ।। দেখে এক সর্প এক ধরি মণ্ডুকেরে। আহার্থে মুখে ফেলি গিলিতেছে তারে ।। প্রাণ ভয়ে ভেক অতি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ।। শুনিয়া রাজার পুত্র ডাকিল সর্পেরে।। ইহা

তে ভুজঙ্গ, মণ্ড কেরে ছাড়ি দিল। প্রাণ পেয়ে ভেক শীঘ্র জলে প্রবেশিল ॥ ভুজঙ্গ মলিন হয়ে তথায় রহিল। হেরি রাজ পুত্র মনে লজ্জিত হইল ॥ আপন মনের মধ্যে করয়ে বিচার। ত্যাগ করাইয়ে আমি সর্পের আহার ॥ কি পাপ করিনু আমি কহি বাক্যে নারি। এত চিন্তি আপন শরীর ছেদ করি ॥ কিছু মাংস সর্প মুখে করে নিক্ষেপণ। সর্প, মাংস লয়ে করে বিবরে গমন ভুজঙ্গিনী নিকটেতে করিয়া গমন। সেই মাংস তাহারে করিল সমর্পণ। সাপিনী পাইয়া সে মাংসের আস্বাদন। আপনস্বামীর প্রতি করে নিবেদন ॥ হেন স্বাদু মাংস তুমি পাইলে কোথায়। শুনি সর্প কহে তাকে সকল বিষয় ॥ সাপিনী কহিছে নাথ নিবেদি তোমারে। তব প্রতি এত কৃপা যেইজন করে। এক্ষণে আইসে মনে এই সে আমার। উচিৎ তাহার কিছু করা উপকার ॥ তদন্তর সর্পধরি মানব মুরতি। যাইয়া কহিছে সেই রাজাঙ্গজ প্রতি থালিস আমার নাম শুন মতিমান। বাঞ্ছিত তোমায় সদা থাকি তব স্থান ॥ এত শুনি রাজ পুত্র স্বীকৃত হইল। আপন সমীপে সেই থালিসে রাখিল ॥ ভেক যবে সর্পমুখে পায়ে পরিত্রাণ। জলে প্রবেশিয়া রক্ষা করেছিল প্রাণ। সর্প দন্তাঘাতে তার সকল শরীর ॥ হইতে হইয়াছিল রুধির বাহির। আপন আবাসে ভেক করিয়া গমন। স্বভার্য্যারে কহিল সকল বিবরণ ॥ শুনিয়া ভেকের নারী কহিছে তখন। যে জন হইতে নাথ পাইলে জীবন ॥ উচিত এক্ষণে সেবা করগে তাহারে। শুনি ভেক তাহাতে

করিয়া অঙ্গীকার ॥ তদন্তর নরমূর্ত্তি করিয়া ধারণ। ভূপতি অঙ্গ জস্থানে করিয়া গমন ॥ বলেঃ মথ্‌লস্ মম নাম গুণাকর। বাঞ্ছা তব দাস হয়ে থাকি নিরন্তরঃ ॥ রাজ পুত্র শুনি এত করুণা বচন। তাহাকেও ভৃত্যপদে করি নিয়োজন ॥ তিন জন একত্রেতে করিয়া গমন। প্রবেশ করিয়া এক রাজার ভবন ॥ রাজার সমীপে গিয়া রাজ পুত্র কয়ঃ। এক নিবেদন মম শুন নর রায় ॥ মনেতে করিয়া কোন চাকরি প্রার্থন। আপনার সমীপেতে মম আগমন অস্ত্র যুদ্ধে মমগুণ আছে অতিশয়। নিমেষে শতেক যোদ্ধা করি পরাজয়। যে কর্ম্মে করিবে আজ্ঞা অনায়াসে পারি। হেন কর্ম্ম নাহি ভূপ যাহে আমি ডরি। দশশত মুদ্রা যদি দেহ প্রতি দিন। তবেতো তোমার দাস হই চিরদিনং ॥ এত শুনি মহারাজ হৃষ্ট হয়েমনে। নিয়োজিল দশশত মুদ্রা নিরূপণে ॥ রাজপুত্র থাকি সেই রাজার সদন। নিত্য দশশত মুদ্রা করি উপার্জ্জন। শত মুদ্রা ব্যয় করে আপন কারনে। দুইশত মুদ্রাদেয় ভৃত্য দুইজনে ॥ অবশিষ্ট দীনজনে করে বিতরণ। এইরূপে রহে সেই রাজ নিকেতন ॥ এক দিন মহারাজ মৎস ধরিবারে। সভাসদ্ধ গমন করিল নদীতীরে ॥ ধরিতে ছিলেন মৎস আপনি রাজন। আকস্মাদাঙ্গুরী হলে জীবনে পতন ॥ নৃপবহু লোকদ্বারা করি অন্বেষণ। কোন মতে না পাইয়া অঙ্গুরা রতন ॥ শেষে সেই রাজ পুত্রে কহিলা রাজন।ঃ জল হতে মমাঙ্গুরী কর অন্বেষণং ॥ এত শুনি রাজ পুত্র সঙ্গি দুইজনে। তাহাদিগে সুগোচর করিলা গোপনে শুনি

তারা কহেপ্রভুএকোন আশ্চর্য্য। আচরে আমরা সিদ্ধকারব এক র্ম। ইহাবলি মখলিস মগুকতখন। আপন পূর্ব্বেরমূর্ত্তি কারয়াধা রণানদীমধ্যে প্রবেশিয়া চক্ষু নিমেষেতে। অঙ্গুরী আনিয়া দিল রাজ পুত্র হাতে ॥ রাজপুত্র সে অঙ্গুরী দিলেন রাজনে। হেরি নর পতি তুষ্ট হৈলা মনে মনে ॥ কিছুদিন পরে সেই রাজ দুহিতায় একদিন অকস্মাৎ ভুজঙ্গে দংশায়। ভূপতি আনিয়া নানা চিকিৎ সক গণ। অনেক ঔষধ তারে করিলা সেবন। কিন্তু কিছু উপকার না হইল তায়। নৃপতি হইয়া অতি চিন্তিত হৃদয় ॥ অবশেষ ভাবি সেই রাজ পুত্রে কয় ॥ আরগ্য করিয়া দেহ মম দুহিতায় ॥ এত শুনি রাজপুত্র হইলা ভাবিত। কেমনে করিব আমি ইহার বিহিত ॥ শুনিয়া খালিস কহে কিভয় এখন। আমাকে লইয়া চল কন্যার সদন ॥ কন্যাকে লইয়া রাখি নির্জ্জন স্থানেতে। তাহাকে করিব আমি সুস্থ আচরাতে ॥ রাজপুত্র উক্তমত করি লা যখন। খালিস গৃহের মধ্যে করিয়া গমন ॥ সর্পাঘাৎ ক্ষত চিহ্নে করিয়া চুম্বন। তাবৎ ভুজঙ্গ বিষ করিলা হরণ ॥ তখনী আ রগ্য হৈল রাজার নন্দিনী ॥ হেরিয়া সন্তুষ্ট অতি হৈলা নৃপমণি ॥ রাজপুত্রে স্বীয় কন্যা করি সম্প্রদান। প্রীতি নিধি ভূপ আখ্যা করিলা প্রদান ॥ তদন্তর খালিস মখলিস দুইজন। রাজপুত্র কাছে চায় বিদায় তখন ॥ এত শুনি রাজপুত্র সে দোঁহারে কয় কেমনে তোমা দুজনে দিবহে বিদায়। খালিস তখন কয় স্বীয় পরিচয়। সেই ভুজঙ্গম আমি শুন মহাশয় ॥ যাহাকে আপ

মাংস দিলে অকাতরে। সেই হেতু আসিয়াছি প্রতি উপকারে॥ ভেক কহে মর্থলিস্ নাম হে আমার। যাহে সর্প মুখহৈতে করিলে উদ্ধার॥ আপন আপন স্থানে করিব গমন। প্রসন্ন হইয়া আজ্ঞা দেহ হে এক্ষণ॥ কথা সাঙ্গ করি শুক কহিছে তখন। এবে শীঘ্র প্রিয় পার্শ্বে করহ গমন॥ খোজেস্তা যাইতে ছিল বঁধুর সদন। হেন কালে সুখ নিশা প্রভাত তখন॥ কুক্কুট করিল রব আসিল যামিনী। কারণ হইল তার গমন উৎসব॥ ✽।

## দ্বাবিংশতি ইতিহাস ॥

অথ এক সদাগর কন্যা হারা হইয়াছিল তাহার প্রসঙ্গঃ।

দীর্ঘ ত্রিপদী ॥ শ্রীদিন নান্দনী পতিঃ অস্তাচল করে গতিঃ গগনে উদয় শশধর। হেন কালেতে খোজেস্তঃ হয়ে অতি ত্বরান্বিতঃ উপনীতা শুকের গোচর॥ হয়ে ধনী অধমুখেঃ বসিল শুক সম্মুখেঃ দেখি শুক জিজ্ঞাসে কারণ। কেন তব চন্দ্রাননঃ মলিন দেখি এমনঃ ঠাঙ্গরাণী কহ বিবরণ॥ শুনি ধনী শুকে কয়ঃ কি কহিব হে তোমায়ঃ সন্দেহ নিশি আমার অন্তরে। কথা এক উপস্থিতঃ হইয়াছে আচম্বিতঃ তাই ভেবে সদা মরি ডরে॥ মম প্রাণ বঁধু যিনিঃ ধীর কি নির্ব্বোধ তিনিঃ মূর্খ কি পণ্ডিত চূড়ামণি। যদ্যপি নির্ব্বোধ হয়ঃ তবে প্রেমে সুখোদয়ঃ দূরেথাক মৃত্যুতুল্য গুণি। এতেক বচন শুনিঃ শুক কহে ঠাঙ্গরাণীঃ অদ্য বঁধু সমীপে গমন। করিয়া বিশেষ করেঃ জিজ্ঞাসা করিবে তারেঃ সদাগর

কন্যা উপাখ্যান ॥ যদি প্রাকৃত উত্তরঃ করে সেই গুণাকরঃতবে জ্ঞানী জানিবে সেজনং। শুনি ধনা কহেং শুকঃ অগ্রে মোরে সে কৌতুকঃ বিস্তারিয়া বলহ এক্ষণঃ ॥

পয়ার। বিহঙ্গ কহিছেং রঙ্গকরঃশ্রবণ। কাবুলে বনিক্ ধনাঢ্য ছিল একজন॥ কন্যা একছিল তার পরম সুন্দরী। রূপের তুলনা তার ভুবনে নাহিরে॥ শক্র নামে পরিচিত ছিল সেইধনী। অনুরূপ রূপে তারনহে সৌদামিনী॥ নগরস্থ ধনবানকত শতজন। উদ্বাহ করিতে তারেকরে আকিঞ্চন॥ যুবতী ববিতে পতি কারে না চাহিল। একদিন আপনার জনকে কহিল॥ যদ্যাপি বিদ্যান পতি মিলে গো আমার। তবে ভর্ত্তা রূপে তারে করিব স্বীকার॥ নিশ্চয় জানিবে পিতা আমার এপণ। গুণবান ভিন্ন নাহি করিব বরণ॥ এই কথা সর্ব্বত্রেতে হইলে ঘোষণা। শুনিয়া কাবুলেঃ বিজ্ঞ যুবা তিন জনা॥ আসি সদাগর গৃহে করি আগমন। সদাগরে তিন জন কহিছে তখন॥ “শুনিয়াছি তব কন্যা করিয়াছে পণ। বিজ্ঞ স্বামীভিন্ন নাহি করিবে বরণ॥ একারণে আমরা বিদ্বান তিনজন তোমার নিলয়ে করিয়াছি আগমন॥ এর মধ্যে যারে ইচ্ছা তনয়া তোমার। আসিয়া স্বামীত্বে তারে করুণ স্বীকার”॥ এতেক কহিয়া কহিলেক একজন। “জ্যোতিষ শাস্ত্রেতে আমি আছি বিচক্ষণ। গুরুর কৃপায় আমি এতগুণ জানি। বর্ত্তকালে কহি ভূত ভবিষ্যদ বাণী”॥ দ্বিতীয় কহিলঃ আমি শিল্প ব্যবসাই। আমার গুণের সীমা পরিসীমা নাই॥ কাষ্ঠের তুরঙ্গ করি এমতি

গঠন। যদি কোন জন তাহে করে আরোহণ ॥ যথা ইচ্ছা বায়ু ভরে করে সে গমন। যেন কামচারি সগমন সিংহাসন॥ ॥ দ্বিতীয় কহিল আমি আয়ুধ বিদ্যায়। সুপারক আছি যাহা কি কব তোমায়॥ যদ্যপি হেলায় আমি শর ক্ষেপকরি। কঠিন প্রস্তর অনায়াসে ভেদ করি" ॥ সদাগর পায়ে এতিনের পরিচয়। বিশেষিয়া আপন তনয়া প্রতি কয়॥ কন্যাকহে" অদ্য আমি করি বিবেচন। কল্য আপনার কাছে করিব জ্ঞাপন" ॥ দেখহ দৈবের ঈর্ষা আশ্চর্য্য কেমন। রজনী সময়ে কন্যা হৈলা অদর্শন॥ প্রাতঃ কালে সদাগর কন্যার কারণ। ইতস্তত করিলেক বহু অন্বেষণ॥ তথাপিও না পাইয়া তনয়া আপন। জ্যোতিষঃ পণ্ডিতে আনি কহিলা তখন॥ " গণনা করিয়া খবর দেখহ এক্ষণ। কোথায় তনয়া মম হৈলা অদর্শন"॥ এতশুনি জ্যোতিঃবেত্তা ক্ষণ চিন্তা করে। গণনা করিয়া পরে কহে সদাগরে॥ " পরিতে তোমার কন্যা করিয়া হরণ। দুর্গম পর্ব্বত মাঝে করেছে গোপন॥ বড়ই দুর্গম স্থল কি কব তোমারে। মনুষ্যের সাধ্য নহে যায় তথাকারে॥ এত শুনি সদাগর কহে শিল্পকারে। " দারুময় অশ্ব এক গঠ শীঘ্রকরে"॥ শুনি শিল্পকার হয় করিয়া গঠন। সদাগর সমীপেতে করিলা অর্পণ॥ হয় লয়ে আঢ্য কহে ধনু বিদ্যানেরে। " এই অশ্ব আরোহণ করিয়া সত্বরে॥ পূর্ব্বউক্ত পর্ব্বতেতে করিয়া গমন। তথায় তনয়া মম কর অন্বেষণ" ॥ এত শুনি যোদ্ধা করি

অশ্ব আরোহণ। সশস্ত্র হইয়া বেগে করিয়া গমন ॥ পর্ব্বত শিখরে ত্তূর্ণ হয়ে উপনীত। পরিরে বিনাশি কন্যা উদ্ধারি ত্বরিত ॥ পুন সদাগর গৃহে করি আগমন। তাহার তনয়া তারে করে সমর্পণ পরে কন্যা লাগি পরস্পর তিন জনে। করিল কলহ সদাগরের ভবনে॥ সম্পূর্ণ করিয়া শুক এই উপাখ্যান। বিনয়ে খোজেস্তা প্রতি কহিছে তখন ॥ ঃ ঠাকুরাণী যাহ তুমি প্রিয়তমাগারে। এই উপাখ্যান গিয়া জিজ্ঞাসিবে তাঁরে ॥ তিনজন মধ্যে কন্যা পাবে কোন নর। যদি তিনি করে নিশ্চে প্রকৃত উত্তর ॥ তবেতো জানিবে বুদ্ধিবান সেই জন। তবে তাঁর সহ করো প্রেম আলাপন খোজেস্তা কহিছে শুক অগ্রে বল মোরে। বিচারেতে সেই কন্যা অর্শিবেক কারে ॥ শুক বলে ঃ যে করিয়া পরির সংহার। সদাগর দুহিতার করিল উদ্ধার ॥ ন্যায়মতে তাহারে অর্শিবে সে কামিনী। যদ্রূপ তোমারে কহিলাম ঠাকুরাণী ॥ অন্য দুইজন শুদ্ধ প্রশংসা কারণ। প্রকাশ করিল বিদ্যা আপনং ॥ আয়ুধ বিদ্যার নাহি মূল্য জ্ঞান করি। দুর্গমে উদ্ধার করে বণিক কুমারী এসে কত্রী ঘর গতি বন্ধুর ভবনে। শুনি ধনী যাত্রা করে গমনে তখন ॥ হেন কালে প্রভাত হইল সেই নিশী। যাইতে নারিল তাহে খোজেস্তা রূপসী ॥ ॥

## ত্রয়োবিংশতি ইতিহাস ॥

অথ এক ব্রাহ্মণ বাবিলনের রাজার কন্যার প্রতি আশক্ত হইয়া ছিল তাহার প্রসঙ্গ ॥

পয়ার ॥ নলেনী নায়ক কায়া করিলে গোপন। হেনকালে শশাঙ্ক আসি দিল দরশন ॥ হেন কালেতে খোজেস্তা প্রেম জ্বালায়। গজ গমনেতে তুর্ণ শুক পাশে যায় ॥ গিয়া ধনী কহে শুক কর প্রণিধান। আমার হিতৈষি তুমি অতি জ্ঞানবান ॥ অতএব অদ্য শীঘ্র দেহ হে বিদায়। আশাপূর্ণ করি গিয়া বঁধুর আলয় ॥ নতুবা করিয়া আমি ধৈর্য্যাবলম্বন। গৃহে বসি থাকি দিয়া প্রেমে বিসর্জ্জন ॥ শুক বলে নিত্য দিগো বিদায় তোমায়। কেমন অদৃষ্ট তব পূর্ণ নাহি হয় ॥ অতএব এবে শীঘ্র প্রিয় দরশনে। গমন করহ কর্ত্রী তাঁহার ভবনে ॥ যদি মম পরামর্শ শুন গো আপনি। তবে কোন ব্যাঘাত না হবে ঠাকুরাণী ॥ বরং ইহাতে সুখ হইবে অপার। বিশেষত তোমারে কহিনু সারোদ্ধার ॥ বাবিলন অধিপের তনয়া উপর। যেন এক দ্বিজ হয়ে আশক্ত অন্তর ॥ বহু স্বর্ণ মুদ্রা পায়েছিল সেইজন। খোজেস্তা কহিল কহ সেই উপাক্ষণ॥ ❀ ॥

লঘু ত্রিপদী ॥ শুক বলে বাণী: শুন ঠাকুরাণী: অপরূপ উপাখ্যান। এক নগরেতে: আছিল পর্ব্বেতে: বিজ্ঞদ্বিজএকজন ॥ সুরূপ সুগুণ: বিদ্যায় নিপুণ: বয়সে যুবক অতি। কিছুদিন পরে সেই দ্বিজবরে: বাবিলনে করে গতি ॥ প্রবেশি নগর: শোভা মনোহর: সব করে দরশন। পরেতে রাজার: উদ্যান ভিতর: ভূদেব করে ভ্রমণ ॥ উদ্যানের শোভা: মুনি মন লোভা: হেরিয়া মোহিত মন। বিকশিত ফুল: সৌরভে আকুল: কুঞ্জে গুঞ্জে অলিগণ

গান ॥ হেরি দ্বিজবরঃ প্রফুল্য অন্তরঃ করিতে বায়ু সেবন । সর সরতীরেঃ সোপান উপরেঃ বসিল গিয়া তখন ॥ এমন সময়ঃ দৈবের কৃপায়ঃ শুন আশ্চর্য্য কাহিণী ॥ সখীগণ সনেঃ উদ্যান ভ্রমণেঃ আইল রাজ নন্দিনী ॥ রূপে সৌদামিনীঃ মরাল গামিনী অঙ্গী স্বলয় জিনি । সুন্দ নিতম্বিনীঃ পীনোনত স্তনীঃ ষোড়শী নব যৌবনী ॥ সে নব নাগরীঃ রাজার কুমারীঃ আসি কানন ভিতরে । লয়ে যত আলিঃ করে নানা কেলিঃ পুলক হয়ে অন্তরে রূপ হেরে তারঃ মোহ যায় মারঃ যোগিজন মনহরে । নিন্দিইন্দু প্রভাঃ সে বদন নিভাঃ আসে হাস্য সুধাক্ষরে ॥ দ্বিজ যেই স্থলে আছে কুতূহলেঃ মনোরম শোভাহেরি । সহ সখীগণঃ তথায় গমন করিল রাজ কুমারী ॥ নয়নে২ঃ উভয়ে দুজনেঃ হৈল শুভ দরশন । মনমথ বানেঃ পাড়িত দুজনেঃ ভুলিল উভয় মন ॥ উন্মত্ত মদনেঃ ধৈর্য্য নাহি মানেঃ অধৈর্য্য হইয়া তায় । পরে দুই জনঃ স্বং নিকেতনঃ মনের বিষাদে যায় ॥ অত্যন্ত কাতরঃ হয়ে দ্বিজবরঃ রাজ দুহিতা কারণ । ভাবে মনে২ঃ কেমনে দুজনেঃ সুখে হইবে মিলন ॥ পরেতে ব্রাহ্মণঃ করিয়া গমনঃ অনেক চাটক পাশে । অনেক যতনেঃ সেবে সেইজনেঃ থাকিয়া তাহার বাসে দ্বিজের ভকতিঃ দেখি তুষ্ট অতিঃ চাটক হইয়ে মনে । করুণা বচনেঃ কহিছে ব্রাহ্মণেঃ এতকর কি কারনে । কিবা অভিলাষ কহ প্রকাশঃ পুরাইব অনায়াসে । শুনি দ্বিজকয়ঃ করিয়া বিনয় শুন কহি সবিশেষে ॥ আমি এক দিনেঃ রাজার উদ্যানেঃ

গিয়াছিনু মহাশয়। হেরিয়া তথায়ঃ রাজ দুহিতায়ঃ ভুলিল মম হৃদয় ॥ মদনের বাণেঃ দগ্ধ হয়ে প্রাণেঃ হইয়া বাতুল প্রায়। না দেখি উপায়ঃ হয়ে নিরুপায়ঃ আসিয়াছি তবালয় ॥ কৃপা করি দীনেঃ যদি তার সনেঃ করিয়া দেহ মিলন। তবে ও চরণেঃ বিক্রীত এজনেঃ এই মম নিবেদন ॥ চাটক শুনিয়েঃ কহিছে হাসিয়েঃ একর্ম্ম সহজ অতি। তব আকিঞ্চনঃ পুরাব এক্ষণঃ মিলাইয়া সে যুবতী ॥ আমি এক মণিঃ দিবহে এখনিঃ স্থির জেহ তব কারণ যাহে রাজ বাসেঃ যাবে অনায়াসেঃ পুরাহবে আকিঞ্চন ॥ যদি সেই মণিঃ রাখয়ে রমণীঃ আপন বদনে করি। তবে সেইজনেঃ লোকে অনুমানেঃ পুরুষ আকার করি ॥ যদি পুরুষ বক্তেঃ রাখে বদনেতেঃ নারী বোধ হয় তায় ঃ কহিনু তোমারেঃ পাইবে তাহারেঃ করিয়া কেন উপায় ॥

পয়ার ॥ এতেক কহিয়া পরে চাটক তখন। ব্রাহ্মণের মুখে মণি করিয়া স্থাপন ॥ আপনি ব্রাহ্মণ বেশ করিয়া ধারণ। দোঁহে রাজ সভামাঝে করিলা গমন ॥ চাটক কহিছে আশীর্ব্বাদ মহারাজ। দ্বিজ আমি আসিয়াছি তোমার সমাজ ॥ এক নিবেদন মম আছে তবস্থানে। অনুগ্রহ করি তাহা শুনহ শ্রবণে ॥ পুত্র মম ক্ষিপ্তহয়ে গিয়াছে বিদেশে। এ কারণে যাব আমি তাহার উদ্দেশে ॥ আমার আলয়ে অন্য নাহি পরিজন। পুত্র বধূ আমি মাত্র এই দুইজন ॥ পুত্র অন্বেষণে আমি করিব গমন। অতএব কে করিবে বধূর রক্ষণ ॥ প্রতিবাসি অন্য জনে নাহিক বিশ্বাস। একারণে

আইলাম তোমার আবাস॥ এইক্ষণে পুত্রবধূ রাখি তব পুরে। মহারাজ আনি পুত্র অন্বেষণ করে, ॥ চাটকের বাক্যে নৃপ হয়ে দয়াবান। দ্বিজ পুত্র বধূকে রাখিয়া নিজস্থান ॥ কিছু অর্থ দিয়া তারে করিয়া বিদায়। ব্রাহ্মণ বধূকে অন্তঃপুরেতে পাঠায়॥ আপন কন্যার কাছে রাখিয়া তাহারে। ভূপতি সন্তুষ্ট অতি হইলা অন্তরে ॥ একপে চাটক হলে পায়ে রাজধন। ত্বরিতে আপন স্থানে করিল গমন ॥ রাজ কন্যা দ্বিজে বহু করিলা যতন। দোঁহেতে একত্রে এরে শয়ন ভোজন ॥ এইরূপে কিছু কাল গত হইলে পরে। একদিন কপট ব্রাহ্মণী সমাদরে ॥ রাজার তনয়া প্রতি জিজ্ঞাসে কারণ। কেন নিত্য হেরি তব মলিন বদন ॥ সর্ব্বদা বিমর্ষ ভাব ঔদাস্য জীবন। অধবক্তে সদা নেত্র বহিছে জীবন ॥ এতেক বচন শুনি রাজ দুহিতায়। উত্তর করিল তারে অন্যান্য কথায় ॥ ফলত গোপন কথা না কহিল তায়। তাহাতে ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসিল পুনরায় ॥ ওগো সখী তোমার ধারায় বোধ হয়। বান্ধিকার প্রেমে তব আশক্ত হৃদয় ॥ নহে কেন এতাদৃশ হইবে তোমার। অতএব গুপ্ত কথা কহ গোচর ॥ যদি তুমি মন ব্যথা বলগো আমায়। উপযুক্ত ঔষধের করিব উপায় এতেক শুনিয়া কন্যা তাবৎ বিষয়। কপট ব্রাহ্মণী প্রতি দিল পরিচয় শুনিয়া ব্রাহ্মণী তারে জিজ্ঞাসে ভারতি। যদি সে ব্রাহ্মণে এবে হের রূপবতী ॥ চিনিতে পারহ কিনা তাহার আকারে। শুনি ধনী কহে পারি দেখিলে তাহারে ॥ শুনিয়া ব্রাহ্মণ সেই

মোহিনী রতন। বদন হইতে বার করিয়া তখন॥ পূর্ব্বের মতন হলো পুরুষ সুন্দর। হেরি রাজবালা হয়ে হরিষ অন্তর॥ গোপনে পাইয়া সেই মনমত ধন। মদন মাদকে মন মাতিল তখন॥ অঙ্গ সঙ্গ আবেশে ধরি প্রিয় গল দেশে। রজনী করিল শেষ রতি রঙ্গ রসে॥ নিত্য নব অনুরাগে নাগর নাগরী। কৌতুকে পুলকে রহে দিবা বিভাবরি॥ কিছু কাল পরে সেই ভূপাল নন্দিনী দ্বিজ সহ মন্ত্রণা করিল সেই ধনী॥ চল প্রাণ নাথ মোরা ত্যজি এই স্থান। গোপনে দোঁহেতে করি অন্যত্র পয়ান॥ মনোরথ পূরা ইব মনমথ রসে। যাতে এপ্রেমে বিষাদ না ঘটিবে শেষে॥ এতেক মন্ত্রণা করি কুলটা তখন। পিতার ভাণ্ডার হৈতে হরি বহুধন॥ ব্রাহ্মনের প্রণয় পাশেতে বদ্ধ হয়ে। নির্ম্মল সুচারু বংশ তিলাঞ্জলি দিয়ে॥ একদিন নিশী যোগে হইয়া গোপন। পুরহতে বিপ্র সহ করে পলায়ন॥ আপন পিতার অধিকার ছাড়াইয়ে। অন্য নগরেতে দোঁহে উপনীত হয়ে॥ তথায় করিয়া এক উত্তম ভবন। করিতে লাগিল কাল সুখেতে যাপন॥ এখানে দুহিতাভাবে সেই ভূভূষণ। চিন্তিত হইয়া বহু করে অন্বেষণ॥ কোন স্থানে তাহার না পায়ে অন্বেষণ। অগত্যা ভাবিয়া ক্ষান্ত হইলা রাজন॥ উপাখ্যান সমাপন করি শুক কয়। এক্ষণে গমন কর বন্ধুর আলয়॥ শুনিয়া খোজেস্তা করে গমনে যতন। হেন কালে উষা আসি দিল দরশন॥ করিল ঙ্কুটারব অনুরাগে জীব গণ। একারণ নিবারণ হইল গমন॥ ❀

## চর্তুবিংশতি ইতিহাস ॥

### অথ বাবিলনের রাজার পুত্র এক কন্যার প্রতি আশক্ত হইয়াছিল তাহার প্রসঙ্গ ॥

পয়ার ॥ চর্তুর্থ বিংশতিদিবা যামিনী সময়। দিনকর অস্তগত চন্দ্রমা উদয় ॥ হেনকালে খোজেস্তা সাজিয়া মনোহরা। শুকের সমীপে উপনীতা হয়ে ত্বরা ॥ কহে শুক প্রিয় পার্শ্বে করিয়া গমন। জানিব অগ্রেতে তিনি সুবিজ্ঞ কেমন ॥ যদি তিনি হন অতি সুবোধ সুজন। তবে তাঁর সহিত করিব আলাপন ॥ নহে অবোধের সনে করিলে প্রণয়। পদে২ বিপদ সদত ঘটে তায় ॥ যে হেতু বিজ্ঞের আছে সুনীতি বচন। স্ত্রী বাল অবোধ সহ প্রণয়ে মরণ ॥ এতেক শ্রবণে শুক কহে ঠাকুরাণী। প্রকৃত বচন এবে কহিলে আপনি। অতএব বন্ধু গৃহে করিয়া গমন। জিজ্ঞাসা করগে তারে এই উপাখ্যান ॥ প্রকৃত উত্তর যদি করেন সে জন। তবেতো জানিবে তাঁরে সুবোধ সুজন ॥ খোজেস্তা কহিল কহ কোন উপাখ্যান। যাইয়া জিজ্ঞাসা তাঁরে করিব এক্ষণ ॥ ॥

পয়ার ॥ বিহঙ্গ কহিছে তবে শুন বিবরণ। একদিন বাবিলন অধীপ নন্দন ॥ দেবের মন্দিরে এক করিয়া গমন। মনোরমা রামা এক করে দরশন ॥ পূর্ণচন্দ্র নিভাননা নলিনী নয়না। বিম্ব ওষ্ঠ মধ্য ক্ষীণা মরাল গমনা ॥ হেরিয়া মোহিত হয়ে রাজার নন্দন। কৃতাঞ্জলি হয়ে দেবে করিছে স্তবন ॥ ওহে পরমেশ এই দীনের প্রার্থনা। যদি মম দৃষ্টে চন্দ্র হয় এললনা ॥ তবে তব

অর্চ্চয় ও যুগল চরণ। আপন মস্তক ছেদি করিব অর্চ্চন ॥ পরে রাজ পুত্র আসি নিজ নিকেতন। বিবাহ করিতে ওই কামিনী রতন ॥ কন্যার জনক কাছে লিখিয়া লিখন। করিলেন একজন ঘটক প্রেরণ ॥ ঘটক যাইয়া কন্যা পিত সম্মুখেতে। ভূপাত্মজ দত্ত লিপি দিল তার হাতে ॥ কন্যার জনক করি সে লিপি পঠন। সম্মত হইল দিতে তনয়া আপন ॥ পরে রীতিমত করি লগ্ন নিরূপণ। রাজ পুত্র সহ বিভা দিল সেই জন ॥ কামিনী বিবাহ করি মহীপ তনয়। কন্যা লয়ে আইলেন আপন নিলয় ॥ কতক দিবস পরে রমণীর পিতা। সংবাদ পাঠায় লতে তনয়া জামাতা ॥ নৃপসুত পায়ে শশুরের নিমন্ত্রণ। সঙ্গে লয়ে সভাসদ অনেক ব্রাহ্মণ ॥ স্বস্ত্রীক হইয়া অতিহয়ে হর্ষ মন। আপন শশুরা লয় করিতে গমন ॥ সেই দেবালয় কাছে উত্তরে যখন। রাজ পুত্র মনে তবে হইল স্মরণ ॥ দেবতার স্থানে আমি করেছি মনন। বাঞ্ছাসিদ্ধে নিজ শির করিব ছেদন ॥ পরে রাজ পুত্র প্রবেশিয়া সে মন্দিরে। আপন মস্তক ছেদ করে খড্গ ধারে ॥ তদন্তর গিয়া দেখে সভাস্থ ব্রাহ্মণ। ছিন্ন শির পড়ে আছে ভূপতি নন্দন ভীত হৈয়া দ্বিজসুত বিচারিল মনে। সবে কবে দ্বিজ বধে রাজার নন্দনে ॥ অতএব এই যুক্তি আমার এক্ষণ। আপনার শির করি খড্গেতে ছেদন ॥ লোক অপবাদ এড়াইবো অনায়াসে। চরমে পরম গতি হবে স্বর্গ বাসে ॥ এতেক চিন্তিয়া খড়গ লইয়া

ব্রাহ্মণ। আপনঁ মস্তক তাহে করিলা ছেদন ॥ মুহুর্ত্তেক পরে কন্যা প্রবেশি মন্দিরে। দেখে স্বামী দ্বিজ পড়িয়াছে ছিন্ন শিরে বিস্ময় হইয়া কন্যা ভাবিছে তখন। ‘ কেমনে হইল এই দুর্ঘট ঘটন ’॥ রমণী না করিতে পারিয়া কিছু স্থির। উদ্যত হইল কাটিবারে নিজ শির ॥ পতির বিয়োগে হয়ে কাতর জীবন। শোকে নেত্রে অনিবার বহিছে জীবন ॥ প্রণমি প্রতিমা পদে করে খড়্গ ধরি। আপনার কণ্ঠে প্রায় দেয় সে সুন্দরী ॥ হেনকালে দেবালয়ে হৈল দৈববাণী। ‘ খড়্গ পরিহর ত্বর্ণ ও রাজ ভাবিনী উহাদের ছিন্ন শির করিয়া গ্রহণ। উভয় দেহেতে তুমি করহ যোজন ॥ এখনি পাইবে প্রাণ এই দুই জন। অতএব কেন চিন্ত আপন মরণ ’॥ এতেক দেবের বাক্য করিয়া শ্রবণ। রমণী অত্যান্ত ব্যগ্র হইয়া তখন ॥ নিভ্রমে স্বামীর শির দ্বিজের দেহেতে ব্রাহ্মণের শির লয়ে পতি শরীরেতে ॥ সংযোগ করিলে দোঁহে পাইয়া জীবন। সে বামার সন্মুখেতে উঠিলা তখন ॥ পরে রাজ পত্র দেহে ব্রাহ্মণের শিরে। কলহ হইল মহা রমণীর তরে ’॥ এতেক কহিয়া শুক কহে ‘ ঠাকুরাণী। যদি পরীক্ষিতে চাহতব গুণমণি॥ তবে এই কথা তাঁরে জিজ্ঞাসা করিবে। দুই জন মধ্যে কন্যা কাহাকে অর্শিবে ’। খোজেস্তা কহিল ‘ অগ্রে বলহ আমারে। তবে তো যাইয়া আমি জিজ্ঞাসিব তারে ’। শুক বলে দেহ মধ্যে মস্তক প্রধান। বিশেষত মন জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের স্থান ॥ এজন্য স্বামীর শির যাহার শরীরে। সেই জন প্রাপ্ত হইবেক রম্

শীরেঃ। খোজেস্তা এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। জারালয়ে যাই বারে উদ্যতা তখন॥ হেনকালে নিশাশেষ উদয় তপন। একারণ নিবারণ হইল গমন॥ ❋॥

পঞ্চ বিংশতি ইতিহাস॥

অথ এক নারী শর্করা ক্রয় করিতে গিয়া মদকের সহিত রতি কর্ম করিয়াছিল তাহার প্রসঙ্গ॥

দীর্ঘত্রিপদী॥ পঞ্চম বিংশতি দিনেঃ ভানু গেল নিজস্থানেঃ পূর্ণ শশী উদয় গগণে। হেন কালেতে খোজেস্তাঃ হয়ে অতি সুসজ্জিতাঃ উপনীতা শুক সন্নিধানে॥ হয়ে ধনী কহে বাণীঃ। শুন শুক গুণমণিঃ সদা মম ভাবিত অন্তর। আমার বিলম্বে যদিঃ ক্রোধ করে গুণনিধিঃ তখন কি করিব উত্তর॥ শুনিয়ে বিহঙ্গ কয়ঃ তাহাতে কি আছে ভয়ঃ কেন চিন্তা কর ঠাকুরাণী ললনা চতুরা অতিঃ জানে ছলা কলা রীতিঃ নানামতে ভাল আমি জানি॥ উপস্থিত কহিবারেঃ রমণীরা শক্তিধরেঃ চাপল্য কাপট্য জানে ভারি। নারীর যে রীতিনীতঃ আমাতে আছে বিদিতঃ শুন যদি কহিবারে পারি॥ এক সুচতুরা নারীঃ জার সহ বাস করিঃ গৃহেতে আসিয়া পুনর্ব্বার। উপস্থিত বাক্য বলিঃ আপন পতিরে ছলিঃ সতীত্ব রাখিল আপনারঃ॥ হয়ে সবিস্ময় মনঃ খোজেস্তা কহে তখনঃ কহ শুক সেই উপাখ্যানঃ। শুককহেঃ ঠাকুরাণীঃ অত্যাশ্চর্য্য সে কাহিনিঃ মনদিয়া করহ শ্রবণঃ॥ ❋॥

পয়ার॥ এক দিন এক জন স্বীয় রমণীরে শর্করা

করিতে ক্রয় পাঠাইল তারে ॥ রমণী মদকালয়ে করিয়া গমন শর্করা কিনিয়া বান্ধে অঞ্চলে আপন ॥ মদক রমণী রূপ করি দরশন। মনমথ শরাঘাতে ব্যথিত জীবন ॥ হয়ে সে বামার প্রতি বিনয়েতে কয়। "বরাননে এ অধীনে হৈও না নিদয় ॥ তোমার লাবন্য জাল করিয়া বিস্তার। বান্ধিলে অনাসে মন হরিণ আমার ॥ তাহে কটাক্ষের শর করিয়া সন্ধান। জুর২ করিতেছ আমার পরাণ॥ তবঅনুকূল এবে হইয়া মদন। প্রখর পঞ্চশরে করিছে দাহন ॥ অতেব প্রসন্ন হয়ে এদীনের প্রতি। রতিদানে এ অধীনে তোষ রসবতী ॥ এতেক বিনয় বাক্য করিয়া শ্রবণ। রমণী সম্মত তাহে হইলা তখন ॥ চিনির পুটলি রাখি দোকান উপরে। মদক মোহিনী লয়ে প্রবেশি অন্দরে ॥ সুখের শয্যায় তারে করিয়া স্থাপন। নির্ব্বিঘ্নে করিলস্বীয় অভিষ্ট সাধন ॥ মদকের ভৃত্য এক এই অবসরে। চিনির পুটলি লয়ে খুলি নিজ করে ॥ কিঞ্চিৎ বালুকা তাহে রাখিয়া সে জন। পূর্ব্বের শর্করাসব করিলা হরণ ॥ পরে রামা শীঘ্র আসি মদক হইতে। পূর্ব্ব মত জানি চিনি আছে পুটলিতে ॥ লইয়া বসনে অঙ্গ ঢাকিয়া তখন। অতি বেগে পতি আগে করিলা গমন ॥ তখন তাহার পতি চিনির পুটলি। খুলিয়া দেখিল তাহে আছে সুধু বালি ॥ রমণীর প্রতি তবে করিল জিজ্ঞাসা। "আমার সহিত প্রিয়া করিছ তামাসা? ॥ শর্করা করিতে ক্রয় করিনু প্রেরণ। তার বিনিময়ে বালু আনিলে একন? ॥ তাহে রামা নাহি হয়ে ভাবিত অন্তর।

আপন পতির প্রতি করিল উত্তর ॥ ‘যখন আলয় হৈতে করিনু গমন। বৃষ এক সম্মুখেতে হইল দর্শন ॥ তাহার ভয়েতে শীঘ্র পলাইয়া যেতে। অকস্মাৎ আমি নাথ পড়িনু ভূমেতে ॥ তাহে হস্ত হৈতে পয়সা হৈল পতন। সেই স্থানে আছিল অনেক লোক জন ॥ সত্তায়ে পয়সা তাহাদের সম্মুখেতে। লজ্জিতা হইনু আমি বাছিয়া লইতে ॥ সে ভূমির বালকা লইয়া একারণ। লজ্জা ভয়ে পুন গৃহে করিনু গমন ॥ বুঝ কিছু পাই ইথে থাকিবা.কু পারে। দেখ দেখি প্রাণ নাথ বালকা ভিতরে’॥ এতেক কাতর বাক্য করিয়া শ্রবণ। স্নেহে করি রমণীর বদন চুম্বন ॥ করে ধরি ক্রোড়েকরি অধিক যতনে। রমণীর প্রতি কহে করুণ বচনে ॥ কেন অল্পবিষয়েব কারণ সুন্দরী। বালুকা আনিলে তুমি এত ক্লেশ করি ॥ উপস্থিতবক্তৃতায় চতুরা রমণী। স্বামী ক্রোধহতে এড়াইল সেই ধনী ॥ বিজ্ঞ করিয়া সাঙ্গ এইউপাখ্যান। বিদায়ে খোজেস্তা প্রতি কহিলা তখন ॥ ‘অনমতি তোমায় গো দিলাম এক্ষণ। এবে বন্ধু সমীপেতে করহ গমন ॥ যদি প্রিয়তম তব প্রতি করে রোষ। ছলনা করিয়া তাঁরে করিবে সন্তোষ’॥ খোজেস্তা শুকের বাক্যে প্রতীত হইয়ে। গমন করিতেছিল বন্ধুর আলয়ে হেনকালে রজনী হইল অবসান। সে কারণ নিবারণ হইল পয়ান

ষড়বিংশতি ইতিহাস ॥

অথ এক রাজা এক সদাগরের কন্যার

কারণ সমূহ কষ্ট পাইয়া প্রাণত্যাগ

করিয়াছিলেন তাহার প্রসঙ্গ ॥

তোটকছন্দ ॥ ষড়বিংশদিনে ভানু অস্তগতে। শশধরা জ্যোতি শোভে গগণেতে ॥ হেনকালে অতি ব্যাঙ্গস হৃদয়ে। খোজেস্তা বিহঙ্গ সমীপেতে গিয়ে॥ কহে বলি শুকতব সন্নিধানে। যা বলিয়াছে জ্ঞান বান জনে ॥ নারীলাজ হীনা হলে নিন্দেসা ধরা পূর্ণ হয় তাহার স্বরবে ॥ লোকে গঞ্জনালাঞ্ছনা করে তারে করে অপমান অপরে স্বপরে ॥ নারীগণ হতে সেই মন্দ নার করে সব নাশ হয়ে ব্যভিচারী ॥ অতেব এখন আমি ইচ্ছাকা রব গৃহে বসি চিত্তে ধৈর্য্য ধরি ॥ একারণ মম মানস এখ নাহি যাব পর পুরুষ সদনে ॥ শুনি কহে শুক বলিলে যো যা এপ্রমা ন বটে আমি মানি তাহা ॥ কিন্তু এই ভয় মম হয় ম যদি সহ্য করি তুমি রহ প্রাণে ॥ পাছে পাডাপাও রাজার মতন হৃদে আসি পারিচের হুতাশন ॥ শুনি কহে ধনী কহ কাহিনি। শুক কহে তবে শুন ঠাকুরাণী ॥ ❀ ॥

দীর্ঘ চৌপদী ॥ সৌরাষ্ট্র নগরে ছিল এক সদাগ নানা গুণে গুনাকর ছিল তার পূর্ণ ধনাগার। রূপে গুণে ধ ধন্যা তুলনা কি দিব অন্যা রমণীর অগ্রগন্যা কন্যা এব আছিল তাহার ॥ সে কন্যার রূপ গুণ প্রকাশিল ত্রিভুবন করে ধনি গণ আকিঞ্চন উদ্বাহ কারনে। কিন্তু সেই সদাগরে সম্মত নাহল কারে বিলেক বিদায় করে সবাকারে বিন বচনে ॥ একদিন তদনন্তরে উক্তধনি সদাগরে আপনার দ

তারেঃ বিবাহের যোগ্য নিরখিয়া । সবিনয় পুরঃ সরেঃ তত্রস্থ অধিপতিরেঃ লেখে এক লিপি তারেঃ তনয়ার রূপ বর্ণাইয়া। "আছয়ে মম নন্দিনীঃ হেরে তার রূপ খানিঃ দ্রুত গামিনী দামিনীঃ লাজে ভয়ে ক্ষণ প্রভা ধরে । শারদ নির্ম্মল শশীঃ হেরি তার মুখ শশীঃ ম্লান হয়ে দিবা নিশীঃ অভিমানে তনু ক্ষীণ করে ॥ তাহার যুগল আঁখি' সরঙ্গ গণে নিরখিঃ মনেতে হইয়া দুঃখীঃ বিপিনে করিল পলায়ন ॥ সঙ্কিত সন্তুস বেণিঃ নিরখিয়া ভুজঙ্গিনীঃ অন্তরে হয়ে তাপিনীঃ করে তনু বিবরে গোপন ॥ গমন মরাল জিনিঃ বিম্ব ওষ্ঠী পীন স্তনীঃ অতি স্থূল নিতম্বিনীঃ রম্ভা উরু হরি কক্ষ জিনি । বদনে ঈষদ্ হাসেঃ যেন চপলা প্রকাশেঃ তাহাতে অমিয় ভাষেঃ মুগ্ধ হয় পিক কুল শুনি ॥ এতাদৃশ গুণ যুতা, সুরূপা মম দুহিতাঃ যদি হে বরুণা পাতাঃ কৃপা করি করহ গ্রহণ । তবে বাড়ে মম মানঃ সকলে করে সম্মানঃ সে কন্যা তোমারে দানঃ করি ভূপ এই আকিঞ্চন ?" ।। সদাগর দত্ত পাতিঃ প্রাপ্ত হয়ে নর পতিঃ অন্তরে আনন্দ অতিঃ হয়ে মনে করে আন্দোলন । "যখন যার অদৃষ্টঃ করে তারে শুভ দৃষ্টঃ তখন দ্রব্যোৎকৃষ্টঃ চেষ্টা বিনে পায় সেই জন" ।। তদন্তর নৃপবরঃ ডাকি চারি মন্ত্রী বরঃ কহে' সবে সদাগরঃ ভবনেতে করিয়া গমন্য যদ্যপি তাহার কন্যাঃ হয় রূপে গুণে ধন্যাঃ তবে সবে মম জনে মমালয়ে কর আনয়নঃ ॥ পরে মন্ত্রী চারিজন' নৃপাজ্ঞা করি ধারণঃ সদাগরের সদনঃ শীঘ্রগতি করিয়া গমন। নিরখিয়া সে

ললনাঃ জ্ঞানহত চারি জনাঃ হয়ে করে বিবেচনা। কি উপায় করিব এক্ষণ ।। যদি এই রূপ বতিঃ কন্যা হেরে নর পতিঃ তবে মত্ত হয়ে অতিঃ রাজ্যে মনযোগ করিবেনা। সর্ব্ব কর্ম্ম হবে নষ্ট প্রজা হইবে দুষ্টঃ প্রজাগণ পাবে কষ্টঃ শিষ্ট জনে পাইবে যন্ত্রণা ।। এত ভাবি মন্ত্রী গণেঃ আসি রাজ সন্নিধানেঃ সবিনয় সম্বোধনেঃ ভূপতিকে কহে যোড়করে। মহারাজ সেই নারীঃ নহে বিশেষ সুন্দরীঃ তেমত অনেক নারীঃ আছে রায় রাজঅন্তঃপুরে ।। এতেক করি শ্রবণ নৃপতি কহে তখনঃ তবে আর প্রয়োজনঃ সে কন্যায় নাহিক আমার। এত কহি নর রায় বিবাহ না করে তায় শুনি সদাগর হয় নিরাশায় বিরস অন্তর অবশেষ সদাগরে অগত্যা ভাবিয়া পরে সে দেশের কোটালেরে দুহিতা করিল সমর্পণ। শুভ বিবাহ অন্তরে সে নারী ভাবে অন্তরে আমা হেন রূপসীরে ভূপতি না করিল গ্রহণ।। আমার সৌন্দর্য্য তাঁরে দেখাব কোন প্রকারে দেখি নৃপ হেরি মোরে কিবা মনে করেন তখন। এতেক করি মন্ত্রণা একদিন সে ললনা অলঙ্কারে বিভূষণা হয়ে স্বীয় প্রাসাদ উপরে। ডাঁড়াইল সে রূপসী মুখে মৃদু হাসিঃ বিস্তারি লাবন্য ফাঁসি পুরুষ বিহঙ্গ ধরিবারে হেন কালে ধরাপতিঃ ভ্রমনে সেদিকে গতিঃ করি সেই রূপবতী দরশন করিয়া নয়নে। কামেতে আশক্ত অতি পুন পুরে করি গতি সচিব গণের প্রতিঃ কহিতেছে অতি ক্রোধ মনে ।। কেন তোমরা সকলেঃ রমণীর নিন্দা ছলেঃ ছলনায় ভুলাইলে মিথ্যা

বাক্য করি প্ররোচনঃ। এত শুনি মন্ত্রী গণঃ হয়ে ভয়ে ভীতমনঃ বলেঃ শুনহে রাজনঃ শ্রীচরণে করি নিবেদন॥ কন্যার সৌন্দর্য্য হেরিঃ আমরা মনে বিচারিঃ যদি সে রূপসী নারীঃ আপনার কাছে লয়ে যাই। তবে রূপবতী পায়েঃ রাজ্য কার্য্য পাসরিয়েঃ প্রেমে উনমত্তহয়েঃ রবে ভেবে মিথ্যা কহি তাইঃ॥ এতেক বচন শুনিঃ কহিতেছে নৃপমণিঃ যাকহিলে সত্য মানিঃ ভাল করে ছিলা সে বিষয়। কিন্তু এবে হেরি তায়ঃ ব্যঙ্গল কাম জ্বালায়ঃ হইলাম নিরূপায়ঃ বল সবে কি করি উপায়॥ শুনি মন্ত্রী গণ কয়ঃ কিভাবনা আছে তায়ঃ আনিব সে ললনায়ঃ চাহি কোতয়াল সমীপেতে। সহজে না দিলে পরেঃ আনিবেন বলাৎকারেঃ বল কে রাখে তাহারেঃ আপনি চাহলে কোনমতে॥ এতেক করি শ্রবণঃ কহিছেন ভূভূষণঃ যাকহিলে মন্ত্রীগণ এনহে রাজার ধর্ম্মনীতি। প্রজা আর ভৃত্যগণেঃ দণ্ড অপরাধ বিনেঃ দিলে ধর্ম্ম সবে কেনেঃ চরমেতে হইবে দুর্গতিঃ। তদন্তরে অপরেঃ সদাগর কন্যা ভয়েঃ ভাবে নিরান্তরান্তরেঃ চিন্তার্ণবে হইয়া মগন। ভাবিতেং তারেঃ কতক দিবসান্তরেঃ পীড়াহয়ে কলেবরেঃ ভূপতির হইল মরণঃ॥ সাঙ্গকরি উপাখ্যানবিহঙ্গ কহে তখনঃ করিধৈর্য্য মালম্বনঃ পঞ্চত্ব পাইল পৃথ্বী পতি। তাই বলিগো তোমারেঃ থাকিলে বিরহ ধরেঃ নিদারুণ চিন্তা জরেঃ পাছে ঘটে ধরেশ দুর্গতি॥ অতএব এইক্ষণেঃ কর গতি প্রিয় স্থানেঃ সুখে রস আলাপনেঃ করগিয়া যামিনী যাপনঃ। খোজে

তা শুনি ফলনেঃ যাত্রাকরে বন্ধু স্থলেঃ নিশা শেষ হেন কালেঃ অভিসার হইল বারণ ॥ ❀ ॥

সপ্ত বিংশতি ইতি হাস ॥

অথ এক রাজা স্বর্ণকারকে

সেনাপতি করিয়াছিলেন তাহার প্রসঙ্গ ॥

পয়ার ॥ দিনকর অগ্রসর পাশ্চম শিখরে। নিশা পতি স্বীয় জ্যোতি প্রকাশে অম্বরে ॥ হেন কালে নেত্র জলে পূর্ণ দুনয়ন। সে খোজেস্তা উপনীতা শুকের সদন ॥ হয়ে ধনী কহে বাণী কাতর অন্তরেঃ। ওহে শুক মন দুঃখ কি কব তোমারে ॥ এক দীন ভাগ্যহীন আরবীয় জাতি। একজন ভাগ্যবান স্থানেং করি গতি ॥ কহে তারে সে কাতরেঃ শুন মহাশয়। অভিলাষ মম আশু যাইব মককায় ॥ শুনি ধনি কহে বাণী করহ গমন। আর বা কয় মহাশয় নাহি কিছু ধন ॥ এবচন সে শ্রবণ করিয়া তখন। বলে দান যোগ্য হীন হয় যেই জন ॥ মককায়েতে যদি চিত্তে করে সেই জন। অনুচিত কাহ হিতঃ নহে সন্তাপন ॥ তেকারণ নিরঞ্জন সেই নরাধমে। দেন নাহি সার কহি যেতে মককাধামে ॥ আর বা কয় মহাশয় ব্যবস্থা কারণ। তবঠাই আসি নাই শুন বিবরণ ॥ কিছু ধন আকিঞ্চন করিয়া মনেতে। মমগতি মহামতি তব সমীপেতে ॥ সেই রূপ আমি শুক তব নিকটেতে। আসি নাই উপন্যাস শ্রবণ করিতে ॥ কিবল বঁধুর কাছে করিতে গমন। অনুমতি হেতু আসি তোমার সদন ॥ শুক শুনি

কহে শুক প্রবোধ বচনে। ' মম বাক্যে ক্ষোভিতা হৈয়না তুমি মনে॥ কারণ বন্ধুর বাক্য যে করে শ্রবণ। ইহ পরকালে হয় সুখের ভাজনং॥ এত শুনি কহে ধনী বিহঙ্গে তখন। ' ওহে শুক তুমি মম সুহৃদ সুজন॥ কেন জ্ঞানবাক্য মোরে করাও শ্রবণ। যাহাতে সফল হয় মম আকিঞ্চন॥ অদ্যকার রজনী দেখিছে অন্ধকার। একাকিনী যেতে শঙ্কা হতেছে আমার॥ একারণ এই ইচ্ছা হয় মম মনে। এক জন দাস লয়ে যাই প্রিয় স্থানেং॥ শুক কহেং দাস গণ নীচ লোক অতি। তাহা দিগে্য সঙ্গে লওয়া না হয় যুকতি॥ কারণ সুবিজ্ঞ অতি বুদ্ধিবান জনে। নীচ লোকে প্রত্যয় না করে কোন স্থানে॥ আপনি করেন নাই কখন শ্রবণ একজন নীচ হস্তকার উপাখ্যান॥ খোজেস্তা কহিছেঃ শুক সেই উপাখ্যান। বিস্তারিয়া মোরে তুমি বলহে এক্ষণ॥ * ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী॥ শুক কহে ' ঠাকুরাণিঃ শুনং সে কাহিনিঃ দিনেক অনেক হস্তকারে। প্রমত্ত মদিরাপানে ' উন্মত্ত হয়ে সে জনেঃ পড়ে মন পাত্রের উপরে॥ লাগি সর্ব্বাঙ্গে আঘাতঃ রুধির হইল পাতঃ ক্ষত অঙ্গ হৈল সে কারণ। কিছু দিবস অন্তরেঃ ক্ষত শুষ্ক হলে পরেঃ রহে চিহ্ন অস্ত্রের যেমন॥ দৈবে হস্তকারের দেশেঃ বহু অনাবৃষ্টি বশেঃ দুর্ভিক্ষ যে হইল অপার। একারণ হস্তকরঃ গেল অন্যেক নগরঃ কর্ম্ম চেষ্টা করিতে তাহার॥ তথা কার নরপতিঃ সেই হস্তকার প্রতিঃ হটাৎ করিয়া দরশন। অস্ত্র চিহ্ন দ্বারেতেঃ দেখি ভূপ ভাবে চিতেঃ বুঝি বীর হবে এইজন॥

নহে অস্ত্র ক্ষত রেখাঃ ইহার শরীরে দেখাঃ নাহিক যাইত কদাচন
এতেক চিন্তি অন্তরেঃ মহীপ সে হস্তকারেঃ যোদ্ধৃ কার্য্যে করে
নিয়োজন ।। ক্রমেহ পদতারঃ বাড়াইল নরেশ্বরঃ করি বহু মর্য্যা
দা প্রদান । হস্তকার আহ্লাদ চিত্তেঃ থাকে [illegible] সহিতেঃ ক্রমেহ
বাড়িল সম্মান ।। কিছু দিবস অন্তরেঃ ধরণী ধর নগরেঃ বৈরিগ
ণে করে আগমন । সে কারণে নরপতিঃ হস্তকারে সেনাপতিঃ
করিবারে চাহিলা তখন ।। হস্তকার ইহা শুনিঃ মনেতে আশঙ্কা
গণিঃ পীড়িত হইয়া অতিশয় । গল লগ্নকৃত বাসেঃ নৃপতি সমী
পে এসেঃ ধরি পদে করিল বিনয় ।। শুন ওহে নরেশ্বরঃ আমি
মেতে হস্তকারঃ যুদ্ধ কার্য্য না জানি কখন । দুর্ভিক্ষ হইল দেশেঃ
একারণ তব পাশেঃ আসি করি জীবন ধারণ ।। এতেক শ্রবণা
ন্তরঃ হাস্য করি নরেশ্বরঃ মনে অতি লজ্জিত হইল । উপযুক্ত এক
জনেঃ সেনাপতি সেই ক্ষণেঃ করি সেই যুদ্ধে পাঠাইল ।। শুক
এই উপাখ্যানঃ আশুকরি সমাধানঃ খোজেস্তারে করে নিবেদন ।
ঠাকুরাণী, দাস সনেঃ প্রিয় তব নিকেতনেঃ কদাচিত করো না
গমন । বরং তুমি একাকিনীঃ যাও ওগো সুলোচনীঃ শুনি ধনী
একাকী চলিল । হেনকালে ত্বরা করিঃ পোহাইল বিভাবরীঃ
অভিসারে নিরাশ হইল ।। ৩৭ ।।

## অষ্ট বিংশতি ইতিহাস ।।

অথ এক সিংহ এক শৃগাল বৎস পালন করিয়া
ছিল তাহার এবং সিংহ বৎসদিগের প্রসঙ্গ ।।

জানি ॥ তাহে তব এত দয়া হইল যখন। কেমনে এবৎসে আমি করিব ভক্ষণ॥ স্ত্রীজাতি সরলা অতি কোমল পরাণ। কেমনে সে প্রাণে হেন হবে সমাধান॥ যদি তুমি আজ্ঞা কর এবৎসে এক্ষণ তবে পুত্র সম করি যতনে পালন॥ শুনিয়ে তাহাতে সিংহ সম্মত হইল। সিংহানী শৃগাল বৎস পালিতে লাগিল॥ সিংহের শাবক ওই বৎসকে তখন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জ্ঞানে তারা করে আচরণ॥ এক দিন তিন বৎস মৃগ শীকারেতে। গমন করিল কোন গহন বনেতে। উন্মত্ত মাতঙ্গ এক করি দরশন। ভয়ে শিবা বৎস হয় বিবরে গোপন॥ সিংহের শাবক দ্বয় করে দরশন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা করা ভয়ে কৈল পলায়ন॥ তখন তাহারা ভয়ে ভীত হয়ে অতি। পলায়ন করি আসি আপন বসতি॥ জননীকে সব কথা করিলা জ্ঞাপন। শুনিয়ে সিংহানী কহে শুন বৎস গণ। শৃগাল শাবক সেই বস কি প্রকার। তোমাদের ন্যায় হবে সাহস তাহার॥ বিহঙ্গ করিয়া সাঙ্গ এই উপাখ্যান। অনুমতি খোজেস্তারে দিল সেই ক্ষণ॥ খোজেস্তা উদ্যত যেতে বঁধুর সদন। হেনকালে নিশাশেষ উদয় তপন॥ তরু শাখাপরে ডাকে বিহঙ্গম গণ। একারণ নিবারণ হইল গমন॥ ❊॥

## উনচত্বারিংশৎ ইতিহাস॥

### অথ এক প্রধান ব্যক্তি এক সর্পকে আপন বস্ত্রের মধ্যে লুকাইয়াছিল তাহার প্রসঙ্গ॥

ললিত পয়ার॥ নলিনী বান্ধব অস্ত হইলা যখন। কুমুদিনী

শায়ক দিলেন দরশন ॥ হেন কালেতে খোজেস্তা অশ্রু নয়নেতে শুকের নিকটে ধনী কহে কাতরেতে ॥ ওহে শুক প্রেমানলে আমার হৃদয়হে। দাহন হতেছে বস কি করি উপায় হে ॥ দারুণ বিরহ জ্বালা সহিতে না পারি হে। অবলা সরলা বালা নিবারিতে নারি হে ॥ প্রেমেতে এতেক জ্বালা আগেতে না জানি হে। জানিলে তবে কি প্রেমে মজে এরমণী হে ॥ কিবল নয়নে মাত্র উভয়ে দর্শন হে। ইহাতে ব্যাকুল প্রাণ তাহারি কারণ হে ॥ তাহার সে রূপ শুক অন্তরে উদয় হে। শয়নে স্বপনে জাগে পাসরা বায়কে ॥ অদ্য নিশা যাহে বন্ধু দরশন পাই হে। ত্বরিতে বিহঙ্গ কৃপাকরি কর তাই হে ॥ খোজেস্তারে দেখি ব্যস্ত শুক ভীত হইল। শান্তনা করিতে তারে প্রিয় ভাবে কহিল ॥ ঈশ্বরের কাছে সদা করি প্রার্থনা গো। যাহে বন্ধু সনে তুর্ণ পূরাও বাসনা গো ॥ প্রতি রজনী তোমাকে ওগো গুণবতী গো। প্রিয় সন্নিধানে যেতে দেই অনুমতি গো ॥ বিলম্ব করিয়া তুমি যাইতে না পার গো। ইথে অপরাধ কিসে বলহ আমায় গো ॥ অদ্য তুমি প্রিয় স্থানে করহ গমন গো। পূর্ণ কর আশা তারে করি দরশন গো ॥ কিন্তু শত্রুকে বিশ্বাস করোনা কখন গো। প্রত্যয় করিলে ঘটে বড় বিঘটন গো ॥ যেমন প্রধান এক মতিমান সার গো। সর্পহৈতে যে দুর্দশা ঘটে ছিল তার গো ॥ যদি তুমি শত্রু জনে করহ প্রত্যয় গো। সেইরূপ দশা তব ঘটিবে নিশ্চয় গো ॥ শুনি ধনী জিজ্ঞাসিল ॥ কহ শুক শুনি। শুক কহে তবে কহি শুন ঠাকুরাণী ॥ ✽ ॥

পয়ার ॥ "এক দিন প্রধান মনুজ এক জন। গিয়াছিল কান নেতে মৃগয়া কারণ ॥ অকস্মাৎ সর্প এক গিয়া তার স্থানে। কহিল তাহারে অতি কাতর বচনে ॥ "মহাশয় মোরে দয়া কর বিতরণ। কাতরে লইনু আমি তোমার শরণ ॥ শুনি সেই ভাগ্যধর কহে ভুজঙ্গেরে। "কি জন্য সভীত তুমি হয়েছ অন্তরে?" ॥ সর্প কহে, "মহাশয় করি নিবেদন। পশ্চাৎ আসিছে মম শত্রু একজন ॥ দীর্ঘদণ্ড করি এক হস্তেতে ধারণ। বিনাশিতে মোরে করিতেছে আগমন ॥ প্রাণ ভয়ে হয়ে অতি ব্যাকুল দীন। এবি পদে লইলাম তোমার শরণ" ॥ এত শুনি সেই জন ভুজঙ্গে তখন আপন বসন মধ্যে করিল গোপন ॥ দণ্ডেক বিলম্বে যষ্টি লয়ে একজন। ভাগ্যধর সমীপেতে করি আগমন ॥ বলে "এক কৃষ্ণবর্ণ ভুজগ দুর্জ্জয়। মম অগ্রে পলাইয়া এসেছে হেথায় ॥ আপনারা কেহ দেখিয়াছ কিনা তায়?" ভাগ্যধর কহিছে "দেখিনে মহাশয়" ॥ শুনি সেই জন করি বহু অন্বেষণ। অবশেষ করে স্বীয় আলয়ে গমন ॥ তদন্তর ধনবান কহে ভুজঙ্গেরে। "তব বৈরি এইক্ষণ গেল নিজাগারে ॥ অতএব বাহির হইয়া এইক্ষণ আপনার স্থানে তুমি করহ গমন" ॥ শুনি সর্প কহে "তোরে দংশিব এখন। পশ্চাৎ আমার স্থানে করিব গমন ॥ আমার জাতির ধর্ম্ম জান না কখন? আমি তোর বৈরি ওরে হলেম এক্ষণ ॥ তুইরে নির্ব্বোধ কৈলি আমারে প্রত্যয়। জেনে শুনে হিংসকেরে দিলিরে আশ্রয়" ॥ শুনি ভাগ্যধর কহে "ওরে দুরাচার। বিপ

দ হইতে তোরে করিনু উদ্ধার ॥ এই কি তাহার ওরে প্রতি উপকার। এক্ষণে আমাকে চাহ করিতে সংহার॥ শুনিয়া ভুজঙ্গ তারে করিল উত্তর। ‘বড়ই নির্ব্বোধ তুই জ্ঞানহীন নর॥ বস্ত্র মধ্যে মোরে স্থান দিয়াছ যখন। তখনী জেনেছ তব নিশ্চয় মরণ॥ কারণ রে বলিয়াছে জ্ঞান বান জনে। যে জন বিশ্বাস করে খলের বচনে॥ তাহার উত্তর কাল না হয় মঙ্গল। পদেই আসি ঘটে বিপদ সকল॥ আর নাহি বোধ যাহাদের উপকারে তাহাদের উপকার যেই জন করে॥ আপনার মৃত্যু সেই করে আবাহন। ইষ্ট সাধনেতে হয় অনিষ্ট ঘটন’॥ এ কথা শুনিয়া চিন্তি সেই ভাগ্য ধর। ছলনা করিয়া সর্পে করিলা উত্তর॥ ‘ওহে সর্প শুন এবে আমার বচন। আর এক সর্প হেথা করিছে গমন॥ চল তাহে এই কথা করি বিজ্ঞাপন। সেহ যদি কহে মোরে করিতে দংশন॥ পরে তব স্বেচ্ছা যাহা করো সেইক্ষণে’। নির্গত করিল মুখ সর্প ইহা শুনে॥ এই অবসর পায়ে সেই ভাগ্য ধর। সর্পের মস্তকে এক মারিল প্রস্তর॥ প্রস্তর আঘাতে সর্প ত্যজিল জীবন। প্রধানাপনালয়ে করিল গমন॥ শুনিয়া খোজেস্তা শুকে কহিলা তখন। ‘তব নীতি বাক্য আমি করিনু শ্রবণ॥ এক্ষণে কর্‌হম ম প্রার্থনা গ্রহণ। অনুমতি দেহ যেতে বন্ধুর সদন’॥ শুক বলে ‘প্রিয় পার্শ্বে করহ গমন। সর্ব্বদা মানসে মম এই আকিঞ্চন’॥ শুনি ধনী করে গতি যেন মাতঙ্গিনী। হেন কালে

সুপ্রভাত হইল যামিনী ॥ পুনঃ ধনী শুকের সমীপে আসি কয় । "নিশী শেষ এ সময় যাওয়া যুক্তি নয়" ॥ এত কহি করে অন্তঃপুরেতে গমন । যাইতে নারিল উপপতির সদন ॥ ❋ ॥

ত্রিংশত ইতিহাস ॥

অথ এক স্বর্ণকার গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া নষ্ট হইয়াছিল তাহার প্রসঙ্গ ॥

ত্রোটকচ্ছন্দ ॥ পশ্চিম শিখরে অস্তগত রবি । সুন্দরী না হক প্রকাশিল ছবি ॥ সুখের যামিনী হইল উদয় । শোভিছে গগনে তারকা নিচয় ॥ হেনকালে করি ফলাদি ভোজন । ওষ্ঠ রাগে করি তাম্বুল সেবন ॥ হয়ে হর্ষযুক্তা সে খোজেস্তা ধনী । বাঁধিল চিকুরে সুবিনোদ বেণী ॥ কোমলাঙ্গে করে চন্দন লেপন । যার সৌরভে মোহিত জনমন । যতনে কাজল পরিল নয়নে । যার মুগ্ধ হয়ে যাব দরশনে ॥ অনঙ্গে আকুল নাশিতে দুকূল । পরিল যখনে কাষায় দুকূল ॥ হয়ে চন্দ্র বদনে বিভূষিতা । শুক সন্নিধানে ধনী উপনীতা ॥ কহে "অদ্য নিশী সুখে শুক মোরে দেহ অনুমতি যেতে প্রিয় ঘরে ॥ বিরহ যাতনা সহেনা পরাণে হৃষ্ট চিত্তে সখী তার দরশনে" ॥ শুনি শুক কহে "শুন চন্দ্রাননে এক নীতি মম রাখিবে স্মরণে ॥ কদাচ তোমার গোপন বারতা প্রকাশ করোনা ভূপতি বনিতা ॥ যদি প্রকাশ কর গো বিনোদিনী । তবে বিপদে পড়িবে ঠাকুরাণী ॥ গোপন বারতা প্রকাশি যেমন স্বর্ণকার হারাইল প্রাণধন" ॥ এতেক বচন শুনি কহে ধনী । শুক সেই ইতিহাস কহ শুনি ॥ ❋ ॥

পয়ার ॥ শুক কহে ঠাকুরাণী কর অবধান। একদেশে ছিল স্বর্ণকার ধনবান ॥ অনেক সিপাহি ছিল সেই নগরেতে। সঙ্গতা করিল স্বর্ণকারের সহিতে ॥ যথেষ্ট ভরসা তার রাখিত সিপাই। কোনমতে তার প্রতি অপ্রত্যয় নাই ॥ করিত শারদ্য ভাবে বহু সমাদর। কোনমতে স্বর্ণকারে না ভাবিত পর ॥ এক দিন সিপায়ের ভাগ্য সংস্কার। হয়েছিল সেই কথা শুন চমৎকার ॥ কার্য্যবশে রাজবর্ত্মে করিতে গমন। পথ মধ্যে পথে এক পাইল সেজন ॥ খুলিয়া বন্ধন পুঁথ করিয়া দেখিল। অনেক সুবর্ণ মুদ্রা তাহাতে পাইল ॥ পাইয়া সে স্বর্ণমুদ্রা করিল গণন। সার্দ্ধদ্বয় শত তাহে হইল গণন ॥ পাইয়া বিপুল অর্থ হৃষ্ট চিত্ত হয়ে। গমন করিয়া স্বর্ণকার সখা লয়ে ॥ বলে সখা অদ্য মম ভাগ্য অনুকূল। বিনাশ্রমে স্বর্ণমুদ্রা পেলেম বিপুল ॥ অদ্য আমি কার্য্যবশে রাজবর্ত্মে যেতে। পাইলাম থলে এক পথের মধ্যেতে ॥ স্বর্ণকারে সিপাই কহিয়া এবচন। সখার নিকটে গচ্ছিত করি রাখে সেই ধন ॥ কিছু দিনপরে সেই সিপাহি সেজন। স্বর্ণকার আলয়েতে করিয়া গমন ॥ বলে সখা স্বর্ণমুদ্রা দেহ হে আমারে। শুনিয়ে সকোপ স্বর্ণকার কহে তারে ॥ কোন কালে মুদ্রা তুমি রেখেছ গচ্ছিত। অনত কহিছ বাক্য একি অনুচিত ॥ এতদিন বন্ধুভাবে ছিল মম জ্ঞান। এক্ষণে জানিনু তুমি শত্রুর সমান ॥ নচেৎ এতেক মোরে করি প্রবঞ্চনা। কদাচিৎ তুমি স্বর্ণমুদ্রা চাহিতেনা ॥ এত শুনি সিপাই হইয়া নিরুপায়

কাজির নিকটে গিয়া সকল জানায় ॥ কাজি; অবগত হয়ে তাবৎ বিষয়। সিপাহিরে জিজ্ঞাসিল হইয়া সদয় ॥ 'শুন হে সিপাহি এবে বচন আমার। এবিষয়ে কেহ সাক্ষী আছয়ে তোমার'॥ সিপাহি কহিল 'সাক্ষী নাহি কোন জন'। শুনি কাজি মনেং করে বিবেচন॥ 'স্বর্ণকার জাতি হয় অবিশ্বস্ত অতি; অধার্ম্মিক প্রবঞ্চক হয় দুর্ম্মতি ॥ অবশ্য; নির্দ্দোষি এই সিপায়ের ধন দুরাচার স্বর্ণকার করেছে হরণ' ॥ এই মত বিবেচনা করিয়া অন্তরে। স্বর্ণকার আর স্বর্ণকার রমণীরে ॥ আনাইয়া সকল বিষয় জিজ্ঞাসিল। শুনিয়া তাহারা দোঁহে কেন না মানিল॥ কাজি কহে: 'বোধ করিয়াছি বিলক্ষণ, নিশ্চয় লয়েছ তুমি সে পায়ের ধন ॥ যদ্যপি সহজে দুষ্ট না দাও এক্ষণ। তবে পাঠাইবো তোরে সমন সদন'॥ এত কহি কাজিগিয়া বাটীর ভিতরে। দুইজন নরে এক সিন্দুক ভিতরে ॥ গোপন করিয়া রাখিলেক এক ঘরে হেনরূপে যেন কেহ লক্ষিতে না পারে ॥ পুনঃ স্বর্ণকারে আনি কহি লাতখন।: যদি তুমি স্বর্ণমুদ্রা না দাও এক্ষণ ॥ তবে প্রাণরক্ষা নাহি হইবে তোমার: । এত কহি দুইজনে লয়ে আর বার। যেগৃহে মনুষ্য দুয়ে করিল গোপন। সেই গৃহে দুইজনে করিল বন্ধন ॥ সেই গৃহ মাঝে অর্দ্ধ রজনী সময়। স্বর্ণকার দারা স্বর্ণকার প্রতি কয় ॥ 'যদি লয়ে থাক তুমি সিপাহির ধন। কোথা রাখিয়াছ মোরে করহ জ্ঞাপন: এতেক নারীর বাক্য করিয়া শ্রবণ। কহিল 'অমুক স্থানে করেছি গোপন': ॥ এই রূপে দোঁহে

হয়ে কথব কথন। সিন্দুকে থাকিয়া শুনে সেই দুইজন ॥ ক্ষণ কাল পরে নিশী প্রভাত হইল। বিচার আসনে কাজি আসিয়া বসিল। পরে স্বর্ণকার আর তার রমণীরে। বিচার আলয়ে আনাইল দোঁহাকারে ॥ তদন্তর সিন্দুক হইতে দুই জনে। আনায়ে জিজ্ঞাসে কাজি আপন গোচরে ॥ গত রজনীতে স্বর্ণকার রমণীরে। কি কথা কহিল শাহ বনক্ষ্য মাঁরে ॥ নিশী যোগে দোঁহে যাহা করিল শ্রবণ। সেই কথা কাজিকে করিল নিবেদন ॥ আদ্য অন্ত কাজি সর্ব্ব করিয়া শ্রবণ। স্বর্ণকারালয়ে লোক করিয়া প্রেরণ ॥ যেই স্থানে স্বর্ণমুদ্রা আছিল গোপন। উঠাইয়া সন্নিকটে আনায়ে সে ধন ॥ সিপাহিরে সেই ধন করি সমর্পণ। ফাঁসিকাষ্ঠে স্বর্ণকারে করে নিধন ॥ উপাখ্যান সমাপন করি শুক কয়। যদি রমণীরে স্বর্ণকার এ বিষয় ॥ না কহিয়া গুপ্তকথা রাখিত গোপনে। তবে কি সে স্বর্ণকার মরিত পরাণে ॥ এতেক কহিয়া শুক খোজেস্তার প্রতি। প্রিয় নিকেতনে যেতে দিল অনুমতি ॥ খোজেস্তা গমনে অতি হইল উদ্যত। হেনকালে সে যামিনী হইল প্রভাত ॥ সেইকালে কুক্কুটাদি কোলেক ধ্বনি। গমনে বিরত তাহে মেয়মুন রমণী ॥ ৩১ ॥

এক ত্রিংশৎ ইতিহাস ॥

অথ এক সদাগর এবং এক নাপিত অনেক

ব্রাহ্মণকে প্রহার করিয়াছিল তাহার প্রসঙ্গ ॥

ত্রিপদী। তপন অস্তগিরিঃ যাইল সুধাকরিঃ আইল সুখের

যামিনী। উদয় শশধরঃ প্রকাশে চরাচরঃ নিশীতে দিবা অনুমানি হেন কালে খোজেস্তাঃ রতনে বিভূষিতাঃ শুক সমীপে উপনীতা হয়ে কহিছে ধনীঃ ' শুন হে শুকজ্ঞানিঃ কহ হে থাকে যেইকথা ॥ অদ্য আমি অচিরেঃ যাব বঁধু আগারেঃ বিলম্বে হবে বিড়ম্বন ॥ শুনিয়ে শুক কয়ঃ করিঅতি বিনয়ঃ ' শুন গো কহি উপাখ্যান॥

পয়ার ॥ ' বৈজয়ন্ত নামে দেশ বিখ্যাত ভুবন। তাহে ছিল ধনি সদাগর একজন॥ বিপুল অর্থ তাহার কে করেগণন। মন সুখেসদা কাল করিত যাপন॥ এক মাত্র দুঃখে দুঃখী ছিল সদাগর।সন্তান সন্ততি কিছু না্ছিল তাহার॥একদিন মনেং করিছে চিন্তন। ' ধরায় মানব দেহ করিয়া ধারণ ॥ অনাসে প্রচুর অর্থ করি উপার্জ্জন। ইন্দ্রিয়ের সুখে কাল করিন হরণ॥ অচিরে চরম কাল করিলে গমন। জীবনান্তে যেতে হবে সমন সদন ॥ পরেতে বিভব মম কে করে রক্ষণ। বিধি বাম মম পক্ষে না হৈল নন্দন অতএব এইধনে কিবা প্রয়োজন। উচিৎ সৎকর্ম্মে ব্যয় করিতে এক্ষণ ' ॥ এতেক মনের মধ্যে করি আন্দোলন। দীন দৈন্য গণে বিলাইল সর্ব্ব ধন ॥ পরে গৃহে প্রবেশিয়া করিয়া শয়ন। নিদ্রাবশে সদাগর দেখিল স্বপন॥ যেন এক ব্যক্তি আসি কহে সারদ্ধার। ' ওহে সদাগর শুন বচন আমার ॥ আসি যাছি আমি এবে তোমার প্রাক্তন। উপ দেশ তোমারে কহিতে এইক্ষণ অদ্য তুমি সর্ব্ব অর্থ কৈলে বিতরণ। একারণ তবস্থানে মম আগমন ॥ কল্য আমি দ্বিজ মূর্ত্তি করিয়া ধারণ। প্রত্যষে তোমরা

কাছে করিব গমন ॥ আমারে দেখিয়া তুমি তীক্ষ্ণ খড়্গধরে মস্তক আমার তুমি কাটিবে অচিরে ॥ পরে মম প্রাণ ত্যাগ হই বে যখন। সুবর্ণ আমার দেহ হইবে তখন ॥ তদন্তর মম দেহ করি য়া ছেদন। তাবৎ সুবর্ণ তুমি করিবে গ্রহণ ॥ তৎপরে আমার দেহ হবে পূর্ব্বাকার। তাহাতে কিছুই চিন্তা নাহিক তোমার ॥ এত কহি ভাগ্য তা র হৈল অদর্শন। সদাগর সুখে করি রজনী যাপন ॥ পরদিন নিদ্রাহতে উঠি প্রত্যুষেতে। বাহির হইয়া আসি বাহির বাটিতে ॥ অচিরে নাপিত এক করি আনয়ন। খেউরি হতে সদাগর বসিলা তখন ॥ হেন কালে ভাগ্য তার দিল দরশন। অভেদ ব্রাহ্মণ রূপ করিয়া ধারণ ॥ সদাগর নিরখি য়া উঠি সেইক্ষণ। খড়্গ লয়ে করে দ্বিজ মস্তক ছেদন ॥ খড়্গা ঘাতে দ্বিজবর ত্যজিল জীবন। স্বর্ণ হৈয়া হৈল দেহ ভূমেতে পতন, সদাগর কিছু অর্থ দিয়া নাপিতেরে। কহে এইকথা ব্যক্ত করো না কাহারে॥ নাপিত করিল বোধ হইয়া বিস্ময়। ব্রাহ্মণে বধিলে বুঝি স্বর্ণ পাওয়া যায়॥ পরেতে নাপিত আসি আপন ভবন। কএক ব্রাহ্মণে গৃহে করি নিমন্ত্রণ ॥ তাহাদের মস্তকে করিল অস্ত্রাঘাত। শির চূর্ণ হয়ে হইতেছে রক্তপাত ॥ অস্ত্রাঘাতে হয়ে অতি ব্যথিত জীবন। উচ্চৈঃস্বরে দ্বিজ গণ করিছে রোদন শুনিয়া ধাইল লোক নাপিত ভবনে। দেখিয়া সকলে সবিস্ময় হয়ে মনে ॥ সকলে একত্র হয়ে ধরি নাপিতেরে। লয়ে চলে সে দেশের বিচার আগারে ॥ নাপিতে বিচার পতি জিজ্ঞাসে তখন

; দ্বিজে অস্ত্রাঘাৎ করিয়াছ কি কারণ ॥ শুনিয়া নাপিত তারে করে নিবেদন । ; শুনহ বিচার পতি আমার বচন ॥ একদিন যায়ে এক বণিক্ সদন। খেউরি করিতে তারে ছিলাম যখন ॥ হেনকালে দ্বিজ এক আসিয়া তখন । সদাগর ভবনেতে করে আগমন ॥ সদাগর ব্রাহ্মণ করিয়া দরশন। কহিল তাহার শিরে অস্ত্র প্রহারণ॥ তাহাতে হইল স্বর্ণ ব্রাহ্মণের অঙ্গ । বিস্ময় হলেম আমি হেরিয়া সে রঙ্গ॥ পরে মম মনে এই অনমান হয়। ব্রাহ্মণে মারিলে বুঝি স্বর্ণ পাওয়া যায় ॥ স্বর্ণ লোভে মগ্ন আমি হইয়া এক্ষণ। করিলাম দ্বিজগণে অস্ত্র প্রহারণ॥ কিন্তু তাহে কার দেহে স্বর্ণ না হইল ; কিসে আমার ভাগ্যে বিপদ ঘটিল ; ॥ এতেক বিচার পতি করিয়া শ্রবণ । সদাগরে ডাকাইল আপন সদন ॥ কহিছে নাপিত যাহা কহিল এক্ষণ। ইহার বৃত্তান্ত মোরে করহ জ্ঞাপন ' ॥ শুনি সদাগর তাহে করিল উত্তর। পূর্ব্বে এ নাপিত ছিল আমার কিঙ্কর ॥ কএক দিবস হৈল হৈয়াছে পাগল। এ জন্য অজ্ঞানে কহিতেছে এ সকল ॥ শুনি সদাগর বাক্য সত্য জ্ঞান করে । নাপিতে বিচার পতি দিল দূর করে ॥ অতঃপর উপাখ্যানকারি সদাপন । খোজেস্তারে কহে শুক করিতে গমন জারালয়ে যেতেধনী হইল উদ্যতা ; হেনকালে সে যামিনী হইল প্রভাতা॥ হেকবুটে করিল রবতপন উদয়। মনদুঃখেপুনঃফিরে আইল আলয় ॥ ❀ ॥

## দ্বাত্রিং শত ইতিহাস ॥

অথ এক মণ্ডুক এক পাক্ষি এবং এক ভ্রমর এইতিন জনে যুক্তি করিয়া এক হস্তাকে নষ্ট করিয়াছিল তাহার প্রসঙ্গ ॥

পয়ার ॥ দ্বাত্রিংশত দিনে সূর্য্য অস্তহলে পরে। নির্ম্মল শারদ শশী উদয় অম্বরে ॥ হেনকালেতে খোজেস্তা যাইয়া ত্বরায়। শুকের সমীপে ধনী চাহিল বিদায় ॥ শুক কহে শুন ওগো শশাঙ্ক বদনা। হৃষ্টচিত্ত হও চিত্তে চিন্তিত হৈয়না ॥ বহু চেষ্টা দ্বারা আমি করি প্রাণ পণ। তব প্রিয়জন সহ করিব মিলন ॥ শুনিয়া খোজেস্তা কহিতেছে বিহঙ্গেরে। ওহেশুক আমি আর কি কব তোমারে ॥ তুমি আমি মিলি দোঁহে বহু চেষ্টাকরি। তথাচ মানস পূর্ণ করিবারে নারি ॥ কেমন অদৃষ্ট মম কহিতে না পারি। কিবল মনঅনলে সদা জ্বলে মরি ॥ শুক কহে ঠাকুরাণী ভাবনা কিতায়। ঐক্যেবল কোন কর্ম্মকরা নাহি যায় ॥ অনেক জনেতে যদি এক যুক্তি করে। কঠিন হলেও কর্ম্ম অনায়াসে পারে ॥ যেমন মণ্ডুক ভৃঙ্গ পক্ষে ঐক্য করি। যুক্তি দ্বারা বিনাশিল মত্ত মত্ত করী ॥ শুনি ধনী কহে কহ সেই উপাখ্যান। শুক বলে ঠাকুরাণী করহ শ্রবণ ॥ ❀ ॥

পয়ার ॥ এক নগরেতে একবৃক্ষ শাখাপরে। নায়নামে পক্ষ একছিল বাসাকরে ॥ প্রসব হইয়া ডিম্ব রাখিয়া তথায়। অন্য স্থানে আহারার্থে ভ্রমিয়ে বেড়ায় ॥ সন্ধ্যাহলে পুনঃ বাসে করি আগমন। পাদপ উপরে করে ডিম্বের রক্ষণ ॥ একদিন আসি এক

মাতঙ্গ ভীষণ। সেই তরু মূলে করে শরীর ঘর্ষণ॥ গাত্রের ঘর্ষণে বৃক্ষ নড়িতে লাগিল। তাহে ডিম্ব পড়ি ভূমে বিনষ্ট হইল॥ তদন্তর সে বিহঙ্গ আসিয়া ত্বরায়। দেখে ভগ্ন ডিম্ব পড়ে বৃক্ষের তলায়॥ আর সেই মাতঙ্গেরে হইল দর্শন। মত্ত হয়ে বৃক্ষে গাত্র করিছে ঘর্ষণ॥ ডিম্বশোকে জন্মে অতি ব্যথিত জীবন। শাখা অবলম্ব করি করিছে রোদন॥ কি করিবে পক্ষি থাকে কাতর অন্তরে। পক্ষি তার ক্রোধে মাতঙ্গের কিবা করে॥ পরে পক্ষি মনে২ করে আন্দোলন। এর প্রতিফল আমি কি করি এক্ষণ॥ যদ্যপি দুর্জ্জয় শত্রু বলবন্ত হয়। যুক্তি বিনা পরাজয় নাহি করা যায়॥ এতেক করিয়া চিন্তা বিহঙ্গ তখন। দাবচঞ্চু সখা স্থানে করিয়াগমন॥ বলে সখা তোমাকে কি জানাইব আর। এক করী করিয়াছে মম অপকার॥ অতএব সখা কর হেন সদুপায়। যাহাতে দারুণ শত্রু পরাভূত হয়। এ কারণে সকাতরে বলিহে তোমায়॥ বিপদে বান্ধব বিনে কেহয় সহায়। শুনি দাবচঞ্চু তাতে করিল উত্তর। এবড় দুষ্কর কর্ম্ম শুন বিহঙ্গবর। একাকী হস্তিকে দূর করা বড় দায়। অতএব শুন যাহে কর সদুপায়॥ মম এক ভৃঙ্গ সখা আছে মতিমান। সুতরাং সর্ব্বত্র তিনি অতি জ্ঞানবান॥ একারণ চল দোঁহে যাই ত্বরা করি। তাঁহার সহিত গিয়া পরামর্শ করি॥ এত বলি দুইজনে করিয়া গমন। ভ্রমরে সকল কথা করিল জ্ঞাপন॥ ভ্রমর শুনিয়া কহে মনে হয়ে ভীত। এবড় দারুণ কর্ম্ম সাধ্যের অতীত॥ মম এক ভেক মিত্র আছে গুণাকর। চল তাঁরে এই কথা করিগে গোচর॥ তাঁর পরামর্শ মোরা করিয়া গ্রহণ। পশ্চাৎ কর্ত্তব্য

যাহা করিবো তখন॥ এই রূপে তিনে মিলি করিয়া চিন্তন। ভেকের নিকটে তাহা করিলা জ্ঞাপন॥ ভেক, শুনি খেদান্বিত হৈলা অতিশয়। কহে,: মন দিয়া তবে শুন সখাচয়॥ নিরূদ্বেগে থাক সবে ভাবনা কি তায়। যুক্তি দ্বারা উচ্চ গিরি নীচ করা যায়॥ এতেক কহিয়া ভেক বটপদে কয়। শীঘ্র যাহ সখা তুমি মাতঙ্গ যথায়॥ তাহার কর্ণের কাছে কর মধুস্বর। শুনিয়া উন্মত্ত হইবেক করীবর॥ বাহ্যজ্ঞান হারাইবে নাহিক সংশয়। দীর্ঘ চঞ্চুপক্ষি যাবে সেইত সময়॥ ওষ্ঠাঘাতে উপাড়িবে তাহার লোচন। তাহাতে মাতঙ্গ অন্ধ হইবে যখন॥ পিপাশায় হইবেক কাতর জীবন। সেই কালে আমি যাবে যথায় বারণ॥ তার অগ্রে যাব শব্দ করিতেং। মম রব শুনি করী ভাবিবেক চিতে॥ জল বিনে ভেক নাহি থাকে কদাচন। অতেব করিবে মোর পশ্চাৎ গমন॥ সেইকালে আমি তারে লব হেন স্থান। যথায় যাইলে হস্তী নাপাইবে ত্রাণ॥ পরে কিছু দিন তথা থাকি করীবর। অনাহারে তেয়াগিবে নিজ কলেবর॥ এইরূপে বরি যুক্তি ক্ষুদ্র তিন জন। অনায়ে দুর্জ্জয় করী করিল নিধন॥ কথা সাঙ্গ করি শুক কহে খোদেস্তারে। অতি ক্ষুদ্র জনে দেখ বিনাশে হস্তিরে॥ অতএব তুমি আমি যদি যুক্তি করি। নিরায়াসে মন বাঞ্ছা পূরাইতে পারি॥ এতেক কহিয়া শুক কহিছে তখন। এবে বন্ধু সমীপেতে করহ গমন॥ তারালয়ে যেতে ধনী হইল উদ্যতা। হেনকালে সেরজনী হইল প্রভাতা॥ করিল কুককুটে রব পক্ষি কিশলতা। এজন্য খোদেস্তা হৈল গমনে রহিতা॥ ❀

## অয় ত্রিংশত ইতিহাস ॥

### অথ চিনের রাজা রুমের বাদ্সাহকন্যার উপর স্বপ্ন যোগে আশক্ত হইয়াছিলেন তাহার প্রসঙ্গ ॥

দীর্ঘ ত্রপদী ॥ দিবা অবসান করেঃ করিলেন দিনকরেঃ অস্তাচল চূড়া অবলম্বন। জীবনে জীবন বালাঃ বঁধু বিরহে বাজলাঃ মন দুঃখে মুদিতা তখন ॥ বেষ্টীত তারকা চয়ঃ শশাঙ্ক হতে উদয়ঃ দশদিক প্রকাশিল করে। কুমুদা পুলকান্তরেঃ বিকশিতা সরবরে আনন্দিত চকরি চকরে ॥ করি নিশী দরশনঃ সংযোগি নভোময় মনঃ বঁধু সহ সুখেতে বিহরে। এহেন সুখ যামিনীঃ দংশে যেন ভুজঙ্গিনীঃ বিয়োগির হৃদয় বিদরে ॥ হেন কালেতে খোজেস্তাঃ হয়ে অতি চিন্তাযুতাঃ উপনীতা শুক সন্নিধানে। কয়ে ধনী কহে বানীঃ শুন শুক গুণ মনিঃ কথা এক কহি তব স্থানে ॥ অনেক বিজ্ঞের স্থানেঃ জিজ্ঞাসিল এক জনেঃ মহাশয়, কি পদার্থ প্রেম জানি শুনি তারে কয়ঃ শুন ওহে গুণালয়ঃ পীরিতি অবিমৃত্য সম ॥ বুঝিলাম হে স্বরূপঃ মম প্রেম সেইরূপঃ হইয়াছি জীয়ন্তে মরণ। অতএব প্রেমে আরঃ বাসনা নাহি আমারঃ রব করি ধৈর্য্যাবলম্বন ॥ এতেক যদি খোজেস্তাঃ প্রকাশে প্রেমে বিরক্তা শুনি শুক করিছে উত্তর। শুন ওগো বরাননেঃ এই পীরিতি করনেঃ বাক্যে কাযে অনেক অন্তর ॥ যে জন পীরিতি করেঃ সেকি গোপনিতে পারেঃ চিত্তে করি ধৈর্য্যাবলম্বন। কিম্বা কি প্রেমিক জনঃ বিনে নারী সম্ভাষণঃ থাকিবারে পারে কি কখন যদ্যাপি রমণীগণঃ পারিত কাল ক্ষেপণঃ করিতে পরুষ সঙ্গবি

দারাপত্য পরিহরি ॥ ময়ূরী ডিম্বের স্নেহে হইয়া কাতর । পলা
তে নারিল হইতে স্থানান্তর ॥ ডিম্ব সহ হুতাশনে হইল দাহন ॥
হেরি রাজ কন্যা হয়ে বিস্ময় ভজন ॥ আপনার মনেতে করিল
আলোচন ॥ নির্দ্দয় পরান ম্যাদি অতি নিদারুণ ॥ পাষাণ হৃদয়
তাহে বিশ্বাস ঘাতক । লম্পট অতি ঠক প্রবঞ্চক ॥ অতএব
এই মন প্রতিজ্ঞা এক্ষণ । পুরুষের সহ না করিব আলাপন । পুরুষের
নাম নাহি লইব বদনে । পুরুষের নাম কভু শুনিবো না কানে ॥
এইরূপে বহুকাল গত হয়ে গেল । তথাপি রাজার কন্যা বিভা
না করিল ॥ বহু দর্শী মুখে ইহা হইয়া বিদিত । রাজার নিক
টে পাত্র হয়ে উপনীত ॥ প্রণাম করিয়া ভূপে করপুটে কয় ॥
স্বপনে যে কন্যা হেরেছিলে নর রায় ॥ আমি তার প্রতি মূর্ত্তি ক
রিয়া লিখন । তদবধি রাজ বর্ত্মে করিয়া স্থাপন ॥ আপনি পটে
র পার্শ্বে বসিয়া রাজন । বিদেশী দেখিলে তারে জিজ্ঞাসি তখ
ন ॥ এমত রমণী কেহ দেখেছ নয়নে । কিম্বা কদাচিৎ কেহ
শুনেছ শ্রবণে ॥ অদ্য এক বিদেশীরে করি নিরীক্ষণ । চিত্র পট
তাহারে করায়ে দরশন ॥ কহিলাম ॥ মম বাক্য শুনহে বিদেশী
কোথাও এমত তুমি হেরেছ রূপসী ॥ সেজন শুনিয়া মোরে
কহিল তাহাতে । রূম রাজ কন্যা প্রতি মূর্ত্তি লেখা হইতে ॥ এ
তেক পাত্রের মুখে করিয়া শ্রবণ । আনন্দ সাগরে মগন হইল
রাজন ॥ তদন্তর পাত্র প্রতি কহে নরেশ্বর । এক জনে রূমরাজ্যে
পাঠায়েসত্বর ॥ শীঘ্রকরি মমরাজ্যে আন সেযুবতী ॥ শুনিয়া স
চিব কহে শুনমহীপতি ॥ কিমতে এমত কর্ম্মহইবেএক্ষণ । আছে

সে কন্যার এক নিদারুণ পণ ।। কদাচিৎ নাহেরিবে পুরুষ বদন ।। পুরুষের সহ না করিবে আলাপন ॥ শুনি পুনরায় জিজ্ঞাসিল নরপতি । কেন হেন প্রতিজ্ঞা করিল সে যুবতী ॥ শুনি, পাত্র ধরা নাথে করে নিবেদন । বৈদেশীর প্রমুখাৎ যে রূপ শ্রবণ ।। শুনি রাজা পুনঃ তাহে হইলা ভাবিত । বলে হে সচিব এর কি করি বিহিত ।। পাত্র কহে যদি আজ্ঞা করেন রাজন । তবে রূম রাজ্যে আমি করিয়া গমন ।। আপনার প্রতিমূর্ত্তি করায়ে দর্শন । আর কহি আপনার স্বপ্ন বিবরণ ।। যে প্রকারে রাজ কন্যা আপনার প্রতি । আশক্ত হইয়া বাঞ্ছে বরিবারে পতি ।। সেই রূপ আপনার চরণ কৃপায় । করিব ধরণী ধর ভাবনা কি তায় ।। শুনি পাত্র প্রতি হৃষ্ট হইয়া রাজন । অনুমতি যাইবারে দিলেন তখন ॥ ভূপতি আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ত্বরিতা রূমের নগরে পাত্র হয়ে উপনীত ।। চিত্রকর বলি তথা দিল পরিচয় । তথায় প্রশংসা তার বাড়ে অতিশয় ।। রাজ কন্যা এসংবাদ প্রাপ্ত হয়ে পরে । পাত্র পাশে পাঠাইল অনেক নফরে ।। কহিল তাহারে তুমি যাবে শীঘ্রতর । চিত্রকরে মমাদেশ করিবে গোচর ।। রাজকন্যা তোমারে ডাকিল এইক্ষণ । চিত্রপট তাঁর পুরে করিতে লিখন অনুমতি লয়ে দাস করিয়া গমন । পাত্রে গিয়া এই বার্ত্তা কৈলা বিজ্ঞাপন ॥ এতেক দাসের মুখে শ্রবণ অন্তর । ত্বরিতে যাইয়া পাত্র কন্যার গোচর ।। তাহার বিচিত্র অট্টালিকার ভিতরে আপনার রাজ প্রতি মূর্ত্তি চিত্র করে ।। পরে অন্য২ মূর্ত্তি করিলা লিখন । রূপ ব রাজ জনার বিস্ময় কারণ ।। চিনরাজ প্রতি মূর্ত্তি

করি দরশন। চমকিতা হয়ে কন্যা জিজ্ঞাসে কারণ॥ 'কার প্রতিমূর্ত্তি এই কহ চিত্রকার'। পাত্র কহে 'এই মূর্ত্তি চিনের রাজার আর তার গৃহে ছিল হরিণ হরিণী। তাহাদের প্রতিমূর্ত্তি দেখ ঠাকুরাণী॥ আর শুন রাজকন্যা করি নিবেদন। নারীর বদন নাহি হেরেন রাজন'॥ শুনি কন্যা জিজ্ঞাসা করিল চিত্রকরে। 'ইহার বৃত্তান্ত কিবা বলহ আমারে'॥ চিত্রকর কহে 'শুন কহি গো তোমায়। নদীর নিকটে চিন রাজের আলয়। একদিন নরপতি অট্টালিকা পরে। বসিয়াছিলেন অতি পুলক অন্তরে প্রাসাদের নিম্নে রাজা হেরিলা নয়নে। প্রসাবতা মৃগী একআছে সেই স্থানে॥ হরিণ তাহার পার্শ্বে করিয়া শয়ন। আপন শাবক দিগে করিছে রক্ষণ॥ অকস্মাৎ সেই স্থানে বাড়িয়া বন্যত॥ আসি উপনীত হৈল তরঙ্গিনী স্রোত॥ হরিণী জলের বেগ করিতে ধারণ। না পারি সন্তান ত্যজি করে পলায়ন॥ হরিণ সন্তান স্নেহে হইয়া কাতর। প্রাণধরে না পারিল হৈতে স্থানান্তর॥ শাবক সহিত জলে হইয়া মগন। বিপাকে পড়িয়া মৃগ ত্যজিল জীবন নরপতি, মায়াহীনা দেখি হরিণীরে। তদবধি রমণীর নাম নাহি করে'॥ এতদন্ত আদি অন্ত করিয়া শ্রবণ। নৃপবালা চিত্রকরে কহিছে তখন॥ 'তুমি হে রাজার কথা কহিলে যেমন। চিত্রের ঘটিয়াছে আমার তেমন॥ আমিও ময়ূরে দেখি নির্ম্মায়ীক অতি। অভিলাষ ত্যজিয়াছি পুরুষের প্রতি॥ নৃপতিও মায়াশূন্য হরিণীকে দেখে। কদাচ নারীর নাম নাহি লয় মুখে॥ অতএব

যদি ভূপ করি অনুগ্রহ। চিত্রকর আমার করেন পাণি গ্রহ॥ তবেতো আনন্দ হয় আমার অন্তরে। উভয়েতে মন সুখে থাকি একত্তরে॥ এতেক কহিয়া কন্যা চিনের রাজায়। ভাট দ্বারা বিবাহের সংবাদ জানায়॥ তদন্তর আনাইয়া আপন সদন। চিনের অধিপে করে স্বামীত্বে বরণ॥ ইতিহাস পূর্ণ, শুক করিয়া তখন। খোজেস্তায় পুনরায় করে নিবেদন॥ বলিতেছ দিবে তুমি প্রেমে বিসর্জ্জন। কিন্তু কর্ত্তা করিতে নারিবে কদাচন॥ বাক্যের ভ্রাচ্যতা যদি থাকিতো গো হেন। রূম রাজ কন্যা তবে বিভা করে কেন॥ অতএব প্রিয় পার্শ্বে করিয়া গমন। মনের মানস পূর্ণ করগে এক্ষণ॥ শুনিয়া খোজেস্তা হৈল গমনে উদ্যতা। হেন কালে সে রজনী হইল প্রভাতা॥ ডাকিল কুক্কুটা সব উষা দরশনে। গমনে বিরতা ধনী হয় সে কারনে॥ ॥

চর্তুত্রিংশৎ ইতিহাস॥

অথ এক গর্দ্ধব এবং এক হরিণ

বন্ধন যুক্ত হইয়াছিল তাহার প্রসঙ্গ॥

পয়ার॥ পশ্চিমঅচলে ভানু করিলে গমন। তারকা সহিত শশী দিল দরশন॥ হেনকালেতে খোজেস্তা বিদায় লইতে। গমন করিল ধনী শুক সমী পেতে॥ কহে, মন কথা শুক করহ শ্রবণ। বিশেষে তোমারে আমি বলিহে এক্ষণ॥ আব্দুল আজিজ নামে আছিল রাজন। আপন বয়সে নিদ্রা না যেতো সেজন একারন এক দিন সভাসদগণ। সবিনয়ে ভূপেরে করিল জিজ্ঞাসন॥ মহারাজ নিদ্রা নাহি যাহ কি কারণ॥ শুনিয়ে আব্দুল

নোত ব রূমরাজ বালাঃ অগ্রে প্রেমে করি কেলঃ শেষে বিভা করিল কেমনে, ॥ খোজেস্তা শুনিয়ে পরেঃ জিজ্ঞাসিল বিকল্পে রেঃ কহ শুক সেই বিবরণঃ। শুক কহে যত্তি পাণিঃ শুন তবে ঠাকুরাণীঃ রূমের রাণীর উপাখ্যানঃ। ॥

পয়ার ॥ চিনের রাজার ছিল মন্ত্রী এক জন। সুবোধ সর্ব্বজ্ঞ বিজ্ঞ বড়ই সুজন ॥ একদিন চিনরাজ আছিলা শয়নে। উত মধ্যে সেই মন্ত্রী কোন প্রয়োজনে ॥ ভূপতির সমীপেতে করিয়া গমন। নিদ্রাভঙ্গে তাঁহারে করিল সচেতন ॥ নিদ্রা ভঙ্গে ভূপতি হইয়া কোপ মন। তীক্ষ্ণ খড়্গ করি এক করেতে ধারণ ॥ সচিবের উদ্যত হল করিতে ছেদন। হেরি মন্ত্রী তথা হৈতে করে পলায়ন পরে নৃপ হয়ে অতি উন্মাদের প্রায়। উচ্চৈঃ স্বরে চিৎকার করিলা অতিশয় ॥ সেই শব্দ অনুসারে সভাসদ্ গণ। মহীপ সমীপে তূর্ণ করিয়া গমন ॥ জিজ্ঞাসিল মহারাজ কি জন্য আপনি। করিতেছ হেন শব্দ বিপরীত শুনি ॥ শুনিয়া উত্তর তাকে কহিলা রাজন। শুনহ মম বাক্য সভাসদগণ॥ স্বপনে দেখতেছিলাম আমি এক নারী। মনোরমা সে ললনা পরমা সুন্দরী। করিতে ছিল সে কর আমার চুম্বন। আমিও ধরিয়াছিল তাহার চরণ ॥ এমন রূপসী কন্যা কভু নাহি হেরি। স্বপনে লইল মম মন প্রাণ হরি ॥ হেনকালে পাত্র আসি জাগাইল মোরে। জাগ্রৎ হইয়া আমি হারালেম তারে ॥ একারণ, আমি সেই কামিনী রতন। মানসেতে করিতেছি তাহারে স্মরণ ॥ ভূপতির ছিল এক পাত্র চিত্রকর। রাজমুখে কন্যারূপ শুনি মন্ত্রীবর ॥ সেই রূপ চিত্র

পট করিয়া রচন। রাজপথে লয়ে তাহা করিল স্থাপন॥ আপনি থাকিয়া সেই পট সন্নিধানে। জিজ্ঞাসা করয়ে যত বৈদেশীয়জনে॥ শুন হে বৈদেশীগণ মম নিবেদন। এমত রমণী কেহ করেছ দর্শন॥ কিম্বা যদি শুনিয়া থাকহ বিবরণ। আমার নিকটে তাহা কর বিজ্ঞাপন॥ শুনিয়া তাহারা সবে মন্ত্রীবরে কয়। এরূপ রমণী মোরা না হেরি কোথায়॥ এই রূপে প্রতি দিন রাজ মন্ত্রীবর। যাবৎ বিদেশী গণে করয়ে গোচর॥ হেন রূপে কিছু দিন গত হৈলে পরে। অনেক আইল বহুদর্শী তথাকারে॥ হেরি পাত্র সেই চিত্র দেখাইয়া তারে। পূর্ব্বমত জিজ্ঞাসা করিল সেই নরে॥ শুনিয়া বিদেশী রাজমন্ত্রী প্রতি কয়। চিত্রসমা রামা দেখিয়াছি মহাশয়॥ পরম রূপসী ইনি রোম রাজ কন্যা। আছয়ে অন্য চাভাবে এ রমণী ধন্যা॥ শুনি রাজ মন্ত্রী তারে জিজ্ঞাসে তখন। বিবাহ করেনি কন্যা কিসের কারণ॥ ইহার বৃত্তান্ত যদি জানহ আপনি। বিশেষিয়া সেই কথা কহ দেখি শুনি॥ শুনি বহুদর্শী কহে পাত্র বিদ্যমান। শুন মহাশয় বলি ইহার সন্ধান॥ একদিন রোম রাজ তনয়া সুন্দরী। বসিয়াছিলেন স্বীয় অট্টালিকা পরি॥ তাহার নিকট এক আছিল উদ্যান। অতি মনোরম সেই বিরামের স্থান॥ তার মধ্যে এক বৃক্ষে ময়ুর ময়ুরী। প্রসবিয়া ডিম্ব রাখে সেই বৃক্ষোপরি॥ অকস্মাৎ সে উদ্যানে লাগি হুতাশন। আরামস্থ সর্ব্বতরু হইল দাহন॥ ময়ুর ময়ুরী দোঁহে যেই বৃক্ষেছিল। তাহার নিকটে অগ্নি যখন আইল॥ ময়ুর অগ্নির তাপ সহিতে নাপারি। পলাইয়া গেলা

কহে ঃ শুন সর্ব্বজন ॥ যদ্যপি শয়ন, আমি করি যামিনীতে। ঈশ্বর সাধন নাহি হয় কোনমতে॥ যদ্যপি দিবসে আমি করিহে শয়ন। তবে নাহি হয় কভু প্রজার পালন ॥ একারনে সভাসদ শুন সর্ব্বজন। করিতে নাপারি নিদ্রা কাল নিরূপণ ঃ ॥ অতএব শুক মম এই ভয় মনে । উভয় শঙ্কট মম হৈল এতদিনে ॥ যদি প্রিয়তম সহ করি হেপীরিতি। তবেতো নিশ্চয় মোরে ত্যজিবেন পতি ॥ পতি অনুগত হয়ে থাকি যদি গৃহে। তবে বন্ধু দুঃখপাবে আমার বিরহে ॥ অতএব ওহে শুক রক্ষণে আমার। উভয়ের মন রক্ষা করা হৈল ভার ॥ এই বিবেচনা করিয়াছি একারণ। উভয়ের জন্য আশাদিয়ে বিসর্জ্জন ॥ বিষয় বাসনা সব ত্যজিয়া একন নিয়ত পরম পদ কারব সাধনং ॥ এতেক শুনিয়া শুক কহিছে তাহাতে। ঃ সতীত্ব উত্তম বটে সবার পক্ষেতে ॥ কিন্তু যেইকালে যেইকর্ম্ম যুক্তহয়। সেইকাল বিনা তাহা শোভা নাহি পায়। ঃ নির্ব্বোধ গর্দ্দব গীতগাইয়া যেমন। অবশেষ রজ্জু পায়েহইল বন্ধন ঃ ॥ শুনি ধনী কহে ঃ কহ সেই উপাখ্যান । শুক বলে,ঃ তবে কর্ত্রী করহ শ্রবণ ঃ ॥ ❋ ॥

পয়ার ॥ঃ গর্দ্দব হরিণ এক বিপিন মাঝেতে। বসতি করিত দোঁহে মিত্রতা ভাবেতে ॥ আহারার্থ ভ্রমণ করিত এক বনে ॥ পরস্পর মন সুখে থাকিত দুজনে ॥ কতক দিবসান্তরে বসন্ত উদয়। হইলে এমতে এক রজনী সময় ॥ খর আর মৃগ আনন্দিত হয়ে মনে। প্রবেশ করিয়া এক জনের উদ্যানে ॥ পুলক অন্তরে খর হরিণেরে কয়। ঃ শুন সখা এই অতি সুখের সময় ॥ প্রফুল্ল

কুসুমে সুখ শোভে তরুগণ । মন্দ২ বহিতেছে তাহে সমীরণ ॥ অতএব সখা হেন সুখের সময় । গান করিবারে মনে বড় তুষ্টি হয় ॥ একারণ এই মনে বাসনা এখন । তোমারে সংগীত কিছু করাই শ্রবণ ॥ এত শুনি মৃগ গর্দ্দভের প্রতি কয় । গীতের কি জ্ঞান তুমি বলহে আমায় ॥ অতএব গীতে আর নাহি প্রয়োজন । চোর সম করিয়াছি উদ্যানে গমন ॥ যদি সখা তুমি গান কর এই ক্ষণ । তবেতো নিশ্চয় হবে বিপদ ঘটন ॥ আরাম রক্ষক গণ করি আগমন । তোমায় আমায় পায়ে করিবে বন্ধন ॥ যেমন কএক চোর একত্র হইয়ে । প্রবেশ করিয়া এক ধন বানা লয়ে ॥ গৃহ মধ্যে পায়ে এক সুরার বোতল । পান করি উনমত্ত হইয়া সকল অতি উচ্চৈঃস্বরে গান আরম্ভ করিল । শুনিয়া গৃহস্থ তাহে জাগ্রৎ হইল ॥ পরে তার ডাকি স্বীয় অনচর গণ । দস্যুদিগেরে ধরি তুর্ণ করিল বন্ধন ॥ গর্দ্দব শুনিয়ে তবে হরিণের প্রতি । বলে সখা তুমি কর কাননে বসতি ॥ সংগীতের মর্ম্ম তুমি জানিবে কেমনে । আমি থাকি নগরেতে জন সন্নিধানে ॥ অতএব না শুনিব তোমার বচন । এত কহি গানারম্ভ করিল তখন ॥ কানন রক্ষক সেই শব্দেতে জাগিল । রজ্জু পাযে পশুদ্বয়ে বন্ধন করিল ॥ কথা সাঙ্গ করি শুক কহে খোজেস্তারে । যে জন নাকরে কর্ম্ম সময়ানসারে ॥ তবে পশুদের আর চোরের মতন । নিশ্চয় তাহার ভাগ্যে ঘটে বিঘটন ॥ সে যাহক এবে শীঘ্র করি গাত্রোত্থান । প্রিয়তম পাশে কন্যা করহ পয়ান ॥ শুনিয়া খোজেস্তা হয় গম

নে উদ্যত্তা। হেন কালে সে রজনী হইল প্রভাত॥ ছল কপট করিল বর উষাদরশনে। যাইতে নারিল ধনী বঁধুর সদনে॥ ❀ ॥

পঞ্চ ত্রিংশৎ ইতিহাস ॥

অথ এক রাজা প্রেমাশক্ত হইয়াছিল এবং খোজেস্তাকে মেয়মন নষ্ট করিয়া ছিল তাহার প্রসঙ্গ॥

পয়ার ॥ পঞ্চম ত্রিংশৎ দিনে ভানু অস্ত হলে। উদয় হইল শশী গগণমণ্ডলে॥ হেনকালেতে খোজেস্তা মেয়মন দারা শুকের সমীপে ধনী উত্তরিয়া ত্বরা॥ কহে শুক প্রতি দিন আসি তব পাশ। তথাচ নাহল পূর্ণ মম অভিলাষ॥ অতেব, খেয়েছ তুমি আমার লবন। তাহা না করিয়া মন ক্ষতেতে অর্পণ। বন্ধুর নিকটে যেতে দেহ অনমতি। ওহে শুকরাথ এই আমার মিনতি॥ শুনিয়া তাহাতে শুক করিল উত্তর। অদ্য নিশী বন্ধু পার্শে যাহে শীঘতর॥ যাহ ঠাকুরাণী হেন করিব উপায়। কিন্তু তব গুপ্ত কথা যদি ব্যক্ত হয়॥ চিনের অধিপ বালা যে রূপ প্রকার। ছলে জানা হইয়াছিল সতীত্ব তাহার॥ তুমিও তেমতি ছল করিয়া প্রকট রাখিবে সতীত্ব তব সবার নিকট॥ শুনি ধনী কহে শুক সে আর কেমন। বিশেষিয়া কহ মোরে সেই উপাখ্যান॥ ❀ ॥

দীর্ঘত্রিপদী॥ শুক কহে শুন২ঃ সে আশ্চর্য্য উপাখ্যানঃ মন দিয়া ওগো গুণবতী। রূম রাজ্য নিকটেতে, অম্ম এক নগরেতে, ছিল এক খদ্র নরপতি॥ একদিন পাত্র তার, মনেতে করি বিচার, ভূপতিকে করে নিবেদন। রূমের অধিপ কন্যা; রূপেগুণে অতি ধন্যা, মহারাজ বিখ্যাত ভুবন॥ যদি রূমের ঈশ্বর; আপনাকে,

নৃপবর, সেই কন্যা করে সমর্পণ। তবে হয় সুখোদয়; রাজ্যের উল্লাস হয়, আমাদের তুষ্ট হয় মন ॥ পাত্র বাক্যে নরপতি, সন্তুষ্ট হইয়ে অতি, সেই কন্যা বিবাহ কারণ। রূম রাজ নিকটেতে, নানা দ্রব্যাদি সহিতে, দূত এক করিল প্রেরণ॥ দূত গিয়া শীঘ্রগতি, যথা রূম অধিপতি, সমুদয় করে অবগত। রূম রাজ তদন্তরে, কন্যা বিভা দিতে তারে; কোনমতে নহিল সম্মত॥ দূত হইয়া নিরাশ, আপন ভূপতি পাশ; আসিয়া করিল নিবেদন। শুনি এতেক ভারতি, ক্রোধ যুক্ত নরপতি, হয়ে করি সৈন্যের সাজন॥ রূম প্রদেশ উত্তরি, তুমূল সমর করি, রূম রাজে কৈল পরাজয়। অগত্যা রূমাধিপতি, বিপদে পড়িয়া অতি, কন্যা দান করিল তাহায় ॥ আর তনয়ার প্রতি, কহিলেন নরপতি; শুন কন্যা বচন আমার। পূর্ব্বে যে অন্যের সহ, হয়েছে তব বিবাহ, তাহার ঔরসে যে কুমার ॥ হয়েছে তব গর্ভেতে; এই কথা কোনমতে; নৃপে না বলিহ কদাচন। এই উপদেশ করি, রূমরাজেশ্বরা করি; তনয়ারে করিলা প্রেরণ ॥ পরে কন্যাকে যখনঃ। সেই ভূপতি আপনঃ নিলয়ে আনিলা যত্ন করি। রূম রাজের দুহিতা; পুত্র বিরহে দুঃখিতা, থাকিতেন দিবা বিভাবরি ॥ কিন্তু কন্যা মনে মন, করিত এ আকিঞ্চন, কোন কথা প্রসঙ্গ করিয়ে নিজ পরিচয় দিয়ে, ভূপতিরে জানাইয়েঃ আনাইব আপন তনয়ে॥ পরে কিছু দিনান্তরে; দৈবে সেই নরবরে, আসি রাজ কন্যার সদন। পেটকা পূর্ণিত রত্ন, আনি এক করি যত্নঃ তাহারেকরিলা সমর্পণ॥ কন্যা এই অবসরেঃ কহিলেক নরেশ্বরে

শুন নাথ মম নিবেদন । আমার পিতৃ আলয়ঃ পট্ট রতন পুরী কায়ঃ কিঙ্কর আছয়ে একজন ।। ভাল মন্দ রতন যাহাঃ পরীক্ষা করিতে তাহাঃ আছে তেহ বড়ই নিপূণ । নৃপতি শুনিয়ে কয়ঃ তব পিতা কি আমায়ঃ সে কিঙ্করে করিবে অর্পণ ॥ শুনি রাণী কহে নাথঃ সে দাসেরে মম তাতঃ পুত্র তুল্য করেন পালন । একারনে অনুমানিঃ কদাচিত দেনতিনিঃ যদি তব হয় প্রয়োজন তবে এক সদাগরেঃ পাঠাইয়া তথাকারেঃ উচ্চপদ স্বীকারিয়া তারে । কোন মতে ছল করেঃ মমপিতা অভ্যন্তরেঃ তবে তারে আনিবারে পারে ।। এতেক শ্রবণান্তরেঃ রাজা এক সদাগরেঃ কিছু ধন করিয়া অর্পণ । বানিজ্যের ছল করেঃ পাঠায় রতন নগরে কিঙ্করে করিতে আ নয়ন ॥ পরে রাণী সঙ্গোপনেঃ কহে সদাগর স্থানেঃ আনিতে যাইছ তুমি যারে । কিঙ্কর নহে সে জনঃ সে যে আমার নন্দনঃ একথা প্রকাশ নাহি কারে ।। আমি কোন প্রয়োজনেঃ ভূপ তির বিদ্য মানেঃ দাস বলে দিছি পরিচয় । ভৃত্যের সমান করে, ব্যভার না করো তারেঃ যতনে আনিবে তুমি তায় পরে সেই সদাগরেঃ কতক দিবসান্তরেঃ রতন রাজ্যেকরিয়া গমন আনি সেই বালকেরেঃ ধরণী ধর গোচরেঃ অচিরে করিলা সমর্প ণ।। তারে হেরি নরপতিঃ সন্তুষ্ট হইয়া অতিঃ সদাগরে কৈল পুর স্কার । দূরে হতে রাজ রাণীঃ হেরি পুত্রমুখ খানিঃ হইলেন আন ন্দে অপার ।। দৈবাধান একদিনঃ সেই ভূপতি প্রবীণঃ মৃগয়ায় করিলে গমন । রাণী অতি সগোপনেঃ আপন প্রিয় নন্দনেঃ অন্তঃ পূরে লইয়া তখন ॥ স্নেহে গদ২ অতিঃ অন্তরে পাইয়া প্রীতিঃ

পুত্র মুখ করিলা চুম্বন ॥ দূরে গেল দুঃখ সবঃ হৃদে উদয় উৎসব চক্ষে বহে আনন্দ জীবন ॥ দৌবারিক ইহা হেরিঃ মনেতে সন্দেহ করিঃ সবিস্ময় হইয়া তখন। ভূপতি আসিলে পরেঃ গিয়া তাঁহার গোচরেঃ সমস্ত করিল নিবেদন ॥ নৃপ পায়ে এ সংবাদঃ অন্তরে ভাবি বিষাদঃ মনেং করে আন্দোলন। ব্যভিচারী এ বধূ জাঃ ছল করি উপপতিঃ আনাইল নিকটে আপন ॥ নর পতি তদন্তরেঃ যাইবায় অন্তঃপুরেঃ রাজরাণী করে অনুমান। কালি কার বিবরণঃ বুঝিভূপতি এক্ষণঃ পাইয়াছে সকল সন্ধান ॥ এতেক চিন্তিয়া পরেঃ জিজ্ঞাসিল ভূপতিরেঃ কেন রাজা চিন্তাযুক্তমন রাজাকহে ক্রোধভরেঃ কি আর জিজ্ঞাস মোরেঃ একিবল তোমারি কারণ ॥ তুমি সলটা রমণীঃ ছলে উপপতি আনি, ধন দেশ হইতে এক্ষণ। তার সঙ্গ বাস করি, পোহাইলে বিভাবরি রতি রসে হইয়া মগন ॥ রাজা স্নেহের খাতিরেঃ দণ্ড না করিয়া তারেঃ বিবেচনা করে মনেং। এর প্রতিফল যাহা, অবশ্য সাধিব তাহা, বালকেরে বধিয়া পরাণে ॥ তদন্তর নৃপবর, বসি সিংহাসনে। পরঃ ডাকি এক ভৃত্যকে আপন। কহে তুমি বালকেরেঃ লয়ে কোন স্থানান্তরেঃ করোতার মস্তক ছেদন ॥ নৃপতির আজ্ঞা পেয়েঃ দাস বালকেরে লয়েঃ জিজ্ঞাসা করিল সংগোপনে। কেন মরিবার তরেঃ ছিলে সহবাসকরেঃ জেনেশুনে রাজ পত্নী সনে ॥ বালক করে উত্তরঃ শুনহে রাজ কিঙ্করঃ রাজ রাণী জননী আমার। তাঁহার প্রথম পতিঃ ঔরষে মম উৎপতিঃ কহিনু তোমারে সার দ্বার ॥ মাতা সর্জ্জাভাবি মনে ; পরিচয় নৃপ

স্থানে, দেন নাই এইসে কারণ ॥ এক্ষণে তোমার হাতে, পড়েছি হে সঙ্কটেতে; রাখ কিম্বা বধহ জীবন ॥ শুনি রাজ অনুচর প্রসন্ন বালকোপর, হয়ে মনে বিবেচনা করে। যদিকভু নররায়; পায়ে এর পরিচয়, জিজ্ঞাসেন বালকের তরে ॥ তবে আমি কি প্রকারে; কোথায় পাইব এরে, এত চিন্তি না মারিয়া তারে। গোপন করিয়া অতি, কহে ভূপতির প্রতি; মারিয়াছি সেই বালকেরে ॥ রাজা এই কথা শুনে, ক্রোধ সাম্য করি মনে, হইলেন প্রফুল্য অন্তর। রাজ্ঞী এই বার্ত্তা শুনি; হইলেন বিষাদিনী; মণি হারা ফণির সোসর ॥ একে পুত্রের নিধন; তাহে ভূপের বর্জ্জন, দুঃখের উপরে দুঃখ অতি। নিদারুণ শোক পায়ে, খেদে অধ বক্ত্র হয়ে, নেত্র জলে ভাষিছে যুবতী ॥ এক প্রাচীনা কিঙ্করী, আছিল নৃপের পুরী, রাণীকে দেখিয়া উৎকণ্ঠিতা; নিকটে আসিয়া কয়, কেন রাণী এ সময়, দেখি গো তোমারে বিষাদিতা ॥ শুনি রাণী কহে তায়ঃ আদ্য অন্ত সমুদয়ঃ আপন দুঃখের বিবরণ। শুনি দাসী কহে রাণীঃ মিছে কেন বিষাদিনীঃ চিত্তে ধৈর্য্য ধর গো এখন ॥ আমি কোন কৌশলেতেঃ আনাইয়া ধরানাথেঃ তব সহ করাব মিলন ॥ রাণী কহে ওগো মাতাঃ যদি মম মন ব্যথাঃ করিতে পারহ নিবারণ। তবে নানা রত্নাদিয়েঃ

তুষিবো তোমার হিয়েঃ দিব নানা বসন ভূষণ॥ এতেক শুনিয়ে দাসীঃ মনেতে হইয়া খুসীঃ করি রাজ সমীপে গমন। কহেকেন নররায়ঃ বিমর্ষ দেখি তোমায়ঃ দাসীরে কহনা সে কারণ। রাজা কহে শুন দাসীঃ মম ভার্য্যা পাপিয়সীঃ ক্যর হল ধর্ম্ম বিলঙ্ঘন অন্যেতে আশক্ত হয়েঃ বন হতে আনাইয়েঃ করেছিল তার সহ বাস। আমি দৌবারিক স্থানেঃ এই বৃত্তান্ত শ্রবণেঃ সে দুষ্টেরে করেছি বিনাশ॥ তথাচ না জানি কেনঃ সদামন উচ্চাটনঃ সে খেদ না হয় সম্বরণ। এ কথা মিথ্যা কি সত্যঃ না জানি ইহার তত্বঃ রমণীরে না করি নিধন॥ দাসী কহে হে ভস্বামীঃ নিবেদি তোমারে আমিঃ আশ্চর্য্য কবচ এক জানি। সে রমণী ঘুমাইলে তাহার হৃদয় স্থলেঃ সে কবচ রাখিবে আপনি॥ তার বদনে তখনঃ যেই বাক্য নিঃসরণঃ হবে সত্য জানিবে রাজন। রাজা কহে এত শুনিঃ দেহ সে কবচ আনিঃ দাসী আনি দিয়া সেইক্ষণ পরে রাণী কাছে গিয়াঃ কহে তারে বিবরিয়াঃ মম বাক্য শুন ঠাকুরাণী। নৃপ আসিয়া যখনঃ তব বক্ষেতে স্থাপনঃ করিবেকবচ একখানি॥ তুমি কত্র সেইকালেঃ কপট নিদ্রার ছলেঃ আপনারে করি অচেতন। যত অর্থ বচন যাহাঃ নৃপাগ্রে কহিবে তাহাঃ অন্যথা না হয় কদাচন॥ তদন্তর নৃপবরঃ প্রহরেক রাত্রপরঃ রাণী বক্ষে কবচ রাখিল। পূর্ব্ব স্বামীর জন্মিতঃ পুত্র কথা বিস্তারিতঃ

রাণী সর্ব্ব রাজারে কহিল । এতেক শুনি রাজনঃ হইয়া প্রফুল্ল মনঃ করি রাণী বদন চুম্বন । বলিছেন করে ধরেঃ কেন প্রিয়া পূর্ব্বে মোরেঃ করেছিলে একথা গোপন । শুনি রাণী কহে বাণী এই কথা নৃপমণিঃ লজ্জা হেতু বলিনে তোমায় । এতেক করি শ্রবণঃ দাসে করি আনয়নঃ জিজ্ঞাসা করিল রাজা তায় । রে কিঙ্কর বল মোরেঃ কোথা সেই বালকেরেঃ লয়ে তুমি করেছ নিধন । দাস কর পুটে কয়ঃ সংহার না করি তায়ঃ রাখিয়াছি করিয়া গোপন ।। শুনি রাজা তদন্তরঃ হয়ে; পুলক অন্তরঃ কহে দাসে আন সেই জনে । এরূপ অনজ্ঞা পায়েঃ দাস শীঘ্র গতি যায়েঃ আনে তারে ভূপনিকেতনে ।। পুত্র মুখ নিরখিয়াঃ যুড়ালে তাপিত হিয়াঃ পুলকে পূর্ণিত রাজ রাণী । পায়ে অঞ্চলের ধনঃ ঈশ্বরে করে স্তবনঃ গল লগন বাসে যুড়িপাণি ।। ইতিহাস করি সাঙ্গঃ কহিছে শুক বিহঙ্গঃ যদি কভু পড়গো বিপদে । তবে হেন ছল করিঃ প্রকাশি নানা চাতুরিঃ সতীত্ব রাখিবে অপ্রমাদে । সে যাহক এইক্ষণেঃ যাহ বঁধু সন্নিধানেঃ বিলম্ব করনা অকারণ খোজেস্তা যেতে উদ্যতাঃ হেন কালে সুপ্রভাতাঃ সে রজনী হইল তখন ।। একারণ অভিসারঃ হইলনা আর তারঃ গৃহে ধনা করি আগমন । দৈবে ঐ দিবসেতেঃ মেয়মুন বিদেশ হতেঃ ভবনে করিলা আগমন ।। না হেরিয়া শারিকারে, জিজ্ঞাসা করে শুকে

রে, বল শুক শারিকা কোথায়। শুক বলে মহাশয়, কি আর কব তোমায়, খোজেস্তা সংহার কৈল হায়॥ কেন খোজেস্তা তাহারে; বিনাশ করিল মোরে; কহ শুক সেই বিবরণ। শুক শুনি নম্র হয়; বিবরি মেয়মনে কয়; আদ্য অন্ত সকল কারণ॥ যেই রূপেতে খোজেস্তা; প্রেমেতে হলো আশক্তা যেরূপেতে শারির মরণ। মেয়মুন শুনিয়া পরে; তীক্ষ্ণ খড়্গ করে ধরে; খোজেস্তারে করিল নিধন॥ * ॥ সম্পূর্ণ॥

---